গ্লোবাল ডায়ালগ

১১.৩

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে একটি সাক্ষাৎকার
আরমিন থার্নার

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
মাইকেল ফাইন
জি. গুন্টার ফস

কাজ ও শ্রম
রাফিয়া কাজিম, ক্রিস টিলি
ব্রিজিট অউলেনব্যাকার , আরঙ্কা ভেনেসা বেনাজা
হেলমা লুৎজ, ভেরোনিকা প্রিলার
কারিন শুইটার, জেনিফার স্টেইনার
রুথ ক্যাসেল- ব্র্যাঙ্কো, সারাহ কুক
হান্নান দেওসন, এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার
সান্দিসা মাপুকাতা, শাফি ভেরাছিয়া
কেলি হাওসন, প্যাট্রিক ফুরস্টাইন
ফুভা উস্টেক-স্পিলদা, আলেসিও বার্তোলিনি
হান্না জনস্টন, এবং মার্কগ্রাহাম

অ্যানথ্রোপোসিন: সমালোচনামূলক বিতর্ক
এরিয়েল সালেহ
শোকো ইয়োনেয়ামা
গাইয়া জিউলিয়ানি
উলরিখ ব্র্যান্ড
মার্কাস উইসেন
জেসন ডব্লিউ. মুর

মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞান
মুনির সাইদানি
মোহাম্মদ এলতোবালি
হাসান রেমাউন

উন্মুক্ত বিভাগ
> কোভিড প্রতিক্রিয়ায় অসমতা মোকাবেলা
> কুনের দর্শনে ইবনে খালদুনের প্যারাডাইম
> ব্রাজিলের সামাজিক কল্পনা এবং আইনের সমাজবিজ্ঞান

ভলিউম ১১/ সংখ্যা ৩/ ডিসেম্বর ২০২১
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

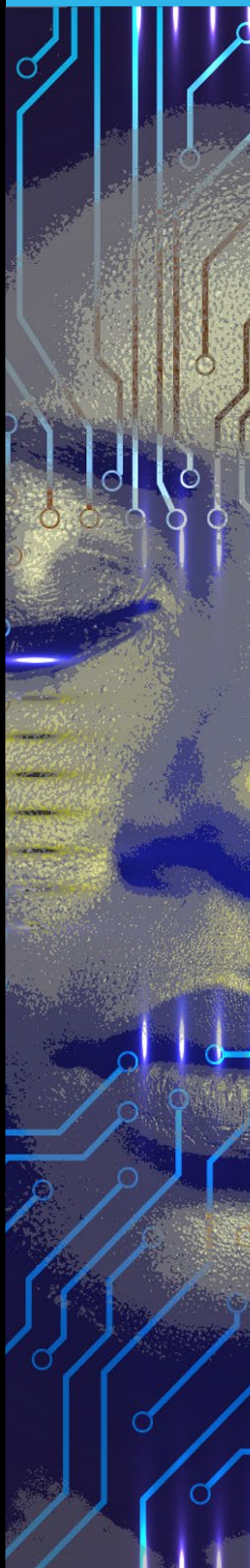

> সম্পাদকীয়

আমাদের সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হচ্ছে: জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিপর্যয়, অনিশ্চত কাজ, নিম্নমানের কাজের পরিবেশ ও দারিদ্র্য এবং বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা আধুনিকতা ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে এবং কীভাবে প্রগতি ও প্রবৃদ্ধির ধারণাসমূহ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশগত ও সামাজিক পুনরুৎপাদনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে এতদ্বিষয়ে সুগভীর প্রতিফলন খুঁজে পাই। গ্লোবাল ডায়ালগ-এর এই সংখ্যাটি সেই সমস্ত সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ করেছে যেগুলো কাজ, শ্রম এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানব-প্রকৃতি সম্পর্কসমূহ এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রভাবশালী প্রত্যয়গুলোর কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কিছু নিবন্ধ ধ্রুপদী ধারার বিশ্লেষণমূলক, অন্য নিবন্ধগুলো ভবিষ্যতের জন্য প্রাসঙ্গিক নতুন দিকসমূহ বিশ্লেষণসূচক এবং বাকিগুলো সমসাময়িক উন্নয়নের সমস্যাগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছে।

এই সংখ্যাটি শুরু হয়েছে বিশিষ্ট অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক আরমিন থার্নারের নেওয়া বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক এবং সমালোচনা-তাত্ত্বিক ন্যান্সি ফ্রেজারের একটি সাক্ষাতকার দিয়ে। এই সাক্ষাতকারে তিনি বামধারা সম্পর্কে তাঁর নিজের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন; সমসাময়িক পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন; এবং কভিড অতিমারীকে (পুঁজিবাদী) অর্থনীতির ফলাফল বিবেচনা করেছেন- যা প্রাণ-জগতের সামাজিক এবং পরিবেশগত ভিত্তিকে ক্ষয় ও ধ্বংস করে।

তাত্ত্বিক বিভাগে মাইকেল ফাইন পরিচর্যা ও পরিচর্যা সেবার চলমান বাজারিকরণ, সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার ধরনগুলো এবং পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোতে অপর্যাপ্ত পরিচর্যা সুবিধা ও নিম্নমানের কাজের পরিবেশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ধরনগুলোর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। অতিমারী এবং বিশেষত পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোতে অতিমারী সংশ্লিষ্ট মৃত্যুগুলো, এই বিদ্যমান বাজারমুখী সমাজের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে নির্দেশ করে। জি. গুন্টার ভস ধ্রুপদী এবং আধুনিক ধ্রুপদী দর্শন, রাজনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের আলোকে কাজ এবং শ্রম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অধিকন্তু, তাঁর নিবন্ধে বৈতনিক ও অবৈতনিক কাজের সাথে শ্রমের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনে সেগুলোর গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলের সমন্বয়ে, প্রথম সিম্পোজিয়ামটি কাজ এবং শ্রম সম্পর্কে এই আলোচনা অব্যাহত রাখে। এই সিম্পোজিয়ামটি বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান কাজ এবং শ্রমের বিভিন্ন ধরনগুলোকে অনুসন্ধান করে এবং উক্ত ধরনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে। রাফিয়া কাজিম দেখিয়েছেন কীভাবে অতিমারী ভারতে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রভাবিত করে এবং ক্রিস টিলি অনিশ্চিত এবং অনানুষ্ঠানিক কাজের বৈশ্বিক প্রপঞ্চ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের উপর একটি তুলনামূলক গবেষণা বিদ্যমান পরিচর্যা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনসমূহ বর্ণনা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যুক্তরাজ্যের পণ্ডিতরা ডিজিটাল ওয়ার্ক, অ্যালগরিদমের কার্যাবলি ও প্রভাব, গ্লোবাল সাউথে প্লাটফর্ম ওয়ার্কের প্রাসঙ্গিকতা এবং এর ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত এবং সেই সঙ্গে অনলাইন গিগ অর্থনীতি ও তথাকথিত 'ক্লাউড-ওয়ার্কার্স' এর নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামটি অ্যানথ্রোপোসিন প্রত্যয় সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক বিতর্কের সূত্রপাত করে। যদিও কতিপয় লেখক এই প্রত্যয়টি সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে হালনাগাদ করেছেন যেখানে অন্যান্যরা এই প্রত্যয়টির আরও গভীর পর্যালোচনার প্রস্তাব করেছেন। সকল নিবন্ধে মানব এবং (অ-মানব) প্রকৃতির মধ্যকার ক্রমোচ্চ সম্পর্ক নিয়ে গভীর পর্যালোচনা এবং বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক বিতর্ক চলছে এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এরিয়েল সালেহ সামাজিক আন্দোলনসমূহ থেকে সৃষ্ট পতিবেশ-সমাজতন্ত্রী, পতিবেশ-নারীবাদী ধারণাসমূহ এবং পন্থাগুলোর সাথে বৈপরীত্য দেখানোর মাধ্যমে প্রকৃতির আধুনিক ধারণা, পুঁজিবাদী এবং পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের সমালোচনা করেছেন। শোকো ইয়োনেয়ামা এবং গাইয়া গিউলিয়ানি গবেষণার ভিন্ন ধারা অবলম্বন করে অ্যানথ্রোপোসিনের সীমাবদ্ধতাসমূহ এবং মানব-প্রকৃতি সম্পর্কেগুলোকে পুন:সংজ্ঞায়িত করার বিভিন্ন কৌশলসমূহের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এভাবে তাঁরা অ্যানথ্রোপোসিনের সমসাময়িক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করেছেন। উলরিক ব্রান্ড এবং মার্কাস উইসেন অনুসন্ধান করেছেন সাম্রাজ্যবাদী জীবনধারার ধরন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম ও প্রকৃতির শোষণের ধরনগুলো কীভাবে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে পারে। জেমস ডব্লিউ মুর অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যানথ্রোপোসিন প্রত্যয়টিকে আদর্শগতভাবে অসার প্রমাণ করেন এবং তার পরিবর্তে ক্যাপিটালোসিনের ভূ-ইতিহাসকে বিশ্লেষণের প্রস্তাব করেন।

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে অন্তর্দৃষ্টিগুলোর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মৌনির সাইদানি মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে নিবন্ধ আহবান করেছিলেন। আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া এবং লিবিয়ার প্রেক্ষাপটে লেখা নিবন্ধগুলো মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের পরিচিতি, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং পেশাদার ও (বিশেষায়িত) গণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আলোকপাত করেছে।

সবশেষে, উন্মুক্ত বিভাগে জাম্বিয়াতে অতিমারীর সময় তৃণমূল পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের বিশ্লেষণ, ইবনে খালদুনের 'নব্য বিজ্ঞান'-এর প্যারাডাইম নিয়ে আলোচনা এবং ব্রাজিলের আইনের সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে 'মন:কল্প' প্রত্যয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ■

-ব্রিজিট অউলেনব্যাকার এবং **ক্লাউস ডুর**
সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ globaldialogue.isa@gmail.com.

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ:

আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (আলজেরিয়া) Souraya Mouloudji Garroudji; (মরক্কো) Abdelhadi Al Halhouli; (লেবানন)Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার , খায়রুল চৌধুরী, আবদুর রশীদ, এ বি এম নাজমুস সাকিব, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, একরামুল কবির রানা, হেলাল উদ্দীন, এম ওমর ফারুক, মাসুদুর রহমান, মোঃ শাহীন আক্তার, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ব্লুমা পারভীন, সাবিনা শরমীন, সালেহ আল মামুন, সরকার সোহেল রানা, সেবক কুমার সাহা, শাহীদুল ইসলাম, শামসুল আরেফীন, শারমিন আক্তার শাপলা, সায়কা পারভিন, ইয়াসমিন সুলতানা।

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav, Rakesh Rana, Sandeep Meel.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Iulian Gabor, Monica Georgescu, Ioana Ianuș, Bianca Mihăilă, Maria Stoicescu.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Tsung-Jen Hung, Yu-Chia Chen, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Kerk Zhi Hao, Yi-Shuo Huang, Chung-Wei Huang.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

আরমিন থার্নারের সাক্ষাত্কারে, **ন্যান্সি ফ্রেজার** তার বামপন্থী অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করেছেন, সমসাময়িক পুঁজিবাদ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন মহামারী এমন একটি অর্থনীতির প্রভাব যা জীবনের সামাজিক ও পরিবেশগত ভিত্তিকে ক্ষয় করে।

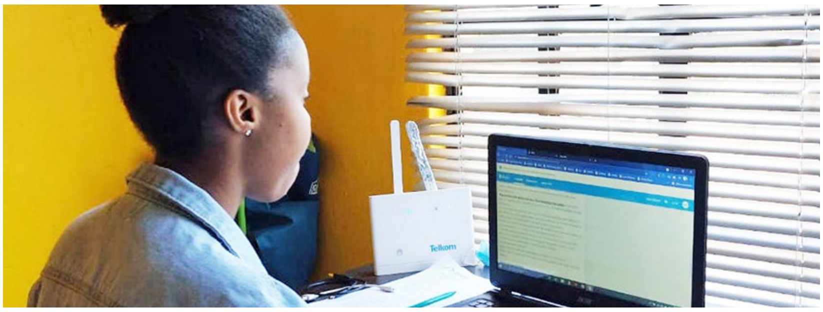

তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা এবং গবেষণামূলক ফলাফল নিয়ে চলমান সিম্পোজিয়ামটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধরণের **কাজ এবং শ্রমের** বিশ্লেষণ প্রদান করে।

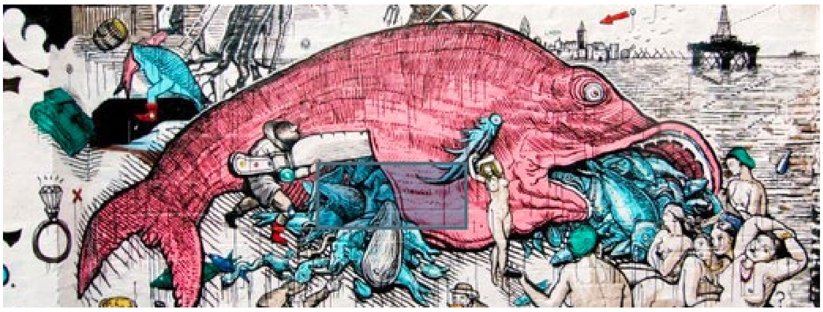

অ্যানথ্রোপোসিনের বহুল আলোচিত ধারণাটি এখানে তাত্ত্বিক পূর্বসূরীদের দ্বারা বিতর্কিত এবং এটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জিডি

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

>আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

মহামারি হলো পুঁজিবাদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত বিপর্যয়
ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে একটি সাক্ষাৎকার
আরমিন থার্নার, অস্ট্রিয়া ৫

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

অতিমারি কালীন কেয়ার হোমের মৃত্যু
মাইকেল ফাইন, অস্ট্রেলিয়া ৯

কাজের একটি সমসাময়িক তত্ত্বের সন্ধানে
জি. গুন্টার ফস, জার্মানি ১২

>কাজ ও শ্রম

কোভিড -১৯ এবং ভারতের অভিবাসী শ্রমিক
রাফিয়া কাজিম, ইন্ডিয়া ১৬

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজ
ক্রিস টিলি, ইউএসএ ১৮

অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরিচর্যা সেবা
ব্রিজিট অউলেনব্যাকার এবং ভেরোনিকা প্রিলার, অস্ট্রিয়া;
আরানকা ভেনেসা বেনাজ়া এবং হেলমা লুৎজ, জার্মানি;
কারিন শুইটার এবং জেনিফার স্টেইনার, সুইজারল্যান্ড; ২০

ডিজিটাল যুগে কাজের ভবিষ্যৎ
রুথ ক্যাসেল- ব্র্যাঙ্কো, সারাহ কুক, হান্নান দেওসন এবং এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার, দক্ষিণ আফ্রিকা ২২

গাণিতিক পরিভাষা (অ্যালগরিদমিক) নিয়ন্ত্রণের রহস্যোদ্ধার
সান্দিসা মাপুকাতা, শাফি ভেরাছিয়া, এবং এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪

অনলাইন শ্রম প্ল্যাটফর্ম: জবাবদিহিতা ব্যতীত ক্ষমতা?
কেলি হাওসন, ফুন্ডা উস্টেক-স্পিলদা, আলেসিও বার্তোলিনি এবং মার্ক গ্রাহাম, যুক্তরাজ্য; প্যাট্রিক ফুরস্টাইন, জার্মানি; হান্না জনস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬

> অ্যানথ্রোপোসিন: সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

শ্রম এবং জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে ‘জোত’
এরিয়েল সালেহ্, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৮

মিয়াজাকি এনিমে: অ্যানথ্রোপোসিনের জন্য সর্বপ্রাণবাদ
শোকো ইয়োনেয়ামা, অস্ট্রেলিয়া ৩০

অ্যানথ্রোপোসিন এবং তার অসন্তোষ সুমূহ
গাইয়া জিউলিয়ানি, পর্তুগাল ৩২

সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রার ধরন ও পুঁজিবাদী আধিপত্য
উলরিখ ব্র্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও মার্কাস উইসেন, জার্মানি ৩৪

বিচার-বিবেচনাহীন অ্যানথ্রোপোসিন: ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে মানুষ ও প্রকৃতি
জেসন ডব্লিউ. মুর, ইউএসএ ৩৬

> মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞান

মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানঃ ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গি
মুনির সাইদানি, তিউনিসিয়া ৩৮

লিবিয়াতে সমাজবিজ্ঞান
মোহাম্মদ এলতোবালি, লিবিয়া ৩৯

আলজেরিয়ায় সমাজবিজ্ঞান: শিক্ষাদান, ব্যবহার এবং মর্যাদা
হাসান রেমাউন, আলজেরিয়া। ৪১

তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞান ঃ ত্রিমুখি সংকটের মুখোমুখি
মুনির সাইদানি, তিউনিসিয়া ৪৩

> উন্মুক্ত বিভাগ

কোভিড প্রতিক্রিয়ায় অসমতা মোকাবেলা
উইলমা এস নেচিটো, জাম্বিয়া ৪৫

কুনের দর্শনে ইবনে খালদুনের প্যারাডাইম
মাহমুদ দাউদী, তিউনেশিয়া ৪৭

ব্রাজিলের সামাজিক কল্পনা এবং আইনের সমাজবিজ্ঞান
ফ্রান্সিসকো বেডে এবং গ্যাব্রিয়েল, ব্রাজিল ৪৯

“শুধুমাত্র যত্ন, স্ব-যত্ন এবং পৃথিবীর যত্ন-এই যত্ন ত্রয়ীর মাধ্যমেই মানব এবং অ-মানব জীবন এবং জড়ের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাজনৈতিক মূল্যমানে পরিণত হয়।”

গাইয়া জিউলিয়ানি

> মহামারি হলো পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়

ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

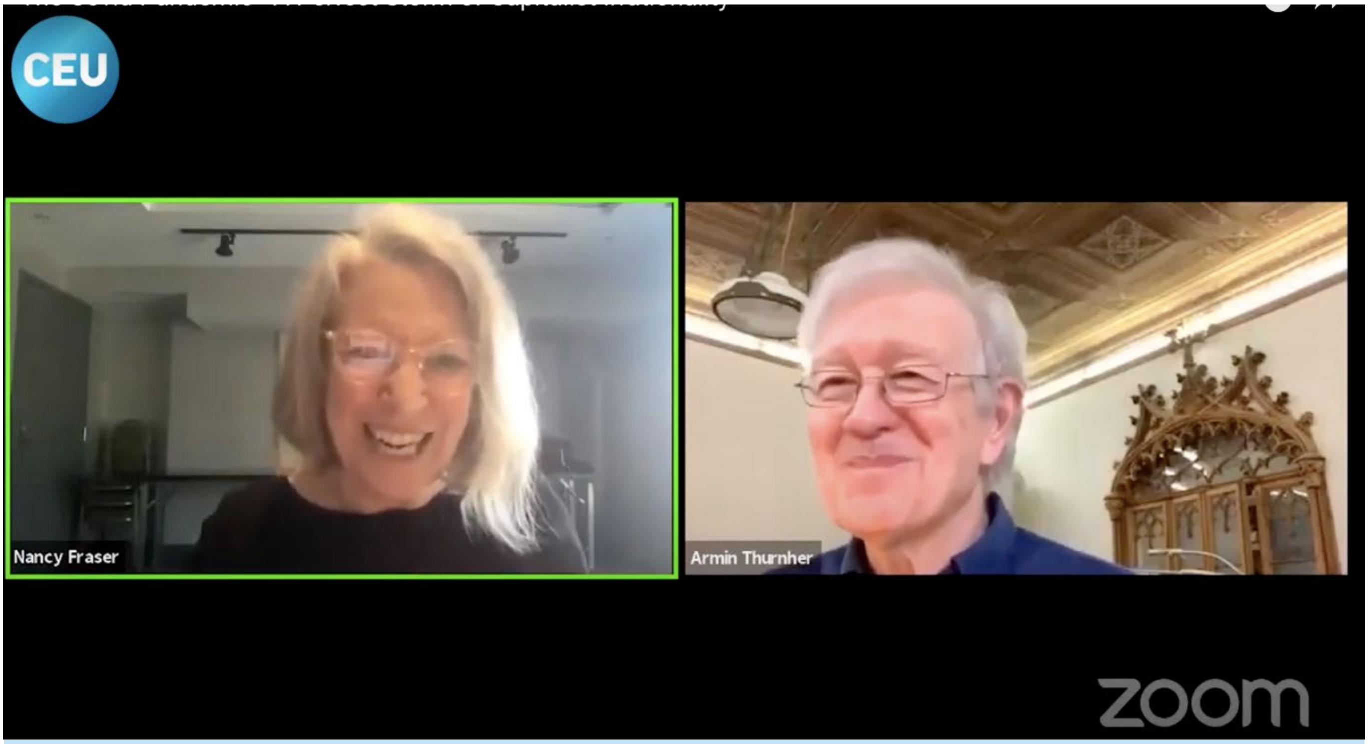

২০২১ সালে কার্ল পোলানি ভিজিটিং প্রফেসরশিপের সময়ে জুমের মাধ্যমে ন্যান্সি ফ্রেজারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আরমিন থার্নহার।

বিখ্যাত দার্শনিক, সমালোচনামূলক তাত্ত্বিক **ন্যান্সি ফ্রেজার**, হেনরি এ. এবং নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চের রাজনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক লুইস লোয়েব ২০২১ সালের মে মাসে অস্ট্রিয়ান সাপ্তাহিক ফাল্টার এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক **আরমিন থার্নার** এর সাথে একটি পাবলিক ইন্টারভিউয়ের জন্য মিলিত হন। ভিয়েনা শহর আয়োজিত, সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস, ভিয়েনা চেম্বার অব লেবার, এবং ইন্টারন্যাশনাল কার্ল পোলানি সোসাইটি'র প্রথম কার্ল পোলানি ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে ন্যান্সি ফ্রেজার এই সাক্ষাৎকারটিতে অংশ নিয়েছেন। আর্মিন থার্নার একজন রাজনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন। গ্লোবাল ডায়ালগকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারটি বামপন্থী হিসেবে ন্যান্সি ফ্রেজারের জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতা এবং পুঁজিবাদ ও বৈশ্বিক মহামারি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে।

এটি (Armin Thurnher): ন্যান্সি ফ্রেজার, একজন আমেরিকান রাজনৈতিক দার্শনিক হয়ে আপনি কীভাবে সমাজতন্ত্রী হলেন? স্পষ্টতই, আপনি '৬৮-প্রজন্মের একজন সদস্য, কিন্তু সেই প্রজন্মের অনেকেই সমাজতন্ত্রী হন নি। এটা কীভাবে ঘটেছে?

এনএফ (Nancy Fraser): আমি বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ডে বড় হয়েছি এমন একটা সময়ে যখন এটি একটি জিম ক্রো শহর ছিল, আইনগতভাবে কালোদের আলাদা করে রাখা হতো। একটি ছোট শিশু হিসেবে সেই ব্যবস্থাটিই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল; এমনকি যখন সবকিছু বন্ধ ছিল এবং আমি অনুভব করছিলাম যে কিছু ঠিক নেই। কিন্তু নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিস্ফোরণ, বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ সংগ্রাম হঠাৎ করেই আমাকে আমার শৈশব এবং পারিবারিক পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। আমার বাবা-মা ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টপন্থী উদারবাদী, তবুও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা যা প্রচার করেছিলেন নিজেদের জীবনে তার চর্চা করেন নি। আমি আমার সমস্ত কৈশোরিক বিদ্রোহী রাগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত করেছিলাম-প্রথমে নাগরিক অধিকার সংগ্রামে, তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী সংগ্রামে, এবং সেখান থেকে আমার প্রজন্মের আদর্শ পথ অনুসরণ করে এসডিএস (স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্রেটিক সোসাইটি), নারীবাদ এবং আরো অনেক কিছুতে ।

>>

আমি কীভাবে একজন সমাজতন্ত্রী হয়েছি সে সম্পর্কে আমি আপনাকে একটি ছোট্ট গল্প বলব। আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধের খসড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। আমরা আমেরিকান তরুণদের নিজেদের খসড়া কার্ড পুড়িয়ে দিতে এবং সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করার জন্য উৎসাহিত করেছিলাম। এই তীব্র র‍্যাডিক্যাল পরিবেশে আমি ভিয়েতনামের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিবেদন দেখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, যারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য নিজেদেরকে জীবন্ত পুড়িয়েছিল। সময়টা কত অস্থির ছিল শুধু সেটা বোঝানোর জন্য বলছি, তখন আমি তরুণ ছাত্রী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম আর নিজেকে বলতাম–যুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়িয়েও নিজেকে পুড়িয়ে না ফেলার কোনো যুক্তি কি আছে আমার কাছে? ভাগ্যক্রমে, কিছু ট্রটস্কিবাদীদের সাথে তখন আমার দেখা হয়ে গেল এবং তারা বললেন, তাকিয়ে দেখো, অন্য উপায়ও আছে (হাসি)। এভাবেই আমি সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠি এবং এসডিএস-এর সমাজতান্ত্রিক শাখায় যোগদান করি।

পরে আমার উপলব্ধি হলো, যুক্তরাষ্ট্রে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে এই ধারণাটি আমার বিভ্রম ছিল। কিন্তু তখন থেকেই নয়া বামপন্থার (নিউ লেফট) মূল্যবোধ এবং চেতনা আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মৌলিক নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবে কখনোই পরিবর্তন হয় নি। আমি বিশ্বাস করি আমি আরও সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আমি মনে করি, এই অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের অর্থ কী সে সম্পর্কে আমি আরও অনেক কিছু জানি। কিন্তু ৬৮ আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটি: আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক এবং একাডেমিকদের প্রভাব কেমন ছিল?

এনএফ: আমি প্রথমে একটি অভিজাত মহিলাদের কলেজ ব্রাইন মাওর কলেজে পড়াশোনা করেছি। সেখানে ক্লাসিক, গ্রীক এবং ল্যাটিন পড়তে গিয়েছিলাম। আমার শিক্ষক ছিলেন দ্য ইলিয়াড এর অনুবাদক মহান কবি রিচমন্ড ল্যাটিমোর। আমি মূলত তাঁর সাথে পড়াশোনা করতেই গিয়েছিলাম। তারপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে দর্শনের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়ে আমি দর্শন পাঠের দিকে ঝুঁকে গেলাম। তবে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা তখনো অব্যাহত ছিল এবং সেই জ্ঞান আমি ব্যবহারও করছিলাম। কিন্তু ষাটের দশক যতই উন্মোচিত হয়েছিল, আমি অনুভব করছিলাম, যে ধ্রুপদী শিক্ষা আমি নিচ্ছি তা এই সময়টার জন্য উপযুক্ত নয়। আমার অ্যাকটিভিস্ট সত্তা আমাকে দখল করে ফেললো। তখন আমি সত্যিই এই দুটি আবেগের সাথে সংগ্রাম করেছি: রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক। রিচার্ড জে বার্নস্টাইন হলেন সেই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক, যিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন কীভাবে উভয়ের সাথে ন্যায়বিচার করা যায়, তিনি নিউ স্কুলে আমার বর্তমান সহকর্মী। তিনিই আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধারায় এসে আমি প্রথম যে বইটি পড়েছিলাম, তা ছিল হারবার্ট মার্কুসের ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান। বইটিতে সমাজের ব্যাপারে আমিনিজের অনুভূতিকে খুঁজে পেয়েছিলাম, যেখানে বিশ্বকে বোঝার জন্য যে ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করা হয়, সেটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার বদলে বরং আরও রহস্যময়তা তৈরি করে।

এটি: কার্ল পোলানি আপনার জীবনীতে কীভাবে এলেন? আপনার কি তাঁকে ঐতিহাসিক হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল নাকি হায়েকের প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যার আদর্শ তীব্রভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে, যদিও অধিকাংশ মানুষ এর ব্যাপারে জানে না?

এনএফ: পোলানির কাজের সাথে আমার প্রথম জানাশোনা হয় ব্রাইন মাওরে ছাত্রাবস্থায়। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি কোর্সের জন্য সেখানে দি গ্রেট ট্রান্সফরমেশন পড়েছি। কিন্তু সেই সময়ে তিনি আমার উপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেননি, কারণ ততক্ষণে আমি মার্কসের দিকে মনোনিবেশ করেছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল যে পোলানি তুলনামূলকভাবে ম্লান। অনেক বছর পরে যখন আমি পোলানিকে পুনরায় পাঠ করলাম তখন বুঝতে পারলাম তিনি কত আশ্চর্যজনক একজন চিন্তাবিদ, বইটি কত বড় একটি সম্পদ। তাই আমি তার দর্শন পড়াতে শুরু করলাম। বারবার তার কাজ পড়া এবং ইদানিং তাকে পড়ানোর প্রক্রিয়ায়, আমার উপর তাঁর বড় প্রভাব পড়ল। আমি আমার বিশ্বদর্শনকে "দুই কার্ল," মার্কস এবং পোলানিকে ঘিরে আবর্তিত হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি, যাদের প্রত্যেকেরই গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে কিন্তু কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। আমার প্রকল্পটির পরিকল্পনা ছিল এই দুই কার্লের অন্তর্দৃষ্টিকে সমন্বিত করে একটি একক এবং বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে সংহত করা, যেই কাঠামো তাঁদের ভাবনার দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠবে। আসলে এটাও যে ঠিক তা নয়। আমি যে শুধু দুই কার্লের উপর মনোনিবেশ করেছি তা নয়, "দুই কার্ল প্লাস" ছিল আমার আগ্রহের জায়গা, যেখানে "প্লাস" মানে নারীবাদী তত্ত্ব, পরিবেশগত তত্ত্ব, উপনিবেশ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তত্ত্ব–যার কোনোটিই পর্যাপ্তভাবে মার্কস এবং পোলানির দ্বারা বিকশিত হয়নি।

এটি: আসুন মহামারি সম্পর্কে কথা বলি। যখন আমরা মহামারি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমরা এটিকে এক ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে ভাবি, যা অপ্রত্যাশিত কিছু, যা মানুষের তৈরি কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত নয়। আপনার আসন্ন বইতে এটি সম্পর্কে পড়ার পরে আমি বিষয়গুলোকে একটু ভিন্নভাবে দেখি। একটু যদি ব্যাখ্যা করেন।

এনএফ: ক্যানিবাল ক্যাপিটালিজম এর অধিকাংশই কোভিডের প্রাদুর্ভাবের আগে লেখা হয়েছিল, কিন্তু বইটিতে পরবর্তীতে "পুঁজিবাদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং অবিচার" নামে একটি উত্তরকথন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এভাবেই আমি মহামারিটিকে দেখি, যেখানে পুঁজিবাদের সমস্ত অযৌক্তিকতা এবং অবিচার একীভূত হয়। শুরুতে আমি ভাইরাসটিকে আপনার মতোই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখেছি। কিন্তু আমি তখন থেকে জেনেছি যে মহামারি বিশেষজ্ঞরা অন্য প্রজাতি থেকে মানুষের কাছে আসা 'জুনোটিক লিপস'কে কীভাবে দেখে। যে ভাইরাসটি কোভিড -১৯ সৃষ্টি করে তা বাদুড় থেকে আসে, মানুষ থেকে দূরে প্রত্যন্ত গুহায় বসবাস করে। খুব দীর্ঘ সময় ধরে, এটি কখনোই কাউকে কষ্ট দেয়নি। কিন্তু এমন কিছু ঘটেছে যা এই বাদুড়দের একটি যোগসূত্র বা মধ্যবর্তী প্রজাতির সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং তারপর সেই প্রজাতিগুলোকে আমাদের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এভাবেই আমরা ভাইরাসটিকে পেয়েছি। সুতরাং প্রশ্ন হল: প্রজাতির এই নতুন নৈকট্য কী কারণে তৈরি হচ্ছে যা পূর্বে একে অপরের থেকে দূরে ছিল? এখানে দুটি বিষয়: বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন উজাড়, উভয়ই প্রজাতির ব্যাপক স্থানান্তর শুরু করেছে, বিপন্ন বা খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ প্রজাতিগুলোকে নতুন আবাসের সন্ধানে যেতে বাধ্য করছে যেখানে তারা আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। ফলস্বরূপ, বিপন্ন অনেক প্রজাতি নতুন পরিবেশ খোঁজার চেষ্টা করে, অনেক জীব অন্য প্রজাতির সংস্পর্শে আসে যার সাথে তাদের পূর্বের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আরেকটা হলো প্রেস্টো: নতুন জুনোটিক ভাইরাস স্থানান্তর। এই প্রগতিশীল প্রক্রিয়াই যা পূর্ববর্তী করোনা ভাইরাস যেমন সার্স (SARS) এবং মার্স (MERS) এর প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী, একই প্রক্রিয়াই ইবোলা এবং এইডসকে প্রবাহিত করেছিল। সার্স বাদুড় থেকে সিভেট (পরা-বঃ) হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। মার্স বাদুড় থেকে উট হয়ে মানুষের কাছে আসে। এটি সম্ভাব্য, যদিও বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট নয়, কোভিড- ১৯ আমাদের কাছে প্যাঙ্গোলিন বা অন্য কিছু মধ্যস্থতাকারী প্রজাতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তারপর, এর পেছনে ট্রিগারিং এফেক্ট হিসেবে গতি-শীল ছিল বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন উজাড়। তাহলে, তাদের পেছনে কী লুকিয়ে আছে? পুঁজিবাদ। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বোমা বিস্ফারিত করে এই ব্যবস্থাটাই আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণতা এনে দিয়েছে। এবং এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা খনি এবং গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরির জন্য

>>

রেইনফরেস্ট কেটে ফেলছে। কোভিড -১৯ হলো পুঁজিবাদের সন্তান। এবং এটি কোনোভাবেই শেষ মহামারি নয় যেটির সাথে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কারণ এই মূল সমস্যাগুলো রয়েই গেছে। সুতরাং, হ্যাঁ, মহামারিটি প্রাকৃতিক, তবে এটি কেবল প্রাকৃতিক নয়। এই প্রকৃতি পুঁজিবাদের জন্য অস্থিতিশীল।

এটি: পুঁজিবাদ কিন্তু বিস্ময়করভাবে খুব দ্রুত ভ্যাকসিনও তৈরি করে ফেলল। সংকটকালে পুঁজিবাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাহলে এটি কি পুঁজিবাদের পক্ষে একটি পয়েন্ট নয়?

এনএফ: হ্যাঁ এবং না। আমরা ব্যক্তিগত চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি। তবে এর একটি অবকাঠামোগত দিকও রয়েছে এবং মহামারিটি সেদিকে আলোকপাত করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, স্বাস্থ্যের অবকাঠামো বজায় রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ–যেমন আমাদের রাস্তা, সেতু এবং ভৌত অবকাঠামো বজায় রাখতে হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্মগুলো এখন জরুরি স্বাস্থ্য সেবায় বিশ্বের সক্ষমতার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে; শ্রম শক্তি এবং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন সুবিধা, সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং মেধা সম্পত্তি, এই সবই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্ম। কিন্তু জনস্বার্থে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। যেটাকে তারা গুরুত্ব দেয় তা হলো বটম লাইন, তাদের লাভ এবং শেয়ারের দাম। বর্তমান লড়াইয়ে এটিকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভ্যাকসিনের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্বাধিকার, যা নির্ধারণ করবে যে এটি বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের পণ্য হিসাবে সহজলভ্য করা হবে কি না এবং আমরা যদি কখনও এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাই তাহলে এমনটি হওয়া উচিত। জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারি-করণ সেই প্রচেষ্টায় একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন আমি পুঁজিবাদের পক্ষে আপনার যুক্তির প্রশ্নে আসি। প্রথম পয়েন্ট হলো যে, দ্রুত ভ্যাকসিন উৎপাদন সম্ভব করতে বিপুল কর্মযজ্ঞের বড় শক্তি এসেছে পাবলিক সেক্টর থেকে, ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (এনআই-এইচ) থেকে। আমি কেবল এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই জানি, কিন্তু আমি মনে করি অন্যান্য দেশেও জনগনের অবদান রয়েছে–অবশ্যই কিউবা, চীন রাশিয়া, এবং সম্ভবত অন্যদেরও। যাই হোক না কেন, যে প্রস্তুতিমূলক কাজের ফলকে আমরা "মডার্না" টিকা বলি তা সম্ভব হয়েছিল এনআইএইচ-এ। এটি ইন্টারনেটের মতো। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ইন্টারনেটের পথিকৃৎ। এটি জনসাধারণের স্বার্থে শুরু হয়েছিল। তারপর, অবশ্যই এটি গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফ্ট, অ্যাপল এবং আরও অনেকের দ্বারা দখল হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রে, এই প্রযুক্তিগুলো মূলত সরকারি খাতে বিকশিত হয়েছিল। সুতরাং, এটির কৃতিত্ব ঢালাওভাবে পুঁজিবাদকে দেওয়া চলে না। আমি বলব এটি বিজ্ঞানের কৃতিত্ব এবং বিজ্ঞান জনসাধারণের সহায়তার মাধ্যমেই বিকশিত হতে পারে, এমনটিই হয়ে এসেছে।

এটি: কিন্তু রাষ্ট্রের একটি সমস্যা আছে, এটি নব্য উদারবাদের শিকার এবং কেউই রাষ্ট্রকে পছন্দ করে না। দৃশ্যত চীনের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র (এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারে) মহামারি মোকাবেলায় সফল হয়েছিল। ইউরোপে, জনস্বাস্থ্যের জন্য পদক্ষেপের চেয়ে নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষতিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

এনএফ: আমি একমত, এই সমস্যাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও গুরুতর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয়ের সনদ ঠেকাতে বা বিলম্ব করার আশায় যারা ৬ জানুয়ারি ইউএস ক্যাপিটল ভবনে আক্রমণ করেছিল, তাদের ট্রাম্প দ্বারা উৎসাহিত একটি তত্ত্ব আছে, যাকে তারা "প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্র" বলে। তারা কোভিড অস্বীকারবাদ সহ কিছু খুব উদ্ভট এবং বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে, যা জলবায়ু অস্বীকারবাদের মতো। তাদের মতে এই সবই প্রতারণা, যার লক্ষ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই ধারণার গভীর শিকড় রয়েছে, যা দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে অত্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং স্বাধীনতাকামী। রাষ্ট্রের এই দীর্ঘদিনের সন্দেহ এখন ডানপন্থী ট্রাম্পীয় জনতুষ্টিবাদী ইকোসিস্টেমে জ্বরের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। বামপন্থী হিসেবে, রাষ্ট্র বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলো সম্পর্কে আমার প্রচুর আপত্তি আছে, যেমন ইরাক আক্রমণসহ অন্যান্য অনেক ভয়ঙ্কর কাজ করেছে, সে বিষয়ে। আমি আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর নির্ভর করতে বেশি পছন্দ করবো, ধরে নিচ্ছি যে তারা মহান ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বাধীন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি আমাদের পরিস্থিতি নয়; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দুর্বল এবং তারা সর্বোত্তম উপায়ে তার কাজটি করতে পারে নি। যাই হোক না কেন, যখন আপনি জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে আছেন, যেমন আমরাও এখন আছি, আমাদের বিদ্যমান সরকারি ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে। এবং যে দেশগুলো সবচেয়ে ভালো করেছে, যেমন ধরুন আপনার উদাহরণ থেকে নিয়েই আমি যদি চীনের কথা বলি, সেগুলো যেখানে জনগণ ইতিবাচকভাবেই জনগণের শক্তিকে দেখে। তারা হয়তো আরো গণতান্ত্রিক জনশক্তি চাইবে, কিন্তু তারা পাগলা স্বাধীনতাকামী স্বাতন্ত্র্যবাদী নয়। বাজারের বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময় শক্তি যাচাই করার জন্য সংগ্রাম করেছে। দেশটি প্রায় একশ মিলিয়ন মানুষকে দ্রুত টিকা দিয়েছে, কিন্তু ভ্যাকসিনের নিয়ে দ্বিধা এবং প্রতিরোধ তৈরি হওয়ায় এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমি ভ্যাকসিন পাসপোর্ট প্রবর্তনের পক্ষে। আপনি একটি বাস্কেটবল খেলায় যেতে চান, আপনি একটি থিয়েটারে যেতে চান, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনাকে টিকা দেওয়া হয়েছে–অথবা একটি বৈধ কোনো ব্যতিক্রমী চি-কিৎসার প্রমাণ আছে। মনে হতে পারে যে এটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লঙ্ঘন। কিন্তু কিছু কিছু পরিস্থিতিতে আপনাকে সঠিক প্রণোদনাটাই তৈরি করতে হবে। যদি রেস্তোরাঁয় ধূমপান নিষিদ্ধ করা এবং সিটবেল্ট না পরার কারণে চালকদের জরিমানা করা ঠিক হয়, তাহলে ভ্যাকসিন প্রত্যাখ্যানকারীদের স্বল্প পরিসরে জনসমাবেশ থেকে বাদ দেওয়াও ঠিক আছে।

এটি: ধরুন ইন্টারনেটেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে যে অনিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্রবিরোধী এবং জনবিরোধী যোগাযোগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে উৎপাদিত ঐকমত্যের বিপরীতে আপনি কীভাবে অসন্তোষ বা ভিন্নমত তৈরি করবেন?

এনএফ: আমি বলব না যে আমরা অসন্তোষ উৎপাদন করি। আমি বরং বলব, পুঁজিবাদ অসন্তোষ উৎপাদন করেছে। আমরা একটি তীব্র, বহুমাত্রিক বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে আছি, যা আমাদের পুরো সামাজিক ব্যবস্থার একটি সাধারণ সংকট। এটি কোভিডের একটি দিক, তবে আরও অনেকগুলো রয়েছে: অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। এই পরিস্থিতিতে, মনেই হয় যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ব্যর্থ হয়েছে। অসন্তোষ সর্বত্র, হওয়ারই কথা। ডানপন্থী, কর্তৃত্ববাদী বর্জনীয় জনতুষ্টিবাদ এই অসন্তোষের একটি বহিঃপ্রকাশ, যদিও এটি তার প্রকৃত কারণ এবং বাস্তব সমাধানকে ভুলভাবে তুলে ধরে। আমি বলব এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অসন্তুষ্টির স্বরূপও আছে: বামপন্থী জনতুষ্টিবাদ এবং বার্নি স্যান্ডার্স-ধরণের আন্দোলন, যা অসন্তোষের আরও যুক্তিসঙ্গত, প্রতিশ্রুতিশীল, মুক্তির রূপগুলি উপস্থাপন করে। তাই অসন্তোষ আছে। কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন, এটি সব ধরণের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত: যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম এবং প্রভাব বিস্তারকারী জনগোষ্ঠী, যা নব্যউদারবাদের গোঁড়ামি থেকে বেশ বিচ্যুত ধ্যানধারণার মধ্যেও দলগত চিন্তা এবং ভোক্তাভিত্তিক জীবনধারাকে বৈধতা দেয়। সুতরাং, এটি একটি জটিল পরিস্থিতি।

যাই হোক না কেন, আমি নিজে কিছু তত্ত্ব ছাড়া কিছুই তৈরি করি নি। এবং আমার আশা হলো যে, আমি যে ধরনের তত্ত্ব তৈরি করি সেগুলো এমন

>>

লোকদের জন্য বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে যারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব কারণে, নিজস্ব পরিস্থিতিতে, নিজস্ব অস্থিরতার মুখোমুখি যা বিভিন্ন জনসংখ্যার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ নেয়। বহু মানুষ সত্যিই ক্রমাগত ছুটছে এবং তারা অসন্তুষ্ট। তারা পরিবর্তন চায় এবং তারা যে ধরনের পরিবর্তন চায় তার বিকল্প বোঝার এবং কীভাবে এটি ঘটানো যায় সে সম্পর্কে বিকল্প মতামত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমি এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছি যে, তাদের অসন্তোষ ও তাদের ব্যস্ততার কারণ হয়ে ওঠা সমস্যাগুলোর মূলে একটি একই জিনিস খুঁজে বের করা যেতে পারে: একটি সামাজিক গঠন হিসাবে পুঁজিবাদের নকশা যা গড়েই উঠেছে একে অপরকে ধ্বংস করার প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে। জাতিগত জনগোষ্ঠীর সম্পদ এবং শ্রমের সঙ্কুচন করা, যত্নের কাজে অবাধ যাত্রা এবং আমাদের পরিবার ও সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের শক্তি হ্রাস করা এবং আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমাদের যে জনশক্তি প্রয়োজন তা খালি করে দেওয়া। এগুলো এমন জিনিস যা পুঁজিবাদের ডিএনএর ভিত্তিতে দুর্ঘটনাক্রমে করে। এবং তাই, আমার বার্তা হল: আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার এই মানচিত্রটি একবার দেখুন, বোঝার চেষ্টা করুন আপনার অসন্তোষটা ঠিক কোথায় এবং এটি অন্যদের অসন্তুষ্টির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত। বুঝুন যে উৎসটা একই এবং শত্রুটাও সাধারণ। আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: ন্যান্সি ফ্রেজার: <frasern@earthlink.net>

> অতিমারি কালীন
কেয়ার হোমের মৃত্যু

মাইকেল ফাইন, ম্যাককুরি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া, ও আই এস এ সদস্য, এবং আইএসএ'র বয়ঃবৃদ্ধি বিষয়ক সমাজবিদ্যা গবেষণা কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি (আর সি ১১)

কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে কাঁচের ফলক দ্বারা আলাদা করা একটি নার্সিং হোমে পরিবারের সদস্যরা তাদের দাদির সাথে দেখা করছে, এপ্রিল ২০২১। পাবলিক ডোমেন।

কোভিড-১৯ অতিমারির সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলি ঘরোয়া এবং ভার্চুয়াল সেটিং এ আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যা কি না সেবার অনুশীলন এবং সম্পর্ক, সমগ্র জাতীয় জনসংখ্যা এবং তাদের আন্তর্জাতিক বিনিময়কে প্রভাবিত করে। এই প্রতিটি স্তরের ক্রিয়াকলাপকে সেবার রূপ হিসেবে বোঝা দরকার।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সামাজিক তত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সেবাখাতের গুরুত্ব স্বীকার করে এমন তাত্ত্বিক বোঝাপড়াগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির ২০২০-২০২১ এর ক্ষেত্রে জাতীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিক্রিয়া খুব একটা আশাপ্রদ নয়। যদিও কয়েকটি দেশের জনস্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া থেকে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে অতিমারির প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ দেশকেই একে সীমাবদ্ধ রাখতে লড়াই করতে হয়েছিল।

অতিমারির চাপ সামলাতে সরকারকে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাবে সমর্থন ও সুরক্ষার দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল; তবে এক্ষেত্রে সাফল্যের মাত্রা একই রকম নয়। বাজারগুলি সঠিকভাবে সাড়া দিতে ছিল অক্ষম এবং পুরোপুরি ভেঙে পড়ারও আশঙ্কা ছিল। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিক্রিয়াও আশানুরূপ ছিল না। তবে অতিমারি পরবর্তী ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রণে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং কনভেনশন আংশিকভাবে সফল হয়েছিল।

বিগত আড়াই শতাব্দী ধরে, যে সময়টিতে সামন্তবাদ ধীরে ধীরে বৈশ্বিক পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক বিশ্বের জন্ম দিয়েছে তাতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে যাকে পোলানি 'বাজার সমাজ' বলে অভিহিত করেছেন। অতি সাম্প্রতিক সময়ে, বেশিরভাগ উন্নত অর্থনীতি সমসাময়িক কল্যাণমূলক পুঁজিবাদকে পুনর্গঠিত করে ক্রমবর্ধমানভাবে বাজারের মাধ্যমে সেবা প্রদানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব বাজার এবং আধা-বাজার বিভিন্ন রূপে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেবা প্রদানের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যেমন–শিশুর যত্ন থেকে শিক্ষা, প্রতিবন্ধী সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা, বয়স্কদের যত্ন এবং আবাসন–যা ক্রমবর্ধমানভাবে আধুনিক জীবনকে রূপান্তরিত ও প্রভাবিত করেছে ।

এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গুলির মধ্যে একটি হলো উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলির অপেক্ষাকৃত অকার্যকর প্রতিক্রিয়া। এসব ধনী, উন্নত দেশগুলি, যেগুলি কি না বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধ জনসংখ্যার নেতৃত্ব দিচ্ছে, যারা উন্নত জীবনমান উপভোগ করছে, অনুমিতভাবে কার্যকর নিয়ন্ত্র ব্যবস্থা এবং উন্নত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ব্যবস্থা উপভোগ করছে তাদেরকেই অতিমারির সময় বেশ নড়বড়ে অবস্থায় দেখা গেল।

২০২০ সালে ভাইরাসের যে বিস্তার তা প্রথম এদেশগুলোতে ধরা পড়ে, পরে চিকিৎসার সমস্যাগুলিও চোখে পড়ে। বেশিরভাগ উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির সরকারগুলি সংক্রমণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২১ সালে টিকার সরবরাহ এবং কভারেজ নিয়ে সমস্যা, ভ্যাকসিনের নিয়ে সন্দেহ, অতি-রক্ষণশীল ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন এবং প্রাকৃতিকভাবে সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল এবং তারপরে বেশিরভাগ ঘোলাটে

>>

পদক্ষেপগুলি পুনরাবৃত্তি করলো এই ধনী পুঁজিবাদী কল্যাণমূলক দেশগুলো। অতিমারি থেকে উদ্ভূত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনের সমস্যাগুলি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্ভবত ওইসিডি (OECD)ভুক্ত দেশজুড়ে বয়স্ক কেয়ার হোমে অসংখ্য বাসিন্দার অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুর চেয়ে মারাত্মক এবং দুঃখজনক আর কিছু নয়। কেয়ার হোমস এক অর্থে কেস স্টাডি হিসেবে কাজ করে–একটি মাইক্রোকজম যেখানে স্থানীয়, জাতীয়ভাবে সেবাখাতের ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত ব্যবস্থায় অতিমারিতে যে সমস্যাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে, তার অনেকগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব।

বৈশ্বিক স্তরে সেবার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, বাজার সমাজ সৃষ্টিতে পোলানির বিশ্লেষণ আরও এগিয়ে গিয়ে সেবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মাত্রাগুলিকে তাত্ত্বিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে এবং মহাম-ারির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গবেষণায় অবদান রাখবে। প্রথমটি স্বাস্থ্যখাতের বাজারজাতকরণ থেকে উদ্ভূত শাসন ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে, দ্বিতীয়টি জনস্বাস্থ্যের পণ্যায়নের পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে–বিশেষ করে সেবাদানে নিয়োজিত কর্মী এবং অন্যান্য সম্মুখসারির কর্মীদের শ্রমের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার উপর নির্ভরতা নিয়ে।

> কেয়ার হোমে মৃত্যু

২০২০ সালে কোভিডের প্রথম ঢেউ চলাকালীন, মৃত্যুর উপাত্ত প্রায়শই অবিশ্বস্ত এবং অবমূল্যায়িত ছিল। প্রাথমিকভাবে কিছু দেশে কেয়ার হোমে মৃতদের জাতীয় পরিসংখ্যান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি-২০২১ সালে ইন্টারন্যাশনাল লং-টার্ম কেয়ার পলিসি নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যমতে, যে ২২টি দেশে মহামারির প্রথম বছরে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে কোভিড-১৯ এ গড়ে ৪১% মৃত্যুই কেয়ার হোম বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় এই হার যেমন ৭৫% ছিল, দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল মাত্র ৮%। যেসব দেশে তথ্য পাওয়া যায় যেসব দেশে এই হার অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি। কানাডায়, সমস্ত কোভিড মৃত্যুর ৫৯% কেয়ার হোমে ছিল, নেদারল্যান্ডসে ৫১%, সুইডেনে ৪৭%, অস্ট্রিয়ায় ৪৪%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধাশ্রমে ১৩৯,৬৯৯ জন মারা যান যা মহামারিটির প্রথম বছরে জাতীয় মোট মৃত্যুর ৩৯%।

কেয়ার হোমগুলি সরকার দ্বারা অর্থায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে সহায়তার প্রয়োজনে বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন এবং সুরক্ষা দেওয়া যায়। তাদের বাসিন্দাদের সুরক্ষা প্রদানে কেয়ার হোমগুলির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কেয়ার হোমগুলি ঝুঁকিপূর্ণ বয়সসীমার মানুষের মধ্যে সংক্রমণ বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এটি সুরক্ষা প্রদানে জন-নীতির ব্যাপক ব্যর্থতা প্রমাণ করে। সংক্রমণের বিস্তার থেকে রক্ষা করতে গৃহ-ভিত্তিক যত্নের তুলনায় কেয়ার হোমগুলির ব্যর্থতাকে তাদের বাসিন্দাদের বয়স বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। একে কর্মীদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বলেও দায়ী করা যায় না। যদিও সংক্রমণের প্রত্যেক ধাপেই স্থানীয়ভাবে কিছু উপাদান ভাইরাস ছড়াতে একটি ভূমিকা পালন করেছিল, তবুও এই ধরণের বৈশ্বিক মৃত্যুর ঘটনা আরও তত্ত্বগত ভিত্তি এবং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দেয় যা জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় এই ব্যর্থতার পিছনে সাধারণ উপাদানগুলিকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে।

অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশে, প্রগতিশীল কণ্ঠ যুক্তি দিয়েছিল যে এই মৃত্যুগুলি সেই নীতিগুলির ফল যা বয়স্ক কেয়ার হোমগুলিকে ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসেবে পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের চেয়ে মুনাফাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুমতি দেয়। যদিও কিছু দেশে এই যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য অনেক আনুষঙ্গিক প্রমাণ রয়েছে, তবুও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা এই পরামর্শ দেয় যে মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মৃত্যুর মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগটি যৌক্তিক বা সর্বজনীন নয়। কিছু লাভজনক কেয়ার হোমে অনেক মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে, কিন্তু অন্যরা কেউ তথ্য সংরক্ষণ করে নি। একই সময়ে কিছু অলাভজনক হোম থেকেও প্রচুর সংখ্যক কোভিড মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নেদারল্যান্ডস এবং সুইডেনের মতো দেশগুলোতেও কেয়ার হোমে প্রচুর পরিমাণে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে যা মুনাফা অর্জনের সাথে যুক্ত নয়।

> বাজারায়ন এবং শাসন

তবুও এই ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর হারের সাথে বাজারের সংযোগকে খারিজ করা যায় না। বাজারের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বয়স্ক কেয়ার হোমের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু গত ২০-৩০ বছর ধরে সেবার বাজারগুলিকে পুনরায় ধনী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসেবে চালু করা হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে কেয়ার হোমগুলির কার্যক্রম প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাপের অধীনে রয়েছে, আইনগত মালিকানার যা-ই-হোক না কেন। এই প্রক্রিয়া (বাজারীকরণ) উনিশ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পোলানি যে অবাধ বাজার (laissez-faire) ব্যবস্থার কথা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি। প্রতিটি যুগেই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাজার ব্যবস্থা তৈরি করেছে।

যত্ন এবং মানব সেবার ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণ একটি বৈধ এবং কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে আজ পুরো ব্যবস্থা জুড়েই বিদ্যমান রয়েছে যেটি এর উপাদানগুলির মধ্যেও মিথস্ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রভাবে শ্রেণিবিন্যাস এবং আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সম্পর্ক অনুভূমিকভাবে ভেঙেছে, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্তরের পরিষেবা এবং সহযোগিতা গুলিকে বিপর্যস্ত করে কাঠামোটিকে উল্লম্বভাবে বিভক্ত করেছে। যদিও শব্দটি পোলানি সরাসরি ব্যবহার করেন নি, 'শাসন' এর সমস্যাগুলি বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী অনুমান প্রদান করে যা কোভিডে মৃত্যু এবং বাজারজাতকরণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, শাসনের ধারণাটি বাজারজাতকরণের পাশাপাশি আবির্ভূত হয় এবং 'নুতুন জন ব্যবস্থাপনা' এর মতাদর্শের সাথে অনুশীলনে যুক্ত।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবস্থার অধীনে, কর্তৃত্বকে ক্রমবর্ধমানভাবে কর্পোরেট ব্যবস্থাপনায় অর্পণ করা হয়েছে, যেখানে সহযোগিতা এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের চেয়ে গোপনীয়তা এবং স্বাধীনতা অগ্রাধিকার পায়। কেয়ার হোম বাজার ভোক্তাদের পছন্দের উপর জোর দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদেরও পেশাগত প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করে মেডিকেল হাইজিনের ঐতিহ্যগত দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেয়ার হোমগুলি এইভাবে ব্যাপক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে অনুপযুক্ত ছিল। এটি সত্ত্বেও কেয়ার হোমগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে কাজ করা প্রয়োজন ছিল, কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তীব্র স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে হাসপাতালের বিস্তৃত ব্যবস্থা থেকে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এটি অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের স্বায়ত্তশাসনের দুর্বলতা করোনাভাইরাসকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছে।

> অনিশ্চিত সেবা কাজের ফলাফল

বাজারজাতকরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছে অনিশ্চিত ও কম বেতনের শ্রমের উপর কেয়ার হোমের নির্ভরশীলতা। বাজারের চাপগুলি ব্যাপকভাবে মজুরি খরচ কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সেবাখাতে বিনিয়োগের লাভ নিশ্চিত করা অব্যাহত থাকে। এর ফলে খরচ কমেছে যা কোভিডের প্রাদুর্ভাবের আগে মূলত কেয়ার হোমের কর্মী এবং গৃহকর্মীদের ব্যয়ভার বহনে ব্যয়িত হতো।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অসংখ্য মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা এবং প্রতিবেদন এই অপরিহার্য কর্মীদের অনিরাপদ কর্মসংস্থানের সাথে সংক্রমণের বিস্তারের

>>

সংযোগের দিকে ইঙ্গিত করেছে। অনিশ্চিত শ্রমিকদের বিস্তার, বিভিন্ন বাড়িতে চাকরি নিতে বাধ্য করা বা জীবিকার মজুরি অর্জনের জন্য বিভিন্ন চাকরিতে কাজ করা, স্পষ্টতই বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবার সুযোগে মহামারির বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। অনিশ্চিত সেবার কাজের বৃদ্ধি, সেবাখাতে বাজারের সীমাবদ্ধতা যত্নের বিধান বজায় রাখার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলি তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা হ্রাস করাার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ব্রিজিট আউলেনভাখার এবং তার সহকর্মীরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে, সেবাকে পোলানির শর্তে কার্যকরভাবে একটি মিথ্যা পণ্য হয়ে উঠতে দেখা যায়।

> উপসংহার

কেয়ার হোমগুলিতে প্রদত্ত যত্নের দৃষ্টিকোণ থেকে, অতিমারির প্রভাবগুলি তীব্রভাবে ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেয়ার হোমগুলিও বিকৃত হয়েছে, বাজারজাতকরণের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করার জন্যও তারা কাজ করছে এবং এমন পরিস্থিতি করেছিল যাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটি কি আরও গভীর পরিবর্তনের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে একটি দ্বৈত আন্দোলনের পোলানিয়ান ধারণাটিকে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে?

বৈশ্বিক মহামারি সংকট এবং এর জাতীয় অভিব্যক্তি একটি অপরিহার্য গণতান্ত্রিক সামাজিক শিক্ষাকে নির্দেশ করে যাতে সেবাকে অর্থনৈতিক পণ্য এবং আরও চরম শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য না করে একে একটি অপরিহার্য সামাজিক স্বার্থ হিসেবে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু ভাইরাস দ্বারা উদ্ভাসিত ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় একটি প্রগতিশীল এবং জনপ্রিয় সামাজিক আন্দোলন কি আশা করা যায়? যদি তা সম্ভব হয়, তবে এর সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য কোন সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন হবে? এর ধরনটিই বা কী হবে? মহামারির প্রথম দুই বছর ধরে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত ভ্যাকসিন বিরোধী আন্দোলনের উত্থান এবং জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ আক্রমনাত্মক ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যাপক বিকাশ সমাজতাত্ত্বিক এবং গবেষকদের জন্য এই প্রশ্নটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ মাইকেল ফাইনঃ <michael.fine@mq.edu.au>

> কাজের একটি সমসাময়িক তত্ত্বের সন্ধানে

জি. গুন্টার ফস, অধ্যাপক ইমেরিটাস, চেমনিটজ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

শিল্প পুঁজিবাদে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসাবে কাজের একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, অন্যান্য ধরণের কাজ আরও প্রান্তিক হয়ে গেছে এবং প্রায় অদৃশ্য কাজচ হয়ে উঠেছে (যেমন গার্হস্থ্য বা পারিবারিক-সম্পর্কিত কাজ) কৃতজ্ঞতাঃ (বাম ছবি) ক্রিয়েটিভ কমন্স; (ডান ছবি) আইএলও এশিয়া-প্যাসিফিক।

সমাজতাত্ত্বিক ভাষায়, শারীরিক শক্তি এবং মনো-শারীরিক দক্ষতা ব্যবহার করে সম্পাদিত উদ্দেশ্যমূলক মানবিক ক্রিয়াকলাপকে কাজ মনে করা হয়। অন্যান্য যেসব মানদন্ড (প্রচেষ্টা, উপযোগিতা, যন্ত্রপাতি, মজুরি ইত্যাদি) কে প্রায়শই কাজের প্রাথমিক দিক হিসাবে তুলে ধরা হয় তা ইঙ্গিত দেয় যে এ প্রত্যয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নি। যদিও ব্যক্তি দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়, এটি অন্তত পরোক্ষভাবে সর্বদা শ্রম বিভাজনের (সহযোগিতা, সংগঠন ইত্যাদি) ভিত্তিতে ক্রমাগত পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রোথিত ও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

> কাজ কী?

প্রায় অন্য যেকোনো ধারণার মতো, কাজের ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে এবং বিশেষ করে সামাজিক চর্চা উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাপেক্ষ। অতি সাম্প্রতিক সময়ে কাজ আসলে কী বা কোনটি কাজ বলে অনুমিত হওয়ার কথাতা নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছে। কাজকে আরও স্পষ্টভাবে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় তার কয়েকটি ভাবনা নিম্নরূপ।

দীর্ঘদিনের একটি প্রশ্ন হল কাজ কি সর্বোপরি একটি 'বোঝা'? অথবা, এটি কি 'আনন্দ' প্রদান করতে পারে, যেহেতু এটি মানুষকে অর্জনের একটা অনুভূতি দেয় এবং ইতিবাচক আত্ম-বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দেয়। এই ভিন্নতার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে আছে। কেউ কাজকে মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে দেখে যা অভিজ্ঞতার জন্য একটি অপরিহার্য সুযোগ তৈরি করে, যার অনুপস্থিতি অপরিহার্য মানবিক প্রয়োজনীয়তা বা এমনকি মানবিক মর্যাদাকে সত্যিকারভাবে অস্বীকার করে। যাই হোক, কাজের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রকাশ সমাজের অনেক গোষ্ঠীর জন্য বোঝা এবং বিপদের সাথে যুক্ত হয়েছে (এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে), যা প্রচেষ্টার অকার্যকরতার নতুন রূপের দিকে ধাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ব্যক্ত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'লেবর' (পরিশ্রম, বা কষ্ট) এবং 'ওপুস' (সৃষ্টি; যা তৈরি করা হয়েছে) এর মধ্যকার পার্থক্যে, যা ইংরেজি শব্দ 'লেবর' (জন্ম দেওয়ার কাজকে বোঝানো সহ) এবং 'ওয়ার্ক' এর পার্থক্যেও প্রতিফলিত হয়, এবং যা জার্মান 'আবাইট' এবং কম ব্যবহৃত জার্মান শব্দ 'ওয়্যাক' এর মধ্যেও ধরা পড়ে।

কার্ল মার্কস বর্ণিত কাজের দুটো দিকের মধ্যকার পার্থক্য ('কাজ/শ্রমের দ্বৈত চরিত্র') অবশ্যই মোটামুটি ব্যাপকভাবে পরিচিত (অ্যাডাম স্মিথ, এমনকি অ্যারিস্টটল যিনি ইকনোমিয়া এবং খ্রেমাতিস্তিকস শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এরূপ পার্থক্যের কথা বলেছিলেন): একদিকে 'বাস্তব' উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে কার্যকর 'ব্যবহার মূল্য' তৈরি করা, অন্যদিকে 'বিমূর্ত' শ্রমের মাধ্যমে

>>

অর্থনৈতিক 'বিনিময় মূল্য' তৈরি করা। এই যুক্তি মতে, এই বৈপরীত্যের বিকাশ পুঁজিবাদের অধীনে পদ্ধতিগতভাবে সহজতর হয় যা একটি ক্রমবর্ধমান উল্লেখযোগ্য সামাজিক দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত হয়।

উন্নত সমাজে শ্রমজীবী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ প্রধানত অর্থ উপার্জনের দিকে মনোযোগী ('লাভজনক কাজ') এরূপ অনুমান যদিও দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নের উর্ধ্বে ছিল। বর্তমানে কাজের আরও বিস্তৃত ধারণা এই ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতিকে প্রতিফলিত করে যে কাজ ঐতিহাসিকভাবে এক বিশাল বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছে যা কেবল তার সারবত্তার ক্ষেত্রেই নয়, তার সামাজিক ধারণার ক্ষেত্রেও ভিন্ন। এটি আরও প্রস্তাব করে যে কাজের নির্দিষ্ট ধরণ সর্বদা পরিবর্তন সাপেক্ষ। আয়-ভিত্তিক ধরণগুলির পাশাপাশি (সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বিভিন্ন ধরণের নির্ভরশীল মজুরি শ্রম, এবং অল্প সংখ্যক লোকের জন্য, বেশ কিছু ধরণের স্ব-কর্মসংস্থান), কাজের অন্যান্য রূপের উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে: 'স্বেচ্ছাসেবী কাজ' বা 'নাগরিক কর্ম' (সাধারণত অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য ছাড়া); 'ম্যান্ডেট-ভিত্তিক' বা 'রাজনৈতিক কাজ'; 'গৃহস্থালি কাজ' (কেনাকাটা, রান্না, পরিস্করণ ইত্যাদি); 'পরিবার-সম্পর্কিত এবং যত্নের কাজ' (শিশু লালন-পালন, নার্সিং, বৃদ্ধদের যত্ন ইত্যাদি); 'স্বনির্ভর কাজ' এবং 'জীবিকার কাজ' (স্বয়ংসম্পূর্ণতা সহ নানা পণ্যের সরাসরি উৎপাদন); 'জোরপূর্বক শ্রম' (দোষী, অপরাধী, দাস ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত)।

একইভাবে, একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য, বেশ সহজবোধ্যভাবে কাজ প্রথমত বস্তুগত 'উৎপাদনশীল' ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যা অনেক ক্ষেত্রে বরং বাস্তবতার একটি ভুল বর্ণনা হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এটি ধীরে ধীরে স্বীকার করা হয়েছিল যে এমনকি 'অনুৎপাদনশীল' কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, প্রশাসনিক কাজ, জ্ঞানভিত্তিক কাজ) এবং সেই "পরিষেবাগুলি", যা দীর্ঘদিন ধরে দুর্বলভাবে উপলব্ধ হয়েছিল, ক্রমাগতভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে (যেমন, প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত, তথ্যগত, আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা)।

অধিকন্তু, কাজের বহুল কথিত 'উপযোগিতার' মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট অনুকূল অবস্থানের প্রেক্ষিতে বেশ প্রবলভাবে ভিন্ন হতে পারে: কিছু প্রসঙ্গে যা সু-বিধাজনক বলে মনে হতে পারে তা অন্যক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধায় পরিণত হতে পারে; স্বল্পমেয়াদে যা কাজে লাগতে পারে তা দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আজকে একটি নতুন রূপে যা উত্থাপিত হচ্ছে তা হলো কাজ কি একটি সহজাত মানব বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তনীয়ভাবে মানুষের একচেটিয়া মূল বৈশিষ্ট্য, 'প্রজাতি-প্রাণী' বা গাতুংস্যয়েজেন (মার্কস), নাকি অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীরাও কাজ করে। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে কাজের মতো ক্রিয়াকলাপ, প্রাথমিক যন্ত্রপাতির এলোমেলোভাবে বিচ্ছিন্ন ব্যবহার এবং এম-নকি নির্দিষ্ট ধরণের উৎপাদন প্লাসেন্টাল এমনকি মানুষের জন্য একচেটিয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কস ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে প্রাণীরা কাজ করে এবং এমনকি নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে মানুষের শ্রম নানা যন্ত্রপাতির উৎপাদন দ্বারা চিহ্নিত হয়, কিন্তু সর্বোপরি, একটি নিয়ন্ত্রক চেতনা দ্বারা এটি চিহ্নিত হয়, যা এমনকি 'সবচেয়ে খারাপ স্থপতি' কে 'সেরা মৌমাছি' থেকে আলাদা করে (মার্কস ব্যবহৃত একটি কল্পিত উদাহরণ)। আজ আমাদের এ প্রশ্ন (যা কখনও কখনও বরং বিচলিত মনে হবে) তুলতে হবে: জটিল মেশিন এবং প্রক্রিয়া আসলে কতটা কাজ করতে পারে (যেমন, নমনীয় অটোমেশন, রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)?

> ঐতিহাসিকভাবে কাজের ধারণার পরিবর্তন

এই ধরনের প্রত্যয়গত টানাপোড়ন দেখায় যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া জুড়ে কাজের বিভিন্ন ধরণ গুলোর পরিবর্তন সহজাতভাবে সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্রেক করে। এটি ব্যাখ্যা করার জন্য, আসুন আমরা ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই:

- প্রাচীন গ্রিকো-রোমান আমলে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের জন্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে জালিয়াতি (আজকে 'শ্রম' হিসাবে যা বিবেচনা করা হয়েছে) মূলত মুক্ত/স্বাধীন নয় এমন ক্রীতদাস এবং মহিলাদের কাজ ছিল। অন্যদিকে সম্পূর্ণ নাগরিকদের (পুরুষ) জন্য সংরক্ষিত ছিল রাজনৈতিক বা দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ এবং, সামান্য হলেও, সামরিক সার্ভিস। কারিগরদের কারুশিল্প (techne) একটি মধ্যবর্তী রূপের প্রতিনিধিত্ব করে।

- ইউরোপীয় মধ্যযুগের খ্রিস্টান সামন্ত্রতন্ত্রে আদি পর্যায়ে, কাজের সাধারণ ধারণা ছিল যে এটি একটি শারীরিক, মোটাদাগে কৃষি, কর্ম যা মূলত মুক্ত/স্বাধীন নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হতো। এর পাশাপাশি, ছিল 'মুক্ত' কাজ যা এলিটদের (আভিজাত, পাদ্রী) দ্বারা সম্পাদিত হতো। উল্লেখ্য যে শারীরিক কাজকে স্বর্গে মানুষের পতনের ঐশ্বরিক শাস্তি হিসাবে ক্রমাগতভাবে নেতিবাচক অর্থে বিবেচনা করা হত। এর বিপরীতে, প্রকৃত ধর্মীয় অনুশীলন ('পূজার কাজ') কে উচ্চমূল্যের মনে করা হত। কাজের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে ব্যবহারিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যাকে পরবর্তীতে দেবত্বের প্রতিফলন এবং এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে বিবেচনা করা হতো। সন্যাসীদের আশ্রম/মঠগুলোতে একটি কর্মের সংস্কৃতি আবির্ভূত হয়েছিল যেখানে উৎপাদনশীল কাজের, যদিও এখনও ধর্মীয় সেবার সমতুল্য নয়, বেশ প্রশংসা করা হয়েছিল (প্রার্থনা করুন এবং পরিশ্রম করুন)।

- নানা শহর তৈরি হবার পটভূমিতে, ক্রমবর্ধমান কারুশিল্প সংস্কৃতি, আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সংমিশ্রণ ক্রমাগতভাবে উৎপাদনশীল কাজের উচ্চমূল্যায়নকেই সহজতর করেছে তা নয়, বরং আয়-রোজগার উপার্জনের জন্য এটি একটি দিকনির্দেশনা ছিল যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল। লুথার এবং সংস্কার আন্দোলন লাভজনক কাজকে প্রায় ঐশ্বরিক বিধান ('জী-বিকা' বা বারুফুন) এর মর্যাদা দেয়। ম্যাক্স ভেবার তার প্রোটেস্ট্যান্ট-এথিক থিসিসে এই বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে পশ্চিমা ('অক্সিডেন্টাল') পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল পেশাদার সাফল্যের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে ঐশ্বরিক মনোনয়নের লক্ষণ অনুসন্ধান করার "ব্যাকুল প্রচেষ্টা" যা পূর্বনির্ধারিত ক্যালভিনবাদী মতবাদের একটি অন্তর্নিহিত দিক ছিল। রেনেসাঁ এবং আলোকবর্তিকা একই সাথে স্বতন্ত্র পরিপূর্ণতার ভিত্তি হিসাবে (যদি না একটি স্বাভাবিক মানবাধিকার হিসাবে) কাজের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

- শিল্প পুঁজিবাদে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে কাজের একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলো, ফলে অন্যান্য ধরনের কাজ (যেমন গার্হস্থ্য বা পারিবারিক কাজ) সাংস্কৃতিকভাবে আরও প্রান্তিক হতে হতে প্রায় 'অদৃশ্য কাজ' হয়ে উঠল।

>>

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত কাজের ধরনগুলি প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জনের ভিত্তিতে বিশেষ ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। জনসংখ্যার অধিকাংশ (শিশুসহ, যা এখনও কিছু অঞ্চলে আছে) বিশেষায়িত বাজারে ('শ্রম বাজার') তাদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবিকার প্রয়োজনীয় আর্থিক উপায় যোগানোর উপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল ছিল। যেসব ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বা যারা এই সুযোগটি হারিয়েছিল তাদেরকে 'বেকার,' 'কাজ ছাড়া' মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল (যা তারা ছিল না)।

• কাজের প্রকৃত ইতিহাস কাজের সামাজিক ধারণার বিকাশের সমান্তরালে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু দুটো এক নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা প্রাসঙ্গিক কাজগুলোর একটি ছোট অংশ তুলে ধরে। অন্যদিকে, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ ধারাক্রমে উপেক্ষা করা হয় এবং ফলে এর অবমূল্যায়নও করা হয়। একইসাথে, কাজের প্রকৃত ইতিহাস সর্বদা 'যন্ত্রপাতি' এর ইতিহাস, ফলে এটি 'প্রাকৃতিক জীব' হিসাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার সাথে তাদের 'অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির' মিথস্ক্রিয়ার ইতিহাস (মার্কস)। এই অর্থে, কাজের ইতিহাস, একদিকে, মানুষের ক্ষমতা এবং দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা এবং প্রকৃতির সম্ভাবনার ব্যবহারের বিস্ময়কর বিকাশের ইতিহাস। একই সাথে, এটি প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের, মানুষের শোষণ ও বিচ্ছিন্নতার, এবং উদ্যমের ব্যর্থতার নিরন্তর পুনরাবৃত্তির ইতিহাস। এটি আজ অবধি অকাট্য রয়ে গেছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে তাই আধুনিক পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলো থেকে দূরত্ব বাড়ছে। এবং এর মধ্যে বিশেষ করে সেই ব্যক্তিদের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী উভয়ভাবেই কাজ থেকে এবং এইভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বাদ পড়েছে যা তাদের নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করত। যেহেতু শিল্পায়নের শুরুর দিকে উদ্ভূত নতুন ধরনের গণ অর্থনৈতিক দৈন্য কিছু অঞ্চলে (সীমিত আকারের) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশমিত করা হয়েছে, তাই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সম্পর্ক বিষয়ক নানা প্রবিধান অপসারনের কারণে সৃষ্ট বিপদসমূহ আবারো সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে । আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, কর্ম-সম্পর্কিত নানা শারীরিক অসুস্থতাই কেবল নয়, এমনকি উন্নত বিশ্বের (গ্লোবাল নর্থ) কল্যাণমূলক রাষ্ট্রেও গুরুতর মানসিক অসুস্থতার তথ্যপ্রমান বারবার পাওয়া যায়।

>কাজের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞান নিজেকে বারবার কাজের বিষয়ে উৎসর্গ করেছে (যদিও প্রায়শই কেবল নির্বাচিতভাবে)। একাজে, সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে নানা প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরেই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের গঠন আরও ব্যাপক ভিত্তিক হয়ে ওঠে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি এটিকে ব্যাখ্যা করে:

• জর্জ এফ. ডব্লিউ. হেগেল, তার আদর্শবাদী দর্শনের আলোকে, কাজ বিষয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী আদি আধুনিক তাত্ত্বিক। তিনি কাজকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরিচালিত 'বহিরাগতকরণ' (এবং একই সাথে 'স্ব-বিচ্ছিন্নতা') হিসাবে বিবেচনা করেন, যাকে মানুষ নিজেদের পণ্যসামগ্রীতে তাদের প্রতিফলিত দেখতে এবং ঐ পণ্যসামগ্রীর আত্মবাদী অধিকারের মাধ্যমে 'আত্মচেতনা' অর্জনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে।

• কার্ল মার্কসের বক্তব্য হেগেল থেকে আগত, তবুও কাজ বলতে তিনি 'বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান' কর্মই নয়, বরং "ইন্দ্রিয়পূর্ণ মানবিক কার্যকলাপ" এবং প্রধানত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল কার্যকলাপকেও চিহ্নিত করেন। তিনি কাজ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেন এবং পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের অধীনে শ্রমের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা আকারে এটিকে প্রসারিত করেন যাতে তিনি পুঁজিবাদের অধীনে কাজের সাধারণ রূপকে বিচ্ছিন্ন "মজুরিশ্রম" বলে উল্লেখ করেন। মার্কসের মতে, মানুষ তাদের 'শ্রমশক্তি' অর্থাৎ তাদের কাজ করার ক্ষমতা, পণ্য হিসেবে বিক্রি করেই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় একীভূত কাজ 'উদ্বৃত্ত মূল্য' এবং অর্থনৈতিক 'মুনফা' তৈরির জন্য অর্থনৈতিক শোষণের ভিত্তি গঠন করে। এভাবে কাজের একটি স্ব-নির্ধারিত মনুষ্য অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা, যা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, পদ্ধতিগতভাবে বিকৃত এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

• প্রথম দিকের একটি লেখায় ইমিল ডুরকেইম সামাজিক বিভেদের একটি মডেল তৈরি করেছেন। তার কাছে "শ্রম বিভাজন" বলতে বোঝায় সমাজের ক্ষমতাকে বিশেষ পেশাগত কাজের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধকরণ। ঐতিহাসিকভাবে, তিনি দুর্বলভাবে বিকশিত অনুরূপ সামাজিক ইউনিটসমূহের 'যান্ত্রিক' কর্ম বিভাজন থেকে ('শ্রমের বিভাগীয় বিভাজন' থেকে সমষ্টিগত মূল্যবোধের মাধ্যমে উদ্ভূত 'সংহতি') একটি পৃথক ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটগুলির 'জৈব' বন্টনের দিকে ক্রমবর্ধমান রূপান্তর দেখতে পান (কার্যকরী নির্ভরতা থেকে উদ্ভূত এক নতুন ধরণের সামাজিক সংহতি)।

• হ্যানা আরেন্ট মানুষের ক্রিয়াকলাপের মৌলিক রূপগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এরিস্টটেলিয়ান পদ পয়েসিস (তৈরি, উৎপাদন) এবং প্যাক্সিস (মুক্ত মানুষ বা আত্মার কর্ম) থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি তিনটি ক্যাটেগরি তৈরি করেন: 'শ্রম' এমন একটি কর্ম যা প্রজাতির অব্যাহত বস্তুগত অস্তিত্বকে রক্ষা করে, এটি স্বাধীনতা নয়, কিন্তু জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য একেবারেই অপরিহার্য। এর বিপরীত হচ্ছে 'কাজ' যা দৈনন্দিন জীবনের জন্য টেকসই জিনিসের দৈহিক উৎপাদনকে বোঝায় যা সর্বত্র পরিবেষ্টিত 'কৃত্রিম' বিশ্বের আবির্ভাবের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয় যেটি মানুষ ভিনগ্রহের কোনো কিছু বলে অনুভব করে। তৃতীয় ক্যাটেগরি হচ্ছে "কর্ম", যা এরিস্টটেলিয়ান প্যাক্সিস এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরেন্ট এর মতে, এই বোঝাপড়া একটি সামাজিক বহুত্ব গঠনের সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তি 'শ্রম' বা 'কাজ' না করেও বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু, সামাজিক সত্তা হিসেবে, রাজনৈতিক "কর্ম" এর উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

• য়ুরগেন হেবারমাস দুই ধরনের মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন: শ্রমের আকারে 'করণ-কারকীয়' ক্রিয়া, যা কার্যকরী বস্তুগত উৎপাদনের দিকে মনোযোগী, এবং 'যোগাযোগমূলক ক্রিয়া,' সামাজিকতার উৎপাদন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি মনে করেন যে সামাজিক 'জীবনজগত' এ সামাজিকভাবে অপরিহার্য বোঝাপড়া-ভিত্তিক ক্রিয়া প্রধানত দক্ষতা-ভিত্তিক 'সিস্টেম' (অর্থনীতি, সমাজ) এর মধ্যে সম্পাদিত করণ-কারকীয় ক্রিয়া দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হবে।

• যদিও 'কাজ' (বৃহত্তর অর্থে) মানুষের ক্রিয়াকলাপের একটি উল্লেযোগ্য অংশ, মানুষের অস্তিত্বকে এর মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। মানুষ 'কর্মকেন্দ্রিক

>>

সমাজে' প্রধানত অর্জনক্ষম, কর্মমুখী প্রাণী নয় (যেমনটি এখনও কেউ কেউ মনে করেন)। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্রতা ধরতে ব্যর্থ হয়। 'বিশ্রাম,' 'বিনোদন,' বা 'খেলাধুলা'- এসব এ ধারার মধ্যে পড়ে এবং এ সম্পর্কে সঠিক সংজ্ঞা (যেমন খেলাধুলা এবং খেলার কাজের দিক সম্পর্কিত) প্রণয়নের ক্ষেত্রে কখনো কখনো একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজের প্রত্যয়গত ধারণার ক্ষেত্রে এখন করণীয় হল একটি স্থির সত্য দাবির উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিকে কাটিয়ে ওঠা। যা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে তা হলো নমনীয় পরামিতির উপর ভিত্তি করে কাজের একটি সম্বন্ধযুক্ত বোঝাপড়া যা দিয়ে কয়েকটি বিশেষ উপায় চিহ্নিত করা যায় যাতে "কাজ" স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটিয়ে তোলে। কেবলমাত্র এর আলোকেই উপরে বর্ণিত কাজের আধুনিক রূপ এবং ধারণাগুলোর বৈচিত্র সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ জি. গুন্টার ফসঃ <info@ggv-webinfo.de>

> কোভিড -১৯ এবং ভারতের অভিবাসী শ্রমিক

রাফিয়া কাজিম, এলএনএম ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়া. শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান (আরসি০৪), ভাষা ও সমাজ (আরসি২৫), নারী, লিঙ্গ ও সমাজ (আরসি৩২), এবং ভিজ্যুয়াল সমাজবিজ্ঞান (আরসি৫৭) বিষয়ক আইএসএ গবেষণা পর্ষদের সদস্য।

দিল্লি-রাজস্থান সীমান্তে ২০২০ সালে লকডাউন ১.০ ঘোষণার পরে অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতাঃ ইবসার হোসেন।

যখন ২৪শে মার্চ, ২০২০ রাতে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন ভারত সরকার হঠাৎ করে লকডাউন ১.০ ঘোষণা করেছিল, মহামারী বা কোনো স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকারের প্রস্তুতির অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । দেশব্যাপী কারফিউ শুরু হওয়ার আগে মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে, চলমান দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে গিয়ে নাগরিকগণ নানা বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। লকডাউন আরোপের পদ্ধতি দিন মজুরের উপর তাৎক্ষণিক বিপর্যয়কর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছিল যার মাধ্যমে অভিবাসী এবং শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের প্রতি রাষ্ট্রের যে উদাসীনতা তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

অনিশ্চয়তার মুখে অনাহারে থাকার আশঙ্কা নিয়ে হাতে নামমাত্র সঞ্চয়সহ তাদের অধিকাংশকেই গ্রামের আদি নিবাসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, লকডাউন ১.০ এর প্রথম সপ্তাহে, প্রায় ৫০,০০০ অভিবাসী দিল্লি এবং মুম্বাই এর মতো মহানগর কেন্দ্র থেকে তাদের আদি নিবাসে ফিরে যেতে শুরু করে।

মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রাণ হারানোর ঘটনাটি তাদের অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে আরো প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। ৮ই মে আওরঙ্গবাদে রেলপথের উপর ঘুমিয়ে থাকা ১৬ জন অভিবাসী শ্রমিক একটি মালবাহী ট্রেনের চাপায় কাটা পড়েছিল। পুলিশ বাহিনী রাস্তায় চলাচলকারী দেরকে নির্দয়ভাবে মারধর করেছিলো এবং অভিবাসীদের বিকল্প এবং অপেক্ষাকৃত ঝামেলামুক্ত পথ বেছে নিতে ভয় দেখানোর জন্য দায়ী ছিল। সরকার পুলিশ বাহিনী কে দোষারোপ করার পরিবর্তে রেল লাইনের উপর নির্বোধভাবে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সব দোষ অভিবাসীদের উপর চাপিয়েছিল। ফিরে যাওয়ার পথে, অভিবাসীরা তাদের জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে ট্রানজিট রুটে মারা গেছে, এটি কোভিড-১৯ এর প্রভাবে নয় বরং সরকারী উদাসীনতার কারনে।

হাস্যকরভাবে, 'কল্যাণ ও রাষ্ট্রে' অভিবাসী দরিদ্ররা শুধু নির্দিষ্ট লক্ষবস্তু জনগোষ্ঠী হিসেবে থেকে যায় এবং 'বৈধ নাগরিকত্ব' থেকে বঞ্চিত হয়। রাষ্ট্র তাদের জন্য কিছু কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে এবং এগুলো থেকে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক লাভের হিসাব করার পরেই কেবল তাদের সুবিধা প্রদান করা হয়।

> প্রকৃষ্ঠ অ-নাগরিক!

অভিবাসীদের জীবন কষ্ট এবং অনিশ্চয়তাময়। এই অনিশ্চয়তায় প্রোথিত আছে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি যা অভিবাসীরা বৈরি শহুরের নাগরিকদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। নগরবাসী, যারা নিজেদের সুশীল সমাজের বৈধ নাগরিক বলে দাবি করে, তাদের কাছে অভিবাসীরা 'বেনামী কেউ', একটি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক শ্রেণীর মানুষ, যাদেরকে ঘর এবং শহর পরিষ্কার করা এবং রাস্তা, সেতু এবং শপিং মল নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল । কিন্তু শহুরে ভূ-দৃশ্যের নান্দনিকতার কাছে তারা - একটি নাগরিক আতঙ্ক হিসাবে- অনাকাঙ্খিত থেকে যায় । এটি রাষ্ট্রের এবং তার 'বৈধ নাগরিক' এর সম্মিলিত বিদ্বেষ যা শহরে থাকা গরীব মানুষের স্বাভাবিক সময়েই টিকে থাকা কঠিন করে দেয় এবং প্রাকৃতিক জরুরি অবস্থার সময় তাদের বেঁচে থাকা আরও কঠিন করে তোলে। একজন 'পরিচয়হীন কেউ' হিসাবে শহরের প্রান্তে বসবাসকারী এ সকল অভিবাসী শ্রমিকরা শহরের সাথে একাত্ববোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

>>

> পরিচয় এবং একাত্মতা

পরিচয় এবং একাত্মতার রাজনীতি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি কে, এবং কে নয়, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কোথায় অধিকারভুক্ত নয়। 'বাড়ি' এর ধারণাটি একাত্মতা এবং আত্মপরিচয়ের সংমিশ্রণে পূর্ণতা পায় এবং এটি কেবল স্থানিকতা বা কালক্ষণের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এইভাবে নিমন্ত্রণকারী শহরে বছরের পর বছর কাজ করার পরেও, অভিবাসীরা তাদের নিজ গ্রামে ফিরে যেতে চায়। এভাবে 'একাত্মতা' ধারণাটির দ্বারা সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত সীমানা সৃষ্টিকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লিতে বিহার থেকে আসা একজন অভিবাসী বুঝতে পারেন যে তিনি কে এবং কোথায় তার অন্তর্ভূক্তি আছে; যেখানে তিনি একজন বিহারী, অভিবাসী, শ্রমিক, দিন মজুর, বস্তিবাসী, অসহায়, অপরিষ্কার, এবং শহুরে জায়গায় একজন অবৈধ প্রবেশকারী এরকম একাধিক পরিচয়ের সীমানা সৃষ্টি করেছে। 'দিল্লির বৈধ নাগরিকগণ' তাদের আঞ্চলিক পরিচয় (অর্থাৎ, বিহারী) কে চিনতে চায় যেকোনো ধরনের সহিংসতা, আকস্মিক দুর্দশা, দুর্ঘটনা বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হিসাবে; এই 'বৈধ নাগরিকগণ' বিশ্বাস করেন যে তাদেরকে দিল্লির বৈধ মালিকানার অধিকার এবং একই সাথে এর নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

> সবই কি শোচনীয় মৃত্যুর জন্য?

জুডিথ বাটলারের মতে, দুঃখপ্রবণতা হল এমন একজনের কাজ যাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জীবনকে জীবন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যার জীবন দুঃখদায়ক। অভিবাসী শ্রমিক এবং শহরের দরিদ্র মানুষগুলো 'পরিচয়হীন কেউ' হওয়ার কারণে তারা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদেরকে অসহনীয় বলে মনে করা হয়। অতএব তারা বিশ্বাস করে যে নিজের বাড়িতে মারা গেলে (যেখানে সে আশ্রয় অনুভব করে) নিঃসন্দেহে শোকের আবহ তৈরি হবে কারণ সেখানে একজন অন্যদের সাথে সংযুক্ত একটি 'সামাজিকভাবে গঠিত শরীর'। এবং যেহেতু ক্ষতির সাথে রূপান্তরও ঘটে, তাই সেখানে হারানোর বিষয়টি রয়েছে, এবং প্রয়াত আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের উপর ক্ষতির রূপান্তকারী প্রভাবও রয়েছে। এটা অনেকটাই স্পষ্ট যে, শ্রমিকদের মধ্যে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে তার চেয়ে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে সেটি বেছে নেওয়ার প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। এর পেছনে খুব সহজ কারণ হলো তাদের জন্মস্থানগুলিতে তাদের মৃত্যু এবং এর সাথে জড়িত দুঃখবোধের কারণে মানুষ হিসেবে তারা কিছুটা সম্মান অর্জন করবে এবং তারা নামহীন, পরিচয়হীন, গৃহহীন, প্রয়োজনহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবে না।

এটি ভারত জুড়ে আটকে থাকা হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার জন্য বেপরোয়া অবস্থাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করে: কোভিড -১৯, ক্ষুধা, ক্লান্তি, পুলিশের নিষ্ঠুরতা-একাধিক হুমকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি-এই সত্যকে নির্দেশ করে যে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার চেয়ে অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল।

পরদেশে-বিদেশী ভূমিতে/শহরে- মারা যাওয়ার চিন্তা ভাবনাগতভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অসহনীয় ছিল। বেশ কয়েকজন অভিবাসী বলেছিলেন যে, যদি তাদের মরে যেতেই হয় তবে তারা শহরের চেয়ে নিজের বাড়িতে মারা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি অনিবার্য মৃত্যুর ভয় যা অর্জুন আপ্পাদুরাইয়ের ভাষায়, 'দুর্বল এবং অপর্যাপ্ত মানুষ' এর উপর ভারী বোঝা।

লকডাউন তুলে নেওয়ার পর গ্রামীণ ভারতের অভিবাসী শ্রমিকরা হায়দ্রাবাদের ফাঁকা জায়গায় বসবাস শুর করে। তারা রাস্তায় ধারে অবৈধ্যভাবে থাকত এবং নির্মাণস্থলে কাজ করার পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্যবাহী পাথর ভাঙ্গার কাজ করত। কৃতজ্ঞতাঃ রাফিয়া কাজিম।

> উপসংহার

ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর না থাকার ফলে তারা যেকোন শক্তিশালী দর কষাকষির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা যে মজুরি পায় তা বৈশ্বিক মান অনুযায়ী সর্বনিম্ন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বল্প দৈনিক উপার্জনের উপর বেঁচে থাকে।

এখন সময়ের প্রয়োজনেই সরকারকে অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা করা উচিত। সকল অভিবাসী শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করার লক্ষ্যে তাদের জন্য একটি তথ্যশালা তৈরি করা উচিত। সরকারকে দেশের শহরে অবস্থানরত এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী গ্রাম-কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতকে পুনরায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ অভিবাসী শ্রমিকদের জীবনও গুরুত্বপূর্ণ! ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ রাফিয়া কাজিম: <rafiakazim@gmail.com>

> বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে

অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজ

ক্রিস টিলি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস্ এঞ্জেলস, ইউএসএ এবং কাজের সমাজবিজ্ঞান (আরসি৩০), শ্রম-আন্দোলন (আরসি৪৪), এবং সামাজিক শ্রেণি ও সামাজিক আন্দোলন (আরসি৪৭) বিষয়ে আইএসএ রিসার্চ কমিটির সদস্য।

কোন শ্রম চুক্তি বা উপযুক্ত বিধি ছাড়াই, আমার কাজ অদৃশ্য। ২০১৮ সালে মেক্সিকো সিটিতে গৃহকর্মীরা প্রতিবাদ করছে।
কৃতজ্ঞতাঃ জর্জিনা রোজাস-গার্সিয়া।

অনানুষ্ঠানিক কাজ হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতিপূরণমূলক বৈধ কাজ- যা আদর্শ কর্মসংস্থান আইনের নাগাল বা ধরাছোঁয়ার বাইরে। "নাগালের বাইরে" বলতে এমন কাজকে বোঝায় যেগুলো সাধারণত প্রচলিত আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আত্ম-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত শ্রমজীবীগণ ফেরিওয়ালাদের মতো। তবে অনেকেই কারো দ্বারা নিযুক্ত–গৃহকর্মী, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর– এই মর্মে বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিক। "উপলব্ধির বাইরে" বলতে সেই সব কাজকে বোঝায় যা তাত্ত্বিক দিক থেকে আইনসিদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় না। এসবের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোগের বহু শ্রমজীবী–ছোট খুচরা দোকান কিংবা রেস্তোঁরা। তবে কিছু বড় ধরনের উদ্যোগেও রয়েছে। বইয়ে সংজ্ঞায়িত অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সামগ্রিকভাবে কেবল অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রের সাথে জড়িত লোকেদের দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকোতে অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীই আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। যদিও গ্লোবাল নর্থে অনেকের মতেই অনানুষ্ঠানিক কাজ সীমিত স্বার্থের একটি ক্ষুদ্র প্রপঞ্চ। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রমজীবীই এ পেশায় জড়িত, এবং অনেক আগেই অনানুষ্ঠানিক কাজের উন্নয়নে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল।

সাম্প্রতিককালে "অনিশ্চিত কাজ" নামে আরেকটি পরিভাষার আবির্ভাব ঘটেছে। এটি এমন কাজ যা একটি "মানসম্মত আদর্শ কর্মসংস্থান সম্পর্কের" তুলনায় অনিরাপদ এবং অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিক প্রদান করে। তবে শব্দটি প্রায়শই আনুষ্ঠানিক কাজকে বর্ণনা করে যা মৌলিক আইনী চাহিদা পূরণ করে। দু'টি ধারণা এর সাথে জড়িত: অনিশ্চিত কাজ আবশ্যিকভাবে কর্মসংস্থান আইন এড়াতে পারে না বা লঙ্ঘন করে না, কিন্তু বেশিরভাগ অনানুষ্ঠানিক কাজই অনিশ্চিত কাজ।

>অনিশ্চয়তা: স্থানিক এবং সাময়িকভাবে আপেক্ষিক

অনিশ্চিত এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার কাজকেই আপেক্ষিক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই তাদের জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। দশ বছর আগে একটি সম্মেলনে, আমি শুনেছিলাম ঘানার শ্রম-বিশেষজ্ঞ আকুয়া ব্রিটউম আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কর্মকর্তাদের অনিশ্চিত কাজের উপর একটি উপস্থাপনার জবাবে বলেছিলেন, "আপনারা অনিশ্চিত কাজ বলতে যা বোঝাচ্ছেন, ঘানায় আমরা তাকে বলি ... কাজ।" কয়েক বছর পরে আইএলও'র আরেক কর্মকর্তা আমাকে মন্তব্য করেছিলেন, "জার্মানির শ্রমিকরা অনিশ্চিত কাজ বলে যা অভিযোগ করে, কোরিয়ার শ্রমিকরা তা-ই করতে পছন্দ করে। কোরিয়ার শ্রমিকরা যা অনিয়মিত কাজ বলে অভিযোগ করে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকরা তাই করতে পছন্দ করে।"

তাহলে এসব আর নতুন কি? অনানুষ্ঠানিকতা এবং অনিশ্চয়তা অবশ্যই নতুন কিছু নয়। আদতে ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস এবং এঙ্গেলস যেভাবে উৎপাদন শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন তা আজকের অনানুষ্ঠানিক কাজের বিবরণের মতোই মনে হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, তখনকার দিনের সব কাজ অনানুষ্ঠানিক ছিল। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশই বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত শ্রমের নিয়ন্ত্রিত রূপে কাজ করে–ভূমিদাস, চুক্তিভিত্তিক শ্রম, দাসত্ব/গোলামি, বর্গাচাষ, ইত্যাদি। এটা দাবি করা অন্যায় হবে না যে মার্কসের সময়েই নতুন নতুন অনিশ্চিত অনানুষ্ঠানিক কাজের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হয়েছিল।

অর্থাৎ, অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজ একেবারেই উঠে যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের বিখ্যাত আজীবন কর্মসংস্থান মডেল সর্বদাই নারী, অল্পবয়সী, বয়স্ক মানুষ এবং অভিবাসী ব্যতিরেকে শুধু সীমিত সংখ্যক শ্রমজীবী নিয়ে কাজ করে। এমনকি ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকের আনুষ্ঠানিক শ্রমের স্বর্ণযুগে উত্তর ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য সাবেক ব্রিটিশ-বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশগুলোতে অনেকেই অনানুষ্ঠানিক বা অনিশ্চিত চাকরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। এটি সর্বোপরি নারী, তরুণ শ্রমজীবী এবং অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। বহিঃসীমান্ত এবং অভ্যন্তরীণ উভয়ই অভিবাসী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত: সেই দশকগুলোতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে পাড়ি দেয়া সবচেয়ে বড় অভিবাসী গোষ্ঠী–স্থানীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গরা–অভিবাসন নিয়েছিল আমার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু মেক্সিকো থেকে অতিথি শ্রমিক আমদানি করে ব্রাসেরো প্রোগ্রাম ২২ বছর সময়কালে ৪.৬ মিলিয়ন শ্রমিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

>>

মার্টেল উইটবুই ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইডিডবিউএফ) এর ২০২১ সালের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। উইটবুই দক্ষিণ আফ্রিকার একজন গৃহকর্মী নেতা এবং তিনি নিজে একজন প্রাক্তন গৃহকর্মী, এবং ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন। কৃতজ্ঞতাঃ আইডিডবিউএফ

কোনোভাবে যা কিছু নতুন তা হল ১৮৪৮ সালে যা নতুন ছিল তার পুনরাবৃত্তি–অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজ এমন জায়গা এবং জনসংখ্যায় ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে পূর্বে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি একটি প্রশ্নের অবতরণ করে: অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজকে "আদর্শ" কর্মসংস্থানের সাথে তুলনা করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিন্তু সেই "আদর্শ" কর্মসংস্থানই যদি আর তার "আদর্শ-মান" বজায় রাখতে না পারে, তখন কি ঘটবে? এই প্রশ্নটি গ্লোবাল সাউথের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানগুলো প্রায়শই বেশিরভাগ কর্মীকে নিয়োগ দেয় (ভারতে ৯০% এর বেশি)। এখানে আসল সমস্যাটি ধারণাগত নয় বরং প্রায়োগিক: অন-ানুষ্ঠানিকীকরণ এবং অনিশ্চিতিকরণের মাধ্যমে যেসব কাজের অবনতি ঘটছে সেগুলোর মান আমরা কিভাবে বজায় রাখতে পারি?

> অনিশ্চিত শ্রমজীবীদের দ্বারা সংগঠিতকরণ

বৈশ্বিক উত্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিতকরণ। মার্কসের যুগের অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীগণ নিঃসন্দেহে সংগঠিত ছিল, কিছু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিল যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এবং আজকের দিনের অনিশ্চিত এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীগণও সুসংগঠিত হচ্ছে; সেই সাথে ট্রেড ইউনিয়ন, সমিতি, সমবায়, এবং অন্যান্য গোষ্ঠী গঠন করছে যেখানে এগুলো বৈধ। প্রকৃতপক্ষে তারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপি শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেছে: উদাহরণস্বরূপ, গৃহকর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করা আইএলও সমর্থিত ১৮৯ নিয়মপত্র, অথবা পথ-বিপণনের বৈধতা দেওয়া ভারতের সাম্প্রতিক আইন।

অনিশ্চিত অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীরা কিভাবে সংগঠিত হয় সে ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, পুঁজির সাথে তাদের সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই জটিল। মূল চুক্তির অধীনস্থ চুক্তির স্তরগুলোর ভীড়ে আসল (প্রধান) নিয়োগকর্তা সবসময় নেপথ্যেই থেকে যেতে পারে কিংবা ক্ষমতাধর জোগানদাতা অথবা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে শোষিত হতে পারে। বেশিরভাগেরই তুলনামূলোকভাবে সামান্য কাঠামোগত অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা উপায় রয়েছে–ধর্মঘট কার্যকারী কৌশল নাও হতে পারে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক নির্যাতনের সাথে জড়িত। যেহেতু তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্রাসেরো প্রোগ্রামের জন্য শর্তারোপ করেছিল, অথবা পুলিশ পথ-বিপণনকারীদের হয়রানি ও চাঁদাবাজি করেছিল। এই সকল কারণের জন্য অনিশ্চিত এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমজীবীগণ প্রায়শই রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে সুবিধা ও সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য সরকারকে চাপ দেয়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্নভাবে প্রান্তিক হওয়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, অধীনস্থ জাতিগত বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, এবং অভিবাসীরাই অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজে সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত থাকে। এভাবে তারা প্রায়শই কর্মভিত্তিক পরিচয়ে আবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিচয় বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন পরিচয়কে অন্তর্ভূক্ত করে।

পরিশেষে, তারা চায় যে রাষ্ট্র তাদের পক্ষে কাজ করুক এবং তারা একাধিক বিচ্ছিন্ন পরিচয়ে বিভক্ত যার অর্থ দাঁড়ায়, শ্রমজীবীদের এই দলগুলো প্রায়শই বিভিন্ন জোট-গঠন করে করে–যেমন নারী আন্দোলন, অভিবাসী অধিকার আন্দোলন, জাতিগত সমর্থন সংগঠন, এবং ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে–নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি।

অনানুষ্ঠানিক এবং অনিশ্চিত কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা সারা বিশ্বে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রমজীবীরা নিজেরাই এই নেতৃত্বের ভার নিয়েছেন। আমাদের বাকিদেরকেও–শ্রমিক, পণ্ডিত, নাগরিক হিসেবে–অবশ্যই এই লড়াইয়ের সামিল হতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: ক্রিস টিলি: <tilly@luskin.ucla.edu>

২০১৭ সালে ইউএস ন্যাশনাল ডে লেবারার অর্গানাইজিং নেটওয়ার্ক (এনডিএলওএন) এর সহ-নির্বাহী পরিচালক পাবলো আলভারাডো (একবারে বামে) দিনমজুর এবং সমর্থকদের সাথে পাসাদেনা (ক্যালিফোর্নিয়া) কমিউনিটি জব সেন্টারে (এনডিএলওএন অধিভুক্ত)। কৃতজ্ঞতাঃ পাসাডেনা কমিউনিটি জব সেন্টার।

> অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে

প্রতিযোগিতামূলক পরিচর্যা সেবা

ব্রিজিট অউলেনব্যাকার, জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া; অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি০২); দারিদ্র্য, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক নীতি (আরসি১৯); সমাজবিজ্ঞান কর্ম (আরসি৩০), এবং নারী, লিঙ্গ ও সমাজ (আরসি৩২) বিষয়ক আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য, **আরঙ্কা ভেনেসা বেনাজা,** গোয়েথে বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি; **হেলমা লুৎজ,** গোয়েথে বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি; নারী, লিঙ্গ, ও সমাজ (আরসি৩২); জীবনী ও সমাজ (আরসি৩৮) বিষয়ক আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য এবং বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, আদিবাসিতা এবং জাতিগত বিষয়ক (আরসি০৫) **ভরোনিকা প্রিলার,** জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া, আইএসএ (আরসি১৯) এবং (আরসি৩২) এর সদস্য, **জেনিফার স্টেইনার** এবং **কারিন শুইটার,** জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড।

কৃতজ্ঞতাঃ ইভা ল্যাংহান্স।

> প্রবীণ ‘ গার্হস্থ্য পরিচর্যা’ঃ নতুন পরিচর্যা বাজার এবং অনিশ্চিত অভিবাসী কাজ

অন্যান্য অনেক দেশের মতো, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড ক্রমবর্ধমানভাবে এমন কিছুর সাথে মুখোমুখি হচ্ছে যাকে ‘পরিচর্যা ব্যবধান’ বলা হচ্ছে। বর্তমানের প্রভাবশালী প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক মডেল অনুযায়ী কল্যাণ রাষ্ট্রটি এভাবে পুনর্গঠিত হয় যেখানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবারগুলোর মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সেবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। একই সময়ে, রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান সামাজিক পরিষেবার বিধান-বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবীণ পরিচর্যা থেকে সরে যাচ্ছে। এটি একটি লাভজনক বাজারের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা আন্তর্জাতিক পারিবারিক পরিচর্যা ব্যবস্থার মধ্যস্থতা করে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের নতুন ইইউ সদস্য দেশ থেকে আসা চক্রাকার অভিবাসীদের (বেশিরভাগ মহিলা) পরিচর্যা আউটসোর্স করা হয়। এই শ্রমিকরা পরিচর্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবীণদের সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত বাসভবনে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের জন্য বাস করে (গার্হস্থ্য পরিচর্যা)। এই দ্রুত বর্ধনশীল এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক সেবার বাজারে দালাল সংস্থাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও তারা পূর্বের অনানুষ্ঠানিক খাতকে কিছুটা হলেও আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, তবে এটি কাজের অবস্থার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি ঘটাতে পারেনি। গার্হস্থ্য পরিচর্যা সাথে জড়িত শ্রমিকরা প্রায়ই চব্বিশ ঘণ্টা দায়িত্বরত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয় এবং তাদের বেতন স্থানীয় মজুরির মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। তাদের বেতন স্থানীয় মজুরির মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। যদিও লিভ-ইন সেবা তিনটি দেশে কাজ করার একটি অত্যন্ত অনিশ্চিত ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু এর ভিন্ন প্রবিধান সংক্রান্ত নিয়ম জনসাধারণের মধ্যে বিতর্ক এবং সমালোচনার সুযোগ তৈরি করেছে।

> অস্ট্রিয়াঃ স্ব-নিযুক্ত পরিচর্যা শ্রমিক

অস্ট্রিয়ায় গার্হস্থ্য পরিচর্যা একটি স্ব-নিযুক্ত পেশা হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরিচর্যা শ্রমিকদের জন্য কাজের সময় বা মজুরির নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই ব্যবস্থাটি পরিবার এবং অস্ট্রিয়ান কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য একটি নমনীয় এবং তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য সমাধান তৈরি করে। তবুও এই স্ব-কর্মসংস্থান

>>

মডেলটি প্রতিযোগিতামূলক রয়ে গেছে। এর বিরোধীদের যুক্তি হলো-স্বাধীন বাজারের প্রতিদ্বন্দী হিসাবে পরিচর্যা শ্রমিকদের আদর্শের বিপরীতে সংস্থাগুলো কাজের অবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা মূলত মূল্য এবং বেতন নির্ধারণ করে। তারা এটিকে প্রতারণামূলক আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে দেখিয়ে স্ব-সংগঠিত পরিচর্যা শ্রমিকদের উদ্যোগগুলোকে বাতিল করার আহ্বান জানায়। এজেন্সি এবং চেম্বার অব কমার্স বিদ্যমান মডেলটিকে আরও আনুষ্ঠানিক এবং পেশাদার করার জন্য আবেদন করে-যা আনুষ্ঠানিকভাবে এজেন্সি এবং কর্মী উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। অস্ট্রিয়ার একটি গুণগত মানের সীলমোহর-ওকিউজেড-২৪ (ÖQZ-24), যার জন্য সংস্থাগুলো স্বেচ্ছায় আবেদন করতে পারে যা সংস্থার তদবির কাজের একটি ফলাফল হিসাবে দেখা যেতে পারে। এটি এ ধরণের সংস্থাগুলোর পক্ষে বাজারের প্রতিযোগিতাকে নতুন আকার দেওয়ার প্রচেষ্টা নির্ধারণ করে যা নিজেদেরকে ন্যূনতম মানদন্ডে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। যেহেতু গুণগত সীলমোহরটি পরিচর্যার গুণগতমান (কাজের গুণগতমানের পরিবর্তে) উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে, সেহেতু এটি শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে কাজের অবস্থাকে প্রভাবিত করে কিন্তু সাধারণকে তার নিজের অধিকারের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভালো কাজের অবস্থার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন এবং সেবা শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত সংগ্রাম তীব্র হয়েছে কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত ক্ষেত্রের উপর খুব কম প্রভাব ফেলেছে।

>জার্মানি: নিয়োগকৃত পরিচর্যা শ্রমিক

জার্মানিতে, সাধারণত প্রযোজ্য আইনের বাইরে গার্হস্থ্য পরিচর্যার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রবিধান বিদ্যমান নেই। সংস্থাগুলো যে আইনি কাঠামোর কথা উল্লেখ করে তার মধ্যে এটি প্রতিফলিত হয়। বেশিরভাগ সংস্থা পোস্টিং মডেল ব্যবহার করে: পরিচর্যা শ্রমিকরা সংস্থা কর্তৃক প্রেরণকারী দেশগুলোতে কাজের জন্য নিযুক্ত হয়, যেটিতে তাদের সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখার কথা। তবুও, সংস্থাগুলোকে জার্মানিতে মৌলিক কাজের শর্তাবলী মেনে চলতে হবে (যেমন ন্যূনতম মজুরি এবং সর্বোচ্চ কাজের সময়), যদিও এই নিয়মগুলো সাধারণত বিঘ্নিত হয়। এই কাজের আন্তর্জাতিক চরিত্র এবং কর্মস্থল ব্যক্তিগত পরিবার হওয়ার কারণে কর্ম পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।। উপরন্তু, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীদাররা ব্যবস্থাপনার বৈসাদৃশ্য ও এর উত্তরকালীন শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার অভাব নিয়ে সমালোচনা করে। আইনগত নিশ্চয়তা অর্জন করাও শিল্পের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যার প্রতিনিধিত্ব করে ব্যবসায়িক স্বার্থ সমিতি-ভিএইচবিপি। তদুপরি, সংস্থাগুলো জার্মানে দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা খাতে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নতুন স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং তাদের স্বার্থে আইন গঠনের জন্য চেষ্টা করে। খাতটিকে অধস্তন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরিচর্যা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে অনানুষ্ঠানিক জ্ঞান বিনিময়ের জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত জার্মানিতে রাজনৈতিক স্ব-সংগঠন এখনও উন্মেষকালে রয়েছে।

> সুইজারল্যান্ড: কর্মচারী হিসাবে পরিচর্যা শ্রমিক

সুইজারল্যান্ডে, গার্হস্থ্য পরিচর্যা সেবাটি আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসংস্থান সম্পর্ক হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়। শুধুমাত্র যাদের সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত সেই সংস্থাগুলো শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পরিবারে ইজারা (কর্মী ইজারা) দিতে পারে বা দালালের ব্যবস্থা করতে পারে যেখানে শ্রমিকদের সরাসরি ব্যক্তিগত পরিবার কর্তৃক নিয়োগ (কর্মী নিয়োগ) করা হয়। অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির বিপরীতে এখানে স্ব-কর্মসংস্থান বা নিয়োগ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদী সেবা ব্যবস্থায় লিভ-ইন সেবাকে অতিরিক্ত স্তম্ভ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তা (চিকিৎসা) নার্সিং পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, মানুষকে নিজস্ব অর্থায়নে গার্হস্থ্য পরিচর্যা গ্রহণ করতে হয়। শ্রম আইনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত পরিবারের কাজ 'ফেডারেল ওয়ার্ক অ্যাক্ট' থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এর অর্থ দ্বারায়, গার্হস্থ্য পরিচর্যাকারীরা সর্বোচ্চ ঘণ্টা কাজের ক্ষেত্রে বা রাতের কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রমিকদের মতো একই রকম সুরক্ষা ভোগ করতে পারেনা। এবং যখন, প্রযোজ্য আইন ন্যূনতম ঘণ্টার মজুরি সংজ্ঞায়িত করে, এটি মূলত অকার্যকর কারণ দায়িত্বরত কার্যভার বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, নিয়ন্ত্রক বিষয়ক এবং গণমাধ্যম বিতর্ক চলমান রয়েছে যা এই খাতে অনিশ্চিত কাজের অবস্থাকে সমস্যাযুক্ত করে তুলেছে। অন্য দুটি দেশের বিপরীতে, (স্ব-সংগঠিত এবং সংঘবদ্ধ) পরিচর্যা শ্রমিকরা এতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

> উপসংহার: একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যাযুক্ত মডেল হিসাবে গার্হস্থ্য পরিচর্যা

তিনটি দেশের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াতে-দালাল সংস্থা এবং তাদের সংগঠনগুলো প্রবিধান গঠনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে, অভিবাসী শ্রমিকদের কথা অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে। সুইসদের ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থান সম্পর্ক হিসাবে গার্হস্থ্য পরিচর্যার আনুষ্ঠানিকীকরণ, তৃণমূলের শ্রমিকদের সংগঠন এবং ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্বকে সহজ করে তুলেছে। একইসাথে এটি শ্রমিকদের উদ্বেগকে জনসাধারণের নজরে এনেছে।

এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, গার্হস্থ্য পরিচর্যার মডেলটি অভ্যন্তরীণভাবে তিনটি দেশের চক্রাকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত অনিশ্চিত কাজের অবস্থা তৈরি করে। উপরন্তু, এটি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সুলভ পরিচর্যার সম্পদ হ্রাস করে। এই অন্তর্দৃষ্টিগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমরা দীর্ঘমেয়াদী সেবা ব্যবস্থায় একটি স্তম্ভ হিসাবে গার্হস্থ্য পরিচর্যাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করছি। এটি শুধুমাত্র শোষণমূলকভাবে দ্রুত সমাধান এর ব্যবস্থা হতে পারে। 'পরিচর্যার ব্যবধান' স্থায়ীভাবে সমাধান করার জন্য সেবামূলক কাজের আরও মৌলিক পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন যাতে স্থানীয়ভাবে বসবাসের জন্য যথেষ্ট উপার্জনকারী শ্রমিকদের দ্বারা প্রবীণ পরিচর্যা প্রদান করা যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ব্রিজিট অউলেনব্যাকার: <brigitte.aulenbacher@jku.at>
হেলমা লুৎজ: <lutz@soz.uni-frankfurt.de>
কারিন শুইটার: <karin.schwiter@geo.uzh.ch>

> ডিজিটাল যুগে
কাজের ভবিষ্যৎ

রুথ ক্যাসেল- ব্র্যাঙ্কো, সারাহ কুক, হান্নান দেওসন, উইটওয়াটারস্রান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং **এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার,** উইটওয়াটারস্রান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রম আন্দোলন (আরসি৪৪) বিষয়ক আইএসএ গবেষণা পর্ষদের সাবেক সভাপতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ এর ক্যাম্পাস স্কয়ারে পন্য পরিবহনের অনানুষ্ঠানিক কাজের অঞ্চল, মার্চ ২০২০ সাল। কৃতজ্ঞতাঃ ফিকিলে মাসিকান।

ব্যাপকভাবে দাবি করা হয় যে ডিজিটাল শ্রম প্ল্যাটফর্মগুলোর উত্থান কাজের ভবিষ্যৎকে নতুন রূপ দিচ্ছে। যদিও কেউ কেউ 'প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি' এর প্রশংসা করেন, তবে অনলাইন ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের কাজ (ভিড়ের কাজ), যা দূরবর্তীভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সম্পাদিত হয়, গবেষণায় দেখা যায় যে, শ্রমের নৈমিত্তিকতাকে আরও গভীর করছে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার মতো ঝুঁকি শ্রমিকদের উপর স্থানান্তর করছে।

বেশিরভাগ আলোচনা ধরে নিয়েছে যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো 'নতুন' ধরণের কাজ তৈরি করছে। যাইহোক এই কাজগুলোর বেশিরভাগই দীর্ঘ সময় ধরে চালু আছে : মিটারযুক্ত ট্যাক্সি, রেস্তোঁরা খাদ্য সরবরাহ সেবা এবং গৃ হকর্মী। তাহলে, গিগ কাজের উদীয়মান রূপগুলোতে 'নতুন' বিষয় কী? এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো কিভাবে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কর্মী হওয়ার উপায় পরিবর্তন করছে?

> বৈশ্বিক দক্ষিনে প্ল্যাটফর্ম কাজ সম্পর্কে 'নতুন' বিষয় কী?

বৈশ্বিক দক্ষিনের অর্থনীতিতে সম্ভবত সবচেয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হল অতিমাত্রায় অনানুষ্ঠানিকতা। গিগ কাজের নতুন রূপগুলো এমন একটি প্রেক্ষাপটে ঘটে যেখানে অনানুষ্ঠানিক কাজের সম্পর্কগুলো ইতোমধ্যেই রীতিসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শ্রম সম্পর্কিত আইএলও'র একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আফ্রিকায় ৮০ শতাংশেরও বেশি জনসংখ্যা প্রাথমিকভাবে অনানুষ্ঠানিক কাজ থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

অনানুষ্ঠানিক কাজেকে দীর্ঘকাল ধরে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বিপরীতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেমন, নিয়মিত চাকরির পরিবর্তে নৈমিত্তিক, একটি লিখিত এবং মানসম্মত চুক্তির অনুপস্থিতি, কোনও সামাজিক সুবিধা বা সুরক্ষা, এবং যৌথ সংস্থা এবং প্রতিনিধিত্বের অভাব। বাস্তবে, অনানুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা দ্বারা চিহ্নিত ক্রিয়াকলাপগুলো জড়িত। চেন এগুলোকে নিজস্ব হিসাব পরিচালক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক, স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ করে এবং তাদের নিজেদের পণ্য সরাসরি বাজারে বিক্রি করে; নিজস্ব হিসাবকর্মী যারা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ছদ্মবেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কের মধ্যে নিহিত; এবং মজুরি-শ্রমিক, যারা নিয়োগকর্তা ফাঁকির কারণে শ্রম এবং সামাজিক সুরক্ষা থেকে বাদ পড়ে। লিঙ্গ, জাতি এবং অন্যান্য কাঠামোগত শ্রেণীবিন্যাস প্রায়শই এই বিভাগগুলোতে প্রতিফলিত হয়: এইভাবে, পুরুষরা নিজস্ব হিসাবের কাজে আধিপত্য বিস্তার করে, যেখানে আয় বেশি এবং দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ার ঝুঁকি কম, যখন নারীরা নিম্ন আয়ের কাজে মনোনিবেশ করে।

প্ল্যাটফর্ম কাজ অনানুষ্ঠানিকতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকগুলো পুনরুৎপাদন করে। প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সহজেই স্বাধীন ঠিকাদার হিসাবে ভুলভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এইভাবে তাদের বেতনভুক্ত ছুটি, সুবিধা (মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ), সামাজিক নিরাপত্তা, বা পেশাগত ও স্বাস্থ্য বীমার প্রবেশাধিকারের অভাব রয়েছে। তবুও, তারা অর্থনৈতিকভাবে প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল এবং অ্যাপের উপর তাদের সামান্য নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, ওয়েবস্টার এবং ম্যাসিকেন যেমন দেখায়, শ্রমিকরা অ্যাপের 'কর্তৃত্ববাদী অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থাপনা'-এর অধীনে কাজ বরাদ্দ করে, কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করে, বেতন নির্ধারণ করে এবং একতরফাভাবে কর্মসংস্থান বন্ধ করতে পারে।

অবস্থান-ভিত্তিক কাজ (যেমন, ডেলিভারি) প্রাথমিকভাবে একটি তরুণ, পুরুষ সম্পর্কিত কাজ, যা খুব দীর্ঘ কর্ম ঘন্টা এবং মুখোমুখি যোগাযোগ দ্বারা চিহ্নিত। যদিও মজুরি কম, উপার্জন বিকল্পের চেয়ে ভাল হতে থাকে; এবং যেহেতু চাহিদা এবং যোগান স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হয়, সেহেতু শ্রমিকদের জন্য সম্মিলিতভাবে সংগঠিত হওয়া সহজ হয়। অপরদিকে, অনলাইন ওয়েব-ভিত্তিক কাজগুলো (যেমন, সম্পাদনা) মক্কেলদের জন্য বৈশ্বিক দক্ষিনের অদৃশ্য কর্মীদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, যাদের বেশিরভাগই গ্লোবাল নর্থে অবস্থান করে। সংক্ষিপ্ত এবং আরও নমনীয় কর্মঘন্টা নারীদের আরো আকৃষ্ট করে যাদেরকে উৎপাদনশীল এবং প্রজনন কার্যাবলী নিয়ে চিন্তা করতে হয় যে তারা কোনটা রেখে কোনটা বেছে নিবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বৈচিত্র্যময় হলেও অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত: উপরে উল্লিখিত ২০২১ আইএলও প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা উৎপাদিত রাজস্বের ৭০% শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে চলে যায়। যদিও এটি

>>

জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে দুর্বল করতে পারে। এটি ক্ষমতার নতুন উৎসও তৈরি করে। দক্ষিণ আফ্রিকার গুয়েতেং-এ উবার ইটস রাইডাররা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যা জাতীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন পারস্পরিক সহায়তা সমিতি হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল কিন্তু এটি অঞ্চলব্যাপী নেটওয়ার্কে বিবর্তিত হয়েছে। হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে তারা সরাসরি ডিজিটাল ক্রিয়াকলাপের একটি সংযুক্তি তৈরি করেছে। যেটিতে লগ অফ করে সম্মিলিতভাবে তাদের কাজ বন্ধ রাখা যায়। এদিকে, কলম্বিয়ায়, র‍্যাপি ডেলিভারি কর্মীরা এনজিও এবং কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের সহায়তায় UNI-DAPP নামে একটি ইউনিয়ন অ্যাপ তৈরি করেছে এবং বহুজাতিক প্ল্যাটফর্মকে লক্ষ্য করে সফলভাবে বহুরাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। উগান্ডায়, মিশ্র পরিবহণ ও সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়ন বোদা-বোদা চালকদের জন্য একটি অ্যাপ তৈরি করতে, নাটকীয়ভাবে তার সদস্যপদ সম্প্রসারণ এবং কুরিয়ারদের কাজের অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করে।

যদিও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ প্রায়শই এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। তবে আইএলও কনভেনশন ২০৪ অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান ঐকমত্যকে তুলে ধরে। যুক্তরাজ্যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে উবার চালকরা বেতন সমেত ছুটি, ন্যূনতম মজুরি এবং পেনশন পাওয়ার অধিকারী। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিযোগিতা কমিশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর উপর প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রভাব সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে।

> ভবিষ্যতের কি হবে?

দুটি প্রধান পথ চিহ্নিত করা যেতে পারে: বিদেশী-মালিকানাধীন প্রযুক্তির রাঘববোয়ালদের আধিপত্যকে আরও গভীর করে তোলা হয় যেন কাজ সংক্রান্ত কোন জাতীয় বা বৈশ্বিক চুক্তি নেই। এটি কিছু অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান তৈরি করবে, কিন্তু শ্রমিকরা আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুরক্ষা বা সুবিধাগুলো ছাড়াই কম মজুরির চাপে আটকে থাকবে। বিদেশে মুনাফা এবং কর বজায় থাকায়, এটিকে বৈশ্বিক দক্ষিনের পুনর্বাসনের রূপ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

একটি বিকল্প পথ হতে পারে প্ল্যাটফর্ম কর্মী এবং তাদের সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করা একটি 'ডিজিটাল সামাজিক চুক্তি'। এর মধ্যে এই ধরনের কর্মীদের সুরক্ষার জন্য আইনসহ সুসংহত বৈশ্বিক এবং জাতীয় নীতি থাকবে। এই আশাবাদী পথটি অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের শ্রম এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণের সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রুথ ক্যাসেল-ব্র্যাঙ্কো: <Ruth.Castel-Branco@wits.ac.za>

১। চেন, এম. (২০১২), "অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি: সংজ্ঞা, তত্ত্ব এবং পলিসি" [The informal economy: Definitions, theories and policies], উইগো (WIEGO) ওয়ার্কিং পেপার, নম্বর ১

২। ওবেস্টার, ই এবং এফ. মাসিকেন (২০২০), "আমি শুধু বাঁচতে চাই: জোহানেসবার্গে খাদ্য বিতরণ কুরিয়ারগুলির ঘটনা" [I just want to survive: The case of food delivery couriers in Johannesburg], সাউদার্ন সেন্টার ফর ইনইকুয়ালিটি স্টাডিজ

৩। ভেলেজ, ভি. (২০২০), "কোন রূপকথা নয়ঃ ইউনিকর্ন এবং কলম্বিয়াতে গিগ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা", এসসিআইএস ওয়ার্কিং পেপার, নম্বর ৭

> অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের রহস্যোদ্ধার

সান্দিসা মাপুকাতা, শাফি ভেরাছিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ দ্য উইটওয়াটারস্র্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং **এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার,** ইউনিভার্সিটি অফ দ্য উইটওয়াটারস্র্যান্ড এবং আইএসএ-এর শ্রম আন্দোলন (আরসি৪৪) বিষয়ক গবেষণা পর্ষদের সাবেক সভাপতি।

চিত্রাংকনেঃ আরবু

দ্যা জাস্টিস লীগ সুপারহিরোদের অন্যতম একটি দল, তবে এটি ব্যাটম্যান কিংবা ওয়ান্ডার ওমেনের মতো নয় যদিও তারা দ্যা জাস্টিস লীগের অন্তভূক্ত। বরং লীগ সুপার ভিলেন ডার্কসেইড থেকে কৃত্রিম কাল্পনিক জগতকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। অ্যালগোরিদমিক জাস্টিস লীগ (এজেএল) ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' (এআই) ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক পৃথিবী প্রত্যাশা করে। এজেএল গাণিতিক পরিভাষা অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি মূলনীতিকে গুরুত্ব দেয়। এই মূলনীতিগুলো হচ্ছেঃ ইতিবাচক সম্মতি, অর্থপূর্ণ স্বচ্ছতা, ক্রমাগত নজরদারি ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরী সমালোচনা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে শুধু কৃত্রিম হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যেমন কেট ক্রফোর্ড দ্য এটলাস অফ এআই তে লিখেছেন, 'এআই সংগঠিত ও বস্তুগত।' এআই এর এই বস্তুগত রূপকে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের উপকরণ হিসেবে দেখা হয়। নিয়ন্ত্রণের এই ধরণকেই সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। এই নিবন্ধে আমরা অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করেছি এবং এটি কিভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে ও কিভাবে তারা প্রতিরোধ শুরু করে তা বিশ্লেষণ করেছি। অবশেষে, অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রমিক-নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধের কিছু পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমরা নিবন্ধটি সমাপ্ত করেছি।

> অ্যালগরিদম কী?

কিভাবে অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বিশ্বকে পাল্টে দিচ্ছে তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ সরকার, শিক্ষাবিদ ও সক্রিয় কর্মী) চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। অ্যালগরিদমের বিদ্যমানতা ও ব্যবহারের বস্তুগত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এটি অবস্তুগত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। অ্যালগরিদম একটি প্রক্রিয়া বা একগুচ্ছ নিয়মের সমাহার যা কম্পিউটার দ্বারা গণনা বা অন্যান্য সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো প্রযুক্তির উত্থান ইন্টারনেটে কম্পিউটিং পরিষেবা পেতে সাহায্য করে (যেমন অ্যামাজনের পরিষেবা) এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যবসাগুলোর কিছু কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় হতে সাহায্য করে। কেউ কেউ দাবি করেন যে, অ্যালগরিদম নিরপেক্ষ। যাইহোক, চলমান গবেষণা কর্ম (উদাহরণস্বরূপ রুহা বেঞ্জামিনের রেস আফটার টেকনোলজি) দেখায় কিভাবে অ্যালগরিদম বাস্তব ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক হতে পারে; যেহেতু এটি মানব প্রোগ্রামারদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যদি তাদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক মনোভাব থাকে তাহলে অ্যালগরিদম বিদ্যমান বৈষম্যের ধরণকেই স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। এটি বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের দ্বারা অত্যধিকভাবে পরিচালিত প্রযুক্তি ভিত্তিক বড় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য। সাফিয়া নোবেল তার অ্যালগরিদমস অফ অপ্রেশন বইতে আলোচনা করেছেন কিভাবে গুগলের অ্যালগরিদম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে।

>>

> অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ- বাস্তবতা

অ্যালগরিদম প্রাক-শিল্পায়নের ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটি শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফার সর্বাধিকীকরণ প্রতিষ্ঠা করে। এটি এমন একটি বিষয় যাকে মার্ক্স 'আদেশের উচ্চমূল্য' বলতো। যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে শ্রমিকদের গতি পরিমাপ করার জন্য অ্যালগরিদম নকশা করা হয়। যদি প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা অ্যালগরিদম মান অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন না করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পরিবর্তন এবং/অথবা তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে বরখাস্ত করে দেয় (যেমনঃ তাদের অ্যাকাউন্ট বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া)। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে উবার চালকরা উবার অ্যাপটি নিষ্ক্রিয় করেন এবং রাইডের অনুরোধ গ্রহণ না করে একটি বিক্ষোভ শুরু করেন। এই চালকদের অভিযোগের মধ্যে ছিল অজ্ঞাত কারণে উবার তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এবং অসম পদ্ধতিতে চালকদের দ্বারা অর্জিত ফি একতরফাভাবে উবার কর্তৃক নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

উবারাইজেশন অফ ওয়ার্ক-এ এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার দেখান যে, উবারের মতো কোম্পানিগুলোতে অ্যালগরিদম উচ্চমূল্য সংযোজনমূলক কাজে ইন্ধন জোগায়; যেখানে একই সাথে প্রযুক্তি-নির্ভর আউটসোর্সিং ও সাব-কন্ট্রাক্টিং কাজের মাধ্যমে মূলধারার কর্মসংস্থানের দায় এড়িয়ে চলে। এই কোম্পানিগুলো একচেটিয়া আচরণ প্রদর্শন করে এবং আদর্শ সংগঠিত পরিচালনা পর্ষদ ও আদর্শ কর্মসংস্থান পদ্ধতি এড়িয়ে চলে।

অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যা স্বতন্ত্র তা হল এটি অদৃশ্য ও অনধিগম্য। সাধারণভাবে, প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের অ্যালগরিদম সংকেতগুলো পাবার সুযোগ নেই। ২০২১ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সোশ্যাল আউটলুক রিপোর্টে ব্যাখ্যা করেছে, গাণিতিক পরিভাষা প্রতিযোগিতামূলক এবং/অথবা বৈষম্যমূলক ফলাফল তৈরি করছে কিনা তা নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় হলো একটি গাণিতিক পরিভাষার অন্তর্নিহিত সংকেত কোড বুঝতে পারা। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের বাণিজ্য গোপনীয়তা আইন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির স্বত্বাধিকার নিয়মের কারণে এই সংকেত কোড সবার জন্য জানা কঠিন। আইএলও আরও যুক্তি দেয় যে, তথ্য অসমতা গাণিতিক পরিভাষার মালিক এবং গাণিতিক পরিভাষার বিষয়গুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি করে।

> অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ- প্রতিরোধ

যদিও অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়, বাস্তবে কর্মীরা নিজেরাই তাদের কাজের অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য গাণিতিক পরিভাষা ব্যবহার করছেন। আলোচনার পরে, স্পেন রাইডার আইন পাস করেছে যা ডেলিভারি রাইডারদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য তাদের গাণিতিক পরিভাষাগুলো কাজের অবস্থাকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা বাধ্যতামূলক করেছে। গাণিতিক পরিভাষাগত নিয়ন্ত্রণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করার সময় ভোক্তাদের কথা মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। গাণিতিক পরিভাষার ভান্ডারে ব্যক্তিগত তথ্য জমা থাকার কারণে ভোক্তারাও এর চাহিদার উৎস। এটি বলা যৌক্তিক যে প্রযুক্তি ভিত্তিক বড় প্রতিষ্ঠানের ভোক্তারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সময় অবৈতনিক শ্রম দিয়ে থাকে। এটি ভোক্তাদের শ্রমিকদের কাছাকাছি নিয়ে যায়, প্রযুক্তি-ভিত্তিক বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের নিকটে নয়।

প্রযুক্তি-ভিত্তিক বড় প্রতিষ্ঠানের অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধ নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় গবেষকদের স্থান-কালের গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। স্থান ভেদে অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো জাতীয় সীমানার পেরিয়ে বিবেচনা করা জরুরী। বিশ্বের দক্ষিণ ও উত্তর অংশে বিদ্যমান স্থায়ী বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে, উভয় প্রসঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বগুলোকে সামনে এনেছে যা গাণিতিক পরিভাষাগত নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিবেচনা খুবই জরুরী যখন আমরা চিন্তা করি ভবিষ্যৎ কাজের কাঠামো কিভাবে নির্ধারণ করা যায়; যেখানে শ্রমিকদের গুরুত্ব কোম্পানির উপরে থাকবে। ক্যাথি ও'নিল তার ওয়েপন্স অফ ম্যাথ ডেস্ট্রাকশন-এ এই বিষয়ে চমৎকার লিখেছেনঃ

> "বৃহৎ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়া অতীতকে বিধিবদ্ধ করে। তারা ভবিষ্যত উদ্ভাবন করে না। এটি করার জন্য নৈতিক চিন্তার প্রয়োজন এবং এটি এমন কিছু যা কেবল মানুষই করতে পারে। মূলত আমাদের নৈতিক গুণাবলী দিয়ে বৃহৎ তথ্য-উপাত্ত মডেল তৈরি করে গাণিতিক পরিভাষাগুলোতে আরও উচ্চমানে নিতে হবে। কখনও কখনও এর অর্থ হবে লাভের আগে ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া।"

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সান্দিসা মাপুকাতা: <sandiswa.mapukata@wits.ac.za>
শাফি ভেরাছিয়া: <mohammed.verachia@wits.ac.za>
এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার: <Edward.Webster@wits.ac.za>

> অনলাইন শ্রম প্ল্যাটফর্ম:

জবাবদিহিতা ব্যতীত ক্ষমতা?

কেলি হাওসন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; **প্যাট্রিক ফুরস্টাইন,** সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র বার্লিন, জার্মানি; **ফুন্ডা উস্টেক-স্পিলদা,** অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; **আলেসিও বার্তোলিনি,** অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; **হান্না জনস্টন,** নর্থ-ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; এবং **মার্ক গ্রাহাম,** অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।

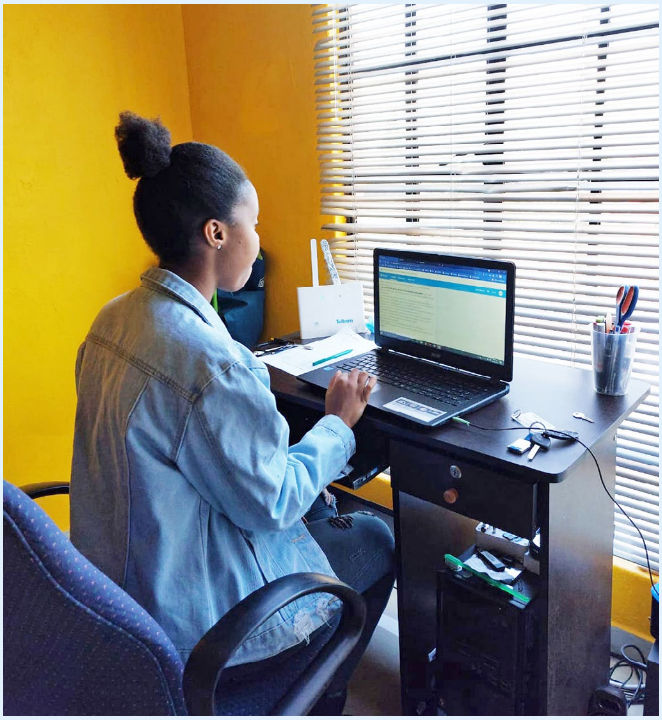

অনলাইন গিগ কর্মী, বা ক্লাউডওয়ার্কাররাচ একটি প্যাটফর্ম ইন্টারফেসের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, যেটি লেনদেন থেকে অর্থ আদায় করে এবং প্রায়ই শ্রম প্রক্রিয়ার উপর উচ্চ মাত্রার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।
কৃতজ্ঞতাঃ ফেয়ারওয়ার্ক প্রজেক্ট

ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির অগ্রগতির সাথে সাথে যোগাযোগ, ভিডিও কনফারেন্সিং, অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থাপনা ও কাজের বরাদ্দ এবং শ্রমিকদের নজরদারিসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি কোভিড -১৯ বিষয়ক জ্ঞান চর্চাকারীদের জন্য দূরবর্তী কাজকে ব্যাপকভাবে স্বাভাবিকীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। যেহেতু মহামারীটি শ্রম বাজারে বিদ্যমান অনেকগুলি অসমতাকে লোকচক্ষুর সামনে এনেছে এবং অসমতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে; সেহেতু সহজেই দূরবর্তী কর্মে স্থানান্তরিত হতে পারে এরকম পেশা, নিম্ন মজুরির চাকরি-যা দূর থেকে করা যায় না এবং যেসব পেশায় শ্রমিকরা ভাইরাসের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং ফলস্বরুপ পৃথকীকরণ বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার কারনে আয় কমে যায় এরকম পেশাগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

যদিও মহামারী শুরুর পর থেকে যে সকল কাজ দূর থেকে করা যায় এবং যাদের কাজ ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতে হয়- এগুলোর মধ্যকার অসম শ্রম বাজারের স্তরবিন্যাস হয়তো আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সকল দূরবর্তী শ্রমিকরা আপেক্ষিক নিরাপত্তা উপভোগ করেন না। আসলে, কোভিড -১৯ আবির্ভাবের পর থেকে অনলাইন গিগ অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। যদিও এই ধরনের শ্রমগুলো অনেকের দৈনন্দিন সুবিধা পেতে অবদান রাখে, তবে এগুলো তেমন দৃশ্যমান নয়।

> ক্লাউডওয়ার্কে শ্রম নিয়ন্ত্রণ

'ভৌগোলিকভাবে নির্ধারিত' গিগ কাজ যেমন রাইড-হেলিং, খাবার ডেলিভারি এবং ক্লিনিং (সুপরিচিত উদাহরণ হিসেবে উবার, ডিডি, ডেলিভারুর কথা উল্লেখ করা যায়) এর সাথে অনলাইন গিগ কাজগুলির বৈশিষ্ট্যে মিল আছে। অনলাইন গিগ কর্মী, বা ক্লাউড কর্মী ক্লায়েন্টদের সাথে একটি প্ল্যাটফর্ম ইন্টারফেসের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে, যা লেনদেন থেকে আয় বের করে এবং প্রায়ই শ্রম প্রক্রিয়ার উপর উচ্চ মাত্রার নিয়ন্ত্রণ রাখে। কাজ বরাদ্দ, পারিশ্রমিক এবং শৃঙ্খলামূলক ক্রিয়াকলাপের অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থাপনাসহ কিভাবে কাজ করা হয় তা প্ল্যাটফর্মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ভৌগোলিকভাবে নির্ধারিত কাজে তাদের সমকক্ষ কর্মীদের মতো তারা চুক্তিভিত্তিকভাবে শ্রমিকদের স্বাধীন কন্ট্র্যাক্টর বা স্ব-নিযুক্ত কর্মী হিসাবে মনোনীত করে। যার ফলে তারা ন্যূনতম মজুরি, অসুস্থতা জনিত বেতন, প্যারেন্টাল লিভ এবং পেনশনের মতো বেশিরভাগ সুবিধার ক্ষেত্রে মূল কর্মসংস্থান সুরক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়।

যাইহোক, ট্যাক্সি, ডেলিভারি এবং ক্লিনিং সেক্টরে তাদের সমকক্ষ কর্মীদের বিপরীতে ক্লাউডওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মগুলি মধ্যস্থতার কাজ করে যা তত্ত্বগতভাবে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। তারা বিভিন্ন সীমানা সংযোগের একটি জটিল জালকে সহজতর করে, এবং একটি প্লানেটারি-স্কেল শ্রমবাজার তৈরি করার জন্য প্ল্যাটফর্ম গুলোকে তাত্ত্বিক ধারণায় রূপায়িত করেছে। এই গতিশীলতা শ্রমিকদের জন্য অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু এটি আক্রম্যতার জন্ম দেয় এবং নির্দিষ্ট উপায়ে শ্রমিকদের ঝুঁকিতে ফেলে।

প্রথমত, প্ল্যাটফর্মগুলি ক্রমাগত অসংখ্য এখতিয়ারের মাধ্যমে শ্রমিক এবং ক্লায়েন্টদের মধ্যকার সম্পর্ককে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্ত করছে, ফলে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট আইনের অধীনে আনা বেশ কঠিন। এই ক্লায়েন্টরা খুব অল্প পরিমান স্থায়ী সম্পদের মালিক এবং সর্বদা তাদের কর্মীদের সাথে এক ধরণের চুক্তি ভিত্তিক দূরত্ব বজায় রাখে। এই তরলতা এবং ক্ষণস্থায়ীতার মাধ্যমে তারা শ্রমিক এবং বৃহত্তর জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য তৈরি করা স্থানীয় আইন, সেই সাথে কর এবং প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি এড়াতে সক্ষম হয়।

>>

এই একই গতিশীলতা শ্রমিকদের কাঠামোগত শক্তি দমন করতে কাজ করে। বিশেষ করে কর্মীরা যখন খুবই ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়, ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তখন তাদের সংগঠিত করা, সংহতি গড়ে তোলা এবং তাদের কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়া বেশ কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অনলাইন শ্রম প্ল্যাটফর্ম যৌথ দর কষাকষির সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম এরকম একটি জাতীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। ক্লাউডওয়ার্কে কর্মীর আনুষ্ঠানিক কাঠামো এবং জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির ফলে প্ল্যাটফর্মগুলিকে শর্তাবলী নির্ধারণে, কাজের শর্ত গঠনে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছামতো দায়িত্বশীল বা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করার বিশাল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

মানসম্মত কর্মসংস্থানের তুলনায় বেশিরভাগ ক্লাউডওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাঁধা কম থাকে। এটি শ্রমবাজারে ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ থেকে যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে - যেমন গ্লোবাল সাউথের শ্রমিক, অধিক যত্ন ও গৃহস্থালি বিষয়ক দায়িত্ব পালনকারী মানুষ (প্রধানত নারী), অভিবাসী শ্রমিক, সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী শ্রমিক - তাদেরকে অনেক প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করতে পারে। যাইহোক, বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক ক্লাউডওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মগুলি একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শ্রম সরবরাহ করে। এটি ক্লায়েন্টদের দ্রুত এবং সহজেই কর্মী খুঁজে পেতে সাহায্য করে। কিন্তু যে সকল শ্রমিককে সীমিত সংখ্যক কাজের জন্য তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়, তারা কাজের প্রাপ্যতা এবং মজুরির ক্ষেত্রে দমনের শিকার হন।

ক্লাউডভিত্তিক প্লাটফর্মে বিশেষ করে 'মাইক্রোটাস্ক' প্লাটফর্ম (যেমনঃ মাইক্রোওয়ার্কার্স, অ্যামাজন মেকানিক্যাল টার্ক এবং অ্যাপেন)-যেখানে সাধারণত স্বল্পমেয়াদী কাজ করা হয়, সেখানেও কর্মীরা বড় প্রকল্পে অংশগ্রহন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ডেটাসেটগুলি লিপিবদ্ধ করে মেশিন লার্নিং সিস্টেমকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এই প্রকল্পগুলিকে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে বিভক্ত করা হয় যা সম্পন্ন হতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। এখানে, কয়েক ডজন দেশের শত শত শ্রমিক খুব অল্প সময়ের মধ্যে একজন ক্লায়েন্টের একটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে অবদান রাখে। এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র আউটসোর্সিং মূল পণ্য থেকে শ্রমের অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট করে রাখতে পারে, যা ক্লাউডওয়ার্কের অদৃশ্যতার মাধ্যমে বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ে শ্রমিকদের খুব সহজেই কর্ম থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং অন্যদের দ্বারা প্রতিস্থাপন করার কারণে কর্মীদের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

যেহেতু ক্লাউড ওয়ার্কারদের জন্য তাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করা খুব কঠিন হতে পারে এবং তারা সাধারণত জাতীয় পর্যায়ের আইন দ্বারা রক্ষিত নয়, তাদের দৈনন্দিন কাজের অবস্থা অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। বেশিরভাগ ক্লাউডওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম খরিদ্দারদেরকে এমন কাজ ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেয় যা হয়তো ইতিমধ্যেই অন্য শ্রমিকরা সম্পন্ন করেছে। এর সাথে সাথে কার্যকরভাবে মজুরি প্রদান না করারও অনুমতি দেয়। প্ল্যাটফর্মগুলি শ্রমিকদের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দিতে পারে। তবে এটি বিবেচনার বিষয়, প্রায়শই বিভিন্ন ধরণের জটিল স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া জড়িত থাকার কারণে অন্যান্য কাজ শেষ করার চেয়ে এক্ষেত্রে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া খরিদ্দারদের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক থাকার ফলে প্ল্যাটফর্মগুলি সাধারণত ক্লায়েন্টদের পক্ষেই থাকে।

এছাড়া, অনলাইন লেবার প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে গ্রাফিক বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিরক্তিকর বিষয়বস্তুর মুখোমুখি হওয়া, সেই সাথে তাদের গোপনীয়তার ঝুঁকি বা অপর্যাপ্ত ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়গুলো তো রয়েছেই।

পরিশেষে জেন্ডার, জাতি বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত ধারনাগুলো বা কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে শ্রমিকরা তাদের খরিদ্দারদের থেকে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

> ক্লাউড ওয়ার্কারদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ

প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং কর্মীদের সংগঠিত এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির সাথে সম্পর্কিত বাঁধা দুর করতে পারে এরকম জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির অনুপস্থিতির ফলে দূরবর্তী গিগ কাজে ঝুঁকিপূর্ণ এবং শোষণমূলক পরিস্থিতি আরও প্রকট হয়েছে। যেহেতু কোভিড -১৯ মহামারীর ফলে অরক্ষিত কর্মীরা দূরবর্তী কর্মস্থল এবং অনলাইন লেবার প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে, তাই এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য তৃণমূলের শ্রমশক্তি এবং নীতিগত সমাধান উভয়ই প্রয়োজন হবে। এই প্রচেষ্টার একটি মানদন্ড এবং প্রসঙ্গ কাঠামো হিসাবে কাজ করতে ফেয়ারওয়ার্ক প্রজেক্ট শ্রমিক এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ন্যায্য ক্লাউডওয়ার্ক নীতিমালা তৈরি করেছে। নীতিগুলোর মধ্যে ন্যায্য বেতন, ন্যায্য শর্ত, ন্যায্য চুক্তি, ন্যায্য ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের আলোকে উপরে আলোচিত ঝুঁকি এবং ক্ষতির মাত্রাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অনলাইন গিগ অর্থনীতিতে বিদ্যমান শ্রম চর্চার পরিসর দেখানোর জন্য আমরা এই নীতির বিপরীতে সতেরোটি বিশিষ্ট প্ল্যাটফর্ম মূল্যায়ন (স্কোর) করেছি। যদিও কয়েকটি প্ল্যাটফর্ম অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক মূল্যায়ন অর্জন করেছে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে জবাবদিহিতা না থাকার ফলে প্ল্যাটফর্মগুলি ক্রমাগতভাবে এমনসব বিকল্পব্যবস্থা বেছে নিচ্ছে যা সাধারণ নীতি অনুসরণ করে (প্রায়শই নেতিবাচকভাবে) লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কল্যাণ এবং জীবিকার উপর প্রভাব ফেলছে। প্রথম ফেয়ারওয়ার্ক ক্লাউডওয়ার্ক রেটিংগুলির লক্ষ্য হলো গভীরভাবে এই অসম ক্ষমতা সম্পর্ককে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসা, এবং পরবর্তী বার্ষিক স্কোরিং রাউন্ডের মাধ্যমে আমরা দূরবর্তী গিগ শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ চালু করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবদান রাখার আশা রাখি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
কেলি হাওসনঃ <kelle.howson@oii.ox.ac.uk>

> শ্রম এবং জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে 'জোত'

এরিয়েল সালেহ্, ভিজিটিং প্রফেসর, নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আইএসএ এর আজীবন সদস্য।

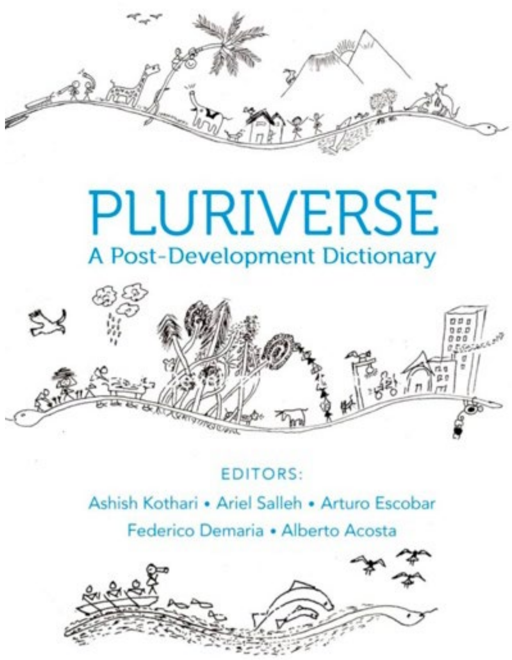

পুরিভার্সঃ একটি উন্নয়ন-উত্তর অভিধান। তুলিকা বই (২০১৯)

'প্রকৃতি আয়ত্ত করার' ইউরোপকেন্দ্রিক কল্পণাটি বরাবরই একটি সমস্যাযুক্ত তত্ত্ব। এবং বস্তু ও প্রকৃতির (ল্যাটিন শব্দ) মধ্যে ভিত্তিগত সংযোগ কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। প্রথম যুগের প্রতিবেশ নারীবাদীগণ সভ্যতার আধিপত্য অভিযানকে মাতৃ-হত্যার পরমানন্দ হিসেবে দেখেছিল, যা পুরুষদের রহস্যময়প্রাকৃতিকপ্রবাহের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের জন্ম দিতে দেয়। আজও সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা নব্যউদারনীতিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় প্রকৃতিকে একঘরে করে রেখেছে। শিক্ষাঙ্গনের ইডিপাল চুক্তি কি এর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে?

>পুনঃস্মৃতিচারণ

যাহোক, যখন ভিন্নতার পুরোনো সংস্কৃতি বস্তু এবং বিমূর্ততার বিশ্ব স্থাপন করে, এর প্রতিফলিত চিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকে এবং এটিকে 'জোত' (holding) বলা যেতে পারে। জোত প্রকৃতির বিপাকের সাথে মানুষের অন্তর্নিহিত মিথস্ক্রিয়া ও সংশ্লিষ্টতার কথা বলে। এটি মাতৃস্নেহে পুষ্ট শিশুর সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্ব গঠনের মুহূর্তকে প্রতিফলিত করে। যখন মানুষ নিজেকে প্রকৃতি-মূর্ত রূপে উপলব্ধি করতে পারে, তখন তারা সহজেই বুঝতে পারে- যেমনটা নতুন বস্তুবাদীরা বলতে চান- কিভাবে 'পৃথিবীর সমস্ত জীবন' একে অপরের সাথে অতোপ্রতেভাবে জড়িত। যাহোক, আমি সেই সূত্রের প্রতি মনোযোগী নই। বরং আমি জোতকে শ্রমের একটা ধরন হিসেবে দেখি- যা পুনরুৎপাদক এবং উৎপাদনী শ্রম থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে। স্বতঃস্ফূর্ত জোত জৈবিক-শারীরিক প্রকিয়াগুলোকে আরও তেজোময় করে তোলে, যেমন মা কর্তৃক শিশুর পরিচর্যা কিংবা আদিবাসী কর্তৃক বনাঞ্চল সংরক্ষণ। জোত একটি জ্ঞানতত্ত্ব শেখায় যা একইসাথে নিয়মতান্ত্রিক এবং একটা ভিত্তির উপর গড়ে উঠে।

আমাদের সম্পাদিত পুলিরিভার্স (২০১৯) সংকলনে যেমনটা কারিন অ্যামিমোটো ইঙ্গারসোল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জেলেদের সংবেদনশীলতা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন:

> " সমুদ্র, বায়ু, জোয়ার, স্রোত, বালি, সামুদ্রিক শৈবাল, মাছ, পাখি এবং সৌরমণ্ডল সম্পর্কে প্রযুক্তিবিহীন সাধারন নৌ-পরিচালনার জ্ঞান একটি আন্তঃসংযুক্ত সিস্টেম- যা একটি স্বতন্ত্র পথের মাধ্যমে বিশ্বের মধ্য দিয়ে চলার অনুমোদন দেয় ... এই সামুদ্রিক স্বাক্ষরতার জ্ঞানে, শরীর ও সামুদ্রিক দৃশ্যপট এক জটিল ডিসকোর্সে মিথস্ক্রিয়া করে... পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রধান বর্ণনা সমুহের বিকল্প পদ্ধতিতে, যা অমাদের নিজেদের পৃথক রাখে... এভাবেই নিরীক্ষণ হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া: মহাসাগরের সময় এবং স্থানের আলোকে শেখা হয় সমস্ত স্মৃতি এবং জ্ঞানের পাঠ । কিন্তু তা পরিচয়, স্থান এবং ক্ষমতার অনমনীয় ঔপনিবেশিক বির্নিমাণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে... বিশ্বের অনেক কিছুই স্মৃতি ছাড়াই চলে, যেমন আমরা যে স্থানগুলিতে বসবাস করি তা ফাঁকা ভৌগোলিক এবং এইভাবে এগুলি ভোগ ও উন্নয়নের জন্য সহজলভ্য..."

> সঞ্জীবনী শক্তি

প্রটেস্ট্যান্ট এথিক থিসিসের যুক্তিতে, খ্রিষ্টান পুরুষতান্ত্রিকতা এবং পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে একই সূত্রে গাঁথা। বিশ্বব্যাপী কর্পোরেশন এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার উত্থানের সাথে সাথেই পরিচর্যা সেবাদানকারী, ক্ষুদ্র ভূমি সত্ত্বাধিকারী এবং আদিবাসী জাতিসমূহের লোকেদের লোকজ জ্ঞান 'সাংস্কৃতিক' বিবেচিত হয়, 'অর্থনৈতিক' নয়। শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত পুরুষতান্ত্রিক ডিসকোর্সে এসকল জাতি ও গোষ্ঠীর চমৎকার টেকসই বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে অদৃশ্য রাখে, যেখানে ডানপন্থী এবং বামপন্থী উভয় রাজনৈতিক ধারা শ্রমকে আবশ্যিকভাবে "উৎপাদনশীল" অনুমান করে। অর্থাৎ, 'প্রকৃত কাজ' হচ্ছে বস্তুকে 'মানবসৃষ্ট' কিছুতে রূপান্তর করা এবং এভাবে 'মূল্যমান' তৈরী করা। এমনকি প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক পরিবেশবাদী, গ্রিন নিউ ডিলের প্রবক্তাগণ এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির মধ্যে পরিচর্যা সেবাকে অন্তভূক্ত করার জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক যুক্তি দেন। যেহেতু মার্কসীয় ব্যবহার মূল্য বনাম বিনিময় মূল্য দ্বৈতবাদ থেকে পৃথক, তাই প্রজনন বা 'বিপাকীয়' মূল্যমান পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই; বাস্তুজগত এবং তার সাথে মানবদেহের সমৃদ্ধির সাথে সাথেই এটি অভিজ্ঞতায় অনুভুত হয়।

শোষণ, নিষ্কাষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, জলশূণ্যতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যতিরেকে সামাজিক চাহিদা পূরণের অনেক উপায় রয়েছে। ১৯৯৯ সালে সিয়াটেল পিপলস্ ককাসের পর থেকে পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক একচ্ছত্রধিপত্য বিশ্বব্যপী বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন দ্বারা চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হয়েছে, যাদের মধ্যে বিশ্ব সামাজিক ফোরাম, ভায়া ক্যাম্পেসিনা, আদিবাসী পরিবেশ নেটওয়ার্ক, বিশ্ব নারী আন্দোলন এবং বিলুপ্তির বিদ্রোহ উল্লেখ্যযোগ্য । এই ধরনের উদ্যোগগুলি ইভান ইলিচ ও উলফগ্যাং স্যাচের মতো ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চিন্তাবিদদের কাছ থেকে এবং মারিয়া মিস ও বন্দনা শিবের মতো পরিবেশবাদীদের দ্বারা 'অ-উন্নয়নের' শক্তিশালী সমালোচনা থেকে অনুপ্রেরণা

>>

লাভ করে। ২০১৯ এর পুলিরিভার্স প্রকল্পটি অ্যান্ডিয়ান বুয়েন ভিভির প্রবক্তাগণ, ভারতীয় স্বরাজ সম্প্রদায়, ইউরোপীয় ডি-গ্রোথারগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে 'বৈশ্বিক-স্থানীয় আলাপের' মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ম্যানফ্রেড ম্যাক্স-নিফের ভাষায়, ক্ষুদ্র স্ব-পরিচালিত অর্থনীতিগুলি 'সমন্বয়বাদী' এবং একসাথে পতিবেশগত পুনরুজ্জীবন, দৈনন্দিন জীবিকা, শিক্ষা, উদ্ভাবন, পরিচয় এবং একাত্মবোধ ইত্যাদি চাহিদা পূরণ করে।

> সমান্তরাল কাঠামো

কীটনাশকের ব্যবহার এবং খনি বন্ধে গৃহীনি এবং কৃষকদের জোত শ্রম পাড়া-প্রতিবেশী এবং গ্রামীণ প্রচেষ্ঠা স্বীকৃত। একারনে এই শ্রমিকরা প্রকৃতিকে পণ্যে রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার সাথে নারী ও আদিবাসীদের দেহকে পণ্যে রুপান্তরের সমান্তরাল কাঠামো মধ্যে লক্ষ্য করে। বিশ্বব্যাপী আন্দোলনসমূহে বৈশ্বিক উত্তরের নারীদের রাজনৈতিক পছন্দ একইভাবে বৈশ্বিক উত্তরের বর্ণবৈষম্যের শিকার জনগণেরও পছন্দের অনুরূপ। আইনগত অধিকারের নাগরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুক্তি অথবা সাম্প্রদায়িক পারস্পারিকতার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে বহু মানুষ মানবতা এবং প্রকৃতিকে আবার একত্রিত করার জন্য বড় বড় সভ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মা-প্রকৃতির অধিকারের উপর নিউ ওয়াটার প্যারাডাইম অথবা পিপলস্ ট্রাইবুনালের সামগ্রিক বিজ্ঞান এই পুনঃস্মৃতিচারণকে নির্দেশ করে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন উত্তর ও দক্ষিণে বহুমুখী সক্রিয়তার একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য–জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'খাদ্য নিরাপত্তা' ধারণা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া নয়। পরেরটি কেবল আরও লাভজনকতা, জীবিকার বাস্তুচ্যুতকরন, পেট্রো-চাষকৃত একমুখী ফসল এবং দূষিত বহুজাতিক মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে আসে। মূলধারার নারীবাদী, পাশাপাশি কিছু বাম-কর্মী, এবং সবুজ আন্দোলনকর্মীগণ প্রভাবশালী পুঁজিবাদী দৃষ্টান্তের সাথে সমন্বয় করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলেন। কিন্তু প্রায়শই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলি সহনশীলতার একটি দমনমূলক আচরণের সাথে পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি গ্রহণ করে। এটি ইতিমধ্যে ঘূর্ণায়মান অর্থনীতি, সবুজ চুক্তি এবং পৃথিবী ব্যবস্থার শাসনের সাথে দেখা যায়।

> জৈব-সভ্যতা?

বিশ্বের সামাজিক পণ্যের একটি 'ন্যায্য এবং টেকসই বন্টন'-এ ধারণাটি বেশ ভালো শোনায়, কিন্তু এটি তাপগতিবিদ্যাগত কোন অর্থ তৈরী করে না। জেসন হিকেল ঠিক যেমনটা বলেছেন যে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূরণের জন্য বৈশ্বিক অর্থনীতিকে তার বর্তমান উৎপাদন আকারের ১৭৫ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। আর এটি ইতিমধ্যে প্রতি বৎসরে পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার ৫০% অতিক্রম করেছে। জোত অর্থনীতিগুলি স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বস্তুগত সীমাকে মেনে চলে। এই জনসাধারণের প্যারাডাইম উচ্চ-প্রযুক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ভাইরাল জগতের জীবন বি-নাসী সূত্রগুলি প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি জৈব-সভ্যতার সম্ভাবনা তৈরী করেছে। 'কগিটো,' অর্থাৎ 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি অস্তিত্বশীল' এই বিচ্ছিন্ন নীতির বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকার 'উবুন্টু নীতি' অর্থাৎ 'আপনি আছেন বলেই আমি আছি' জোত যুক্তির উপর ভিত্তি করে সূচনা লাভ করেছে। বুয়েন ভিভির (buen vivir), ইকো-ভিলেজ, উপহার অর্থনীতি, কিয়োসেই (kyosei), সেন্টিপেনসার (sentipensa) হলো বিশ্বায়নের পথে বিভিন্ন বিকল্প যা এখন বিকল্প উন্নয়নের বৈশ্বিক নকশীকাঁথা মতো করে পরস্পরের সাথে সংলাপে আছে।

রাজধানীর ভৌগোলিক প্রান্তীক সমুহ ও গার্হস্থ্য থেকে পরিবেশ-সমাজতন্ত্রীরা কি তাদের বস্তুবাদকে 'পুন-প্রতিষ্ঠিত' করতে পারবে এবং 'ভিন্নকৃত' শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা, 'মেটা-ইন্ডাস্ট্রিয়াল', বিবেচনা করতে পারবে? এখানে তত্ত্বের শেষ প্রান্তে অব্যক্ত শ্রমিকরা অবস্থান করে যারা সকল শ্রেণির বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি প্রকৃতির সাথে মানুষের বিপাকীয় মিথস্ক্রিয়াকে একসাথে ধারন করে, তাঁরা পুঁজিবাদকেও সম্ভব করে তোলে। এই বৈশ্বিক শ্রেণিটির মৃতপ্রায় ইউরোপকেন্দ্রিক যুগের- বস্তুর উপর বিষয়, প্রকৃতির উপর মানবতা, নারীর উপর পুরুষের, কালোর উপর সাদার, বাস্তুশাস্ত্রের উপর অর্থনীতির–কঠোর বিমূর্ততার কোনো প্রয়োজন নেই।[১] ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
এরিয়েল সালেহ্: <arielsalleh7@gmail.com>

১। এই রচনাটি জুন ২০২১ এ প্যারিসে, "নারী, প্রতিবেশ, এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি: উত্তর থেকে দাক্ষিন" [Femmes, écologie et engagements politiques du Sud au Nord, Sorbonne], শিরোনামে দেয়া একটি বক্তৃতাকে থেকে নেয়া।

> মিয়াজাকি এনিমে:
অ্যানথ্রোপোসিনের জন্য সর্বপ্রাণবাদ

শোকো ইয়োনেয়ামা, ইউনিভার্সিটি অব অ্যাডিলেড, অস্ট্রেলিয়া

আমার প্রতিবেশী টোটোরো (১৯৮৮)।
কৃতজ্ঞতাঃ স্টুডিও ঘিবলি।

জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ মহামারি এবং অস্তিত্ববাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংকটের সাথে অ্যানথ্রোপোসিনের (প্রকৃতির উপর মানব নিয়ন্ত্রণ) সম্পর্ক এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে পুনর্মল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি সার্বজনীন সম্মতি আছে। কিন্তু আমরা খুব বেশি অগ্রসর হইনি। সম্ভবত আমাদের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অমিতাভ ঘোষ পরামর্শ দেন যে আমরা পরিকল্পনাগত সংকটে ভুগছি কারণ আমাদের অনুসরণ করার মতো সাংস্কৃতিক কাঠামোর অভাব রয়েছে যা আমাদের বিকল্প তাত্ত্বিক পথ দেখাতে সক্ষম । এটা কি সম্ভব যে সর্বপ্রাণবাদ (অ্যানিমিজম)একটি সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে?

কিন্তু সর্বপ্রাণবাদ কি আধুনিকতা থেকে অনেক দূরে থাকা শিকারি-গোষ্ঠীর মতো 'আদিম মানুষের' একটি 'সরল বিশ্বাস' নয় ? পশ্চিমা ধ্যানধারণাতে সর্বপ্রাণবাদকে এভাবেই দেখা হয়, বলা হয় এটি আসলে একটি ভুল জ্ঞানতত্ত্ব। "নতুন সর্বপ্রাণবাদ" একটি অতি সাম্প্রতিক চিন্তাধারা; এটি আরো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বপ্রাণবাদকে আধুনিক সময়ের একটি যোগ্য সমালোচক হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে নতুন সর্বপ্রাণবাদকে সার্বিকভাবে বুঝে ওঠার এবং ব্যাখ্যা করার এখনো অনেক বাকী আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সর্বপ্রাণবাদ এখনও পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগগুলোতে নমুনার মতো অবস্থানে রয়ে গেছে।

> মিয়াজাকি এনিমের বৈশ্বিক জনপ্রিয়তা:

প্রকৃতির উপর মানব নিয়ন্ত্রণের যুগে জীবনের চ্যালেঞ্জিং বাস্তবতার সাথে গভীর সংযোগকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র স্টুডিও গিবলি'র পরিচালক মিয়াজাকি হায়াও মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন। তার এনিমেতে উপস্থাপিত সর্বপ্রাণবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার ইতিবাচক সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ দর্শকদের হৃদয় ও মনকে উন্মুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। মিয়াজাকি এনিমে আমাদের কল্পনাশক্তিকে অত্যন্ত সুবোধ্য ছবি এবং সর্বপ্রাণবাদের গল্প দিয়ে অনুপ্রাণিত করে।

'আপনি ঠাট্টা করা শুরু করেছেন!' এক সহকর্মী কয়েক বছর আগে এক সম্মেলনে বলেছিলেন যখন আমি একই বিষয় তৈরি করে একটি পেপার দিয়েছিলাম। মিয়াজাকি এনিমে বাচ্চাদের জিনিস। আমার ছেলে পাঁচ বছর বয়সে টোটোরো দেখেছিল। এটা সত্য: মিয়াজাকির কাজ মূলত শিশুদের জন্য, কিন্তু তাকে চলচ্চিত্রের জন্য ধন্যবাদ দিতেই হয়, 'জাপানি শিশুরা টোটোরো গাছের আত্মা অনুভব করে যখনই তারা গাছ দেখে,' গিবলি'র প্রাক্তন সহ-পরিচালক তাকাহাতা আইসাও সেটি লক্ষ করেন। সারা বিশ্বের শিশুদের জন্যই এটি খুব ভালো হতে পারে। ডিজনি ১৯৯৬ সালে গিবলী চলচ্চিত্র বিতরণ শুরু করার পর থেকে মিয়াজাকি এনিমের প্রভাব বিশ্বব্যাপী দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, স্পিরিটেড অ্যাওয়ে ২০০৩ সালে সেরা অ্যানিমেটেড ফিচারের জন্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে এবং চলচ্চিত্রগুলি নেটফ্লিক্স এবং এইচবিডি ম্যাক্সে প্রচার করা শুরু করেছে।

> সমালোচনামূলক সর্বপ্রাণবাদ:

তাহলে মিয়াজাকি এনিমের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার সাথে অ্যানথ্রোপোসিনের সম্পর্ক কী?

মিয়াজাকি এনিমে সর্বপ্রাণবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষ করে তার স্বাক্ষর চলচ্চিত্র যেমন নাউসিকা দ্য ভ্যালি অব দ্য উইন্ড (১৯৮৪), মাই নেবার টোটোরো (১৯৮৮), প্রিন্সেস মনোনোক (১৯৯৭), স্পিরিটেড অ্যাওয়ে (২০০১) এবং পনিও (২০০৮) আমাদেরকে মানব-প্রকৃতির সম্পর্কের গভীরে নতুন করে প্রবেশের পথ দেখায়।

নতুন করে? জাপানে পরিস্থিতি ভিন্ন, যেখানে আধুনিকতার সাথে সমান্তরালভাবে সর্বপ্রাণবাদী তত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্ব আজও অব্যাহত রয়েছে। সেখানে, সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব আছে ইউনেস্কো যাকে একটি অদম্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে অভিহিত করে। উপরন্তু, আধুনিকতার নেতিবাচক দিকগুলির প্রতিক্রিয়ায় একটি নতুন ধরনের সর্বপ্রাণবাদ বিকশিত হয়েছে, এবং আমার মতে আধুনিকতার বিরুদ্ধে আত্মবাচক সমালোচনা গঠনকে এটি "আরও শক্তিশালী করেছে" (পোকেমন রূপান্তরের মতো)। এটাকে আমি "সমালোচনামূলক সর্বপ্রাণবাদ" বা "উত্তর-আধুনিক সর্বপ্রাণবাদ" বলি।

>>

কোডামা (বন আত্মা) ইন প্রিন্সেস মনোনোক (১৯৯৭)। কৃতজ্ঞতাঃ স্টুডিও ঘিবলি।

মিনামাটা রোগে আক্রান্তদের আলাপ থেকে সমালোচনামূলক সর্বপ্রাণবাদ বিবর্তিত হয়েছেঃ ১৯৫০ এর দশক থেকে মানব ইতিহাসে শিল্প দূষণের অন্যতম কুপ্রভাবের শিকার এই রোগের ভুক্তভোগীরা। চলচ্চিত্র দর্শকরা জনি ডেপের ২০২০ সালের চলচ্চিত্র মিনামাতা'র সাথে পরিচিত হতে পারে যা ইউজিন স্মিথের জীবনকে চিত্রিত করেছে–সেই ফটোগ্রাফার যিনি 'টমোকো উমুরা তার বাথ' এর আইকনিক ছবি তুলেছিলেন।

সমাজবিজ্ঞানী সুরুমি কাজুকো প্রথম আধুনিকতার সমালোচনা হিসেবে সর্বপ্রাণবাদের উপর এই তৃণমূল ডিসকোর্সটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আমি আমার বই অ্যানিমিজম ইন কনটেম্পোরারি জাপান: ভয়েসেস ফর দ্য অ্যানথোপোসিন ফ্রম পোস্ট-ফুকুশিমা জাপান -এ সুরুমির 'অ্যানিমিজম প্রজেক্ট' অন্তর্ভূক্ত করেছি; চারজন বিশিষ্ট জাপানি বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মিয়াজাকি একজন যার জীবনী আমি বইটিতে নিরীক্ষা করে দেখেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি কীভাবে এই সৃজনশীল চিন্তাবিদরা এই ধারণার নিয়ে অবতারণা করলেন যে অ্যানিমিজম বিশ্বকে বাঁচাতে পারে।

মিয়াজাকি হায়াও বলেছিলেন যে বিশ্বকে বাঁচাতে সর্বপ্রাণবাদ দরকার। তাই সর্বপ্রাণবাদের প্রচার তার জীবনের প্রকল্প। তার কাজের দার্শনিক ভিত্তি পাওয়া যায় নাউসিকা ইন দ্য ভ্যালি অব দ্য উইন্ড-এর মানগা সংস্করণে, মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে এক হাজার পৃষ্ঠার একটি মহাকাব্য, যা শেষ করতে তাঁর বারো বছর সময় লেগেছিল (১৯৮২-৯৪)।

মিয়াজাকির সমালোচনামূলক সর্বপ্রাণবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে। একটি হলো এজেন্সি দ্বারা প্রদত্ত প্রকৃতির সুন্দর চিত্র যেখানে প্রকৃতিকে জীবন-জগত এবং আধ্যাত্মিক-জগতের অ-দ্বৈত সংমিশ্রণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা প্রিন্সেস মনোনোক-এ বনের চেতনার প্রতীক কোডামা'কে নির্দেশ করে।দ্বিতীয় উপাদানটি হলো স্থান এবং স্থানীয়তার গুরুত্ব, যা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বাধীন জাপানি অ্যানিমিজমের মতাদর্শগত এবং ভাষাগত ডিসকোর্স থেকে তার অ্যানিমিজমকে আলাদা করে। অন্যান্য জায়গার সর্বপ্রাণবাদের সাথে সংযুক্ত হওয়াতে সর্বপ্রাণবাদ নিয়ে মিয়াজাকির'র অবস্থান আরিফ দিরলিক এরট্রান্সলোকাল অ্যালায়েন্সচ গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তৃতীয়টি হল দ্বৈতবাদের অস্বীকার, যেমন মানুষ/প্রকৃতি, ভাল/মন্দ, জীবন/মৃত্যু, আধ্যাত্মিক/উপাদান, দেখা/অদেখা এবং আলো/অন্ধকার, যার শক্তিশালী তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে।

মিয়াজাকি হায়াও এর সর্বপ্রাণবাদ তাত্ত্বিকভাবে মৌলবাদী কারণ এটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার প্রচলিত ব্যাখ্যাপদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করে, যার সব শ্রেণিবিন্যাস দ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন: ১) প্রকৃতির উপর মানুষ (নৃতাত্ত্বিক কেন্দ্রিকতা); ২) আধ্যাত্মিকের (ধর্মনিরপেক্ষতা) উপর যুক্তিবাদী; এবং ৩) অন্যদের উপর ইউরোপীয় ঐতিহ্য (Eurocentrism/ইউরোকেন্দ্রিকতা)। অন্য কথায়, তার সর্বপ্রাণবাদ বিদ্যমান ধারণাকে ব্যাহত করে। এটি আমাদের কল্পনাশক্তিকে একটি নতুন দিকে উদ্দীপিত করার সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করে যা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা দেয় যা শ্রেণিবিন্যাস দ্বৈততা থেকে মুক্ত। বিস্তারিত জানার জন্য থিওরি, কালচার অ্যান্ড সোসাইটি তে আমার পেপার 'মিয়াজাকি হায়াও'স অ্যানিমিজম অ্যান্ড দ্য অ্যানথ্রোপোসিন' দেখুন।

এই তাত্ত্বিক প্রভাবগুলিসহ বিশ্বব্যাপী মিয়াজাকি এনিমের জনপ্রিয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিদ্যাগত ঘটনা। মিয়াজাকি লক্ষ লক্ষ দর্শকের হৃদয়ে ও মনে সর্বপ্রাণবাদের শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরে, ঠিক যেমন টোটোরো বাচ্চাদের সাথে গাছের বীজ রোপণ করে। মিয়াজাকির কাজের ব্যাপক জনপ্রিয়তা তার সর্বপ্রাণবাদী অবস্থানের প্রতি একটি স্বজ্ঞাত আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ। এটা সম্ভব যে একটি নতুন মন্ত্রমুগ্ধ জগতে নিয়ে তার চলচ্চিত্রগুলো দর্শকদেরকে (সামাজিক বিজ্ঞানী সহ) সর্বপ্রাণবাদী জ্ঞানবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হতে প্রস্তুত করে, এমনভাবে যা ঘোষের কল্পনার সংকট দূর করে। সেই অর্থে, মিয়াজাকি হায়াও প্রকৃতির উপর মানব নিয়ন্ত্রণের 'চূড়ান্ত বিপর্যয়ের' জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের একটি 'নিখুঁত গল্প' প্রদান করে।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
শোকো ইয়োনেয়ামা: <shoko.yoneyama@adelaide.edu.au>

১। ইয়োনেয়ামা, এস. (২০১৯), অ্যানিমিজম ইন কনটেম্পোরারি জাপান: ভয়েসেস ফর দ্য অ্যানথ্রোপোসিন ফ্রম পোস্ট-ফুকুশিমা জাপান. অক্সন এবং নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ

> অ্যানথ্রোপোসিন

এবং তার অসন্তোষ সুমূহ

গাইয়া জিউলিয়ানি, সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র , কয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়, পর্তুগাল

কাবো ভার্দে।
কৃতজ্ঞতাঃ গাইয়া জিউলিয়ানি।

একটি প্রপঞ্চ, একটি ধারণা এবং প্রক্রিয়াগুলির একটি সেট হিসাবে, সম্প্রতি অ্যানথ্রোপোসিনকে রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমগ্র শিক্ষাজগতে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে। বিতর্কিতভাবে, মূলধারার আলোচনায় অ্যানথ্রোপোসিন সেই প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝায় যা পন্ডিতদের মতে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময়ে শুরু হয়ে থাকবে, অর্থাৎ যখন মানুষের হস্তক্ষেপ আমাদের পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক, জৈবিক এবং কাঠামোগত গঠন উপাদানে বড় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

> অ্যানথ্রোপোসিনের তত্ত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী মতামত

আরো অধিকতর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, অ্যানথ্রোপোসিন একটি আধুনিক সত্য। অ্যানথ্রোপোসিন এবং এ বিষয়কে কেন্দ্র করে জনসাধারণের বিতর্ক যে, কেবলমাত্র উপনিবেশিক এবং পুঁজিবাদী আধুনিকতাকে পুনর্বিবেচনা করে তা নয় বরং মানব, অ-মানব এবং নির্জীবের মধ্যে সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত ও পুনর্বিবেচনা করতে সহায়তা করে, যা উপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী আধুনিকতা থেকে বিশেষ অধিকার পেয়েছে। আর এই ধরণের প্রত্যয়গত পুনর্বিবেচনা সম্ভব হয়েছে আমাদের গ্রহের প্রেক্ষাপটে জৈব ও অজৈব নিয়ন্ত্রনকারী ক্ষমতা-কাঠামো সম্পর্কে একটি মৌলিক চিন্তা-ভাবনার ফলে।

এই সমালোচনামূলক অবস্থানগুলি অঙ্কুরিত হয়েছে পুঁজিবাদ-বিরোধী ও উপনিবেশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সংযোগস্থলে যেখানে একদিকে বৈশ্বিক বর্ণবাদবিরোধী, নারীবাদী এবং সমকামী সমালোচনা, আর অন্যদিকে জী-ববিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব এবং পদার্থবিজ্ঞান থেকে সিনেমা, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শন, কবিতা এবং অভিনয় শিল্প ইত্যাদি জ্ঞানকান্ডের জ্ঞানতত্ত্ব। তারা মূলতঃ পরিবেশগত মানবিকতা জ্ঞানকান্ডে একটি আন্তঃ-জ্ঞানকান্ডের সংলাপের মধ্যে বিকশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা থেকে এ অবস্থানে এসেছেন। প্রথমত, পরিবেশও একটি সামাজিক ঘটনা। দ্বিতীয়ত, যে কোনো জীবের উপর অ্যানথ্রোপোসিনের মারাত্মক প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য, মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য জীবিত এবং অজৈব উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা স্বীকার করতে হবে, এবং এই পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ককে রাজনৈতিক রূপ দিতে হবে।

> অ্যানথ্রোপোসিন যুগের মানুষ ও দানব

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উপরে উল্লেখিত সমালোচনামূলক প্রতিফলন থেকে উদ্ভূত। এটি 'অ্যানথ্রোপোসিন যুগের' একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা কল্পনাশক্তি, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং চর্চার- সেমিওটিকস উৎপাদনশীলতা, সেইসাথে একটি যৌথ অতীন্দ্রিয় বিষয় (মিশেল ফুকো) থেকে উদ্ভূত আইনগত, রাজনৈতিক এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত- যাকে অ্যানথ্রোপোসিনের অ্যানথ্রোপোস (আদি 'আদম') অথবা অ্যানথ্রোপোসিন যুগের 'মানুষ' হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

যেমনটি এলিজাবেথ পোভিনেলি জোর দিয়ে বলেছেন, এই অ্যানথ্রোপোস উত্তর-উপনিবেশিক এবং বি-উপনিবেশিক সমালোচনায় চিহ্নিত কার্টেশিয়ান বিষয় এবং নারীবাদী বিদ্বৎজন দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের 'উদার' মানুষ যা ইউরোকেন্দ্রিক হিংসাত্মক এবং পশ্চিমা আধুনিকতার উত্থানের সাথে জড়িত এবং বিশ্বকে নতুন রূপ দিয়েছে। এই অ্যানথ্রোপোসের সাথে যুক্ত হল বিশ্ব, ইতিহাস, ভূগোল এবং মানবতার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সেমিওটিকভাবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি মন ও শরীর, মানুষ ও অমানুষ, নারী ও পুরুষ, সাদা ও রঙ্গিন, ভাল

>>

ও খারাপ, যুক্তিসঙ্গত এবং যুক্তিহীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মান্ধ, সঠিক ও ভুল, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, উপকারী এবং প্রাণঘাতী বিভিন্ন দ্বৈত সত্তা গঠন করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবদ্যা আরোপ করেছে যা ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিকতার মধ্যযুগীয় পূর্বানুমানের শুরু থেকে পুঁজিবাদ ও তার সহিংসতাকে টিকিয়ে রাখে এবং পুনরুৎপাদন করে ।

একদিকে তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবদ্যা এবং অন্যদিকে বর্ণবাদী পুঁজিবাদ, পিতৃতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতার সাথে জড়িত তত্ত্ব এবং প্রতিফলনগুলিকে সংযুক্ত করে, আমি ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদিত দানবীকরণের ডিসকার্সিভ প্রক্রিয়া অ্যানথ্রোপোসিনের 'মানুষ' গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অন্বেষণ করি। এছাড়া, ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে হেজেমনিক 'আমরা' তৈরিতে এবং পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় সৃষ্ট মূল্য নিষ্কাশনে এই ঐতিহাসিক দানবীকরণের প্রক্রিয়া যে অবদান রেখেছে আমি সেটিও অন্বেষণ করি। এই সমীক্ষাটি দানবীকরণের প্রক্রিয়াা এবং ঔপনিবেশিক বিদ্রোহী, পলাতক ক্রীতদাস, কুইলোম্বোলা, ডাইনি, কাফের, দাঙ্গাবাজ কৃষক, ধর্মঘটকারী শিল্প শ্রমিক এবং আদিবাসী প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সহিংসতার মধ্যে সংযোগ উন্মোচন করে; এবং সময় ও স্থান জুড়ে অ্যানথ্রোপোসিনের তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবদ্যা প্রয়োগ এবং তাদের বৈধতার মধ্যে সম্পর্ক করে। এটি সম্ভব হয় নৈতিক আতঙ্কের ডিসকার্সিভ নির্মাণকে ঔপনিবেশিক সহিংসতা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ এবং ধ্বংসাতক নিষ্কাশনবাদের (extractivism) সাথে যুক্ত করে।

মনস্টারস্‌, ক্যাটাস্ট্রফিস অ্যান্ড দ্য অ্যানথ্রোপোসিন : এ পোস্টকলোনিয়াল ক্রিটিক শিরোনামে, আমার সাম্প্রতিক বইয়ে আমি দানবতা এবং বিপর্যয়ের আধুনিক ধারণাগুলির একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, গণ স্থানান্তর, এবং সন্ত্রাসের ইউরোপীয় এবং পশ্চিমা কল্পনাসমূহকে বিশ্লেষন করি। জনপ্রিয় ভিজ্যুয়াল সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, কিয়ামতের দিন, লোহমর্ষক ছায়াছবি এবং টেলিভিশন ধারাবাহিক, এবং সংবাদ মাধ্যমের পুনরুৎপাদিত ছবি– প্রতিষ্ঠিত আইকন-সমূহ অ্যানথ্রোপোসিনের তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা থেকে আধুনিক ভয়ের ধারণার বিকাশকে খুঁজতে সাহায্য করে। বইটি অ্যানথ্রোপোসিনের সহজাত সহিংসতা উন্মোচন করেই থেমে থাকে না, বরং দুইটি সম্ভবনা প্রস্তাব করেঃ একটি নারীবাদী, উন্নয়নোত্তর এবং প্রতিবেশ জ্ঞানতত্ত্ব, এবং অন্যটি একটি রাজনৈতিক প্রকল্প যা একটি নতুন রাজনৈতিক ধারণা গ্রহণ করে।

> বর্তমানের জন্য একটি নারীবাদী রাজনৈতিক প্রকল্প

মানবকেন্দ্রিক যুক্তিবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আমি পরস্পর নির্ভরশীল যত্ন, স্ব-যত্ন এবং পৃথিবীর যত্নের রাজনৈতিক প্রকল্পের পরামর্শ দেই। এক্ষেত্রে পশ্চিমা আধুনিক নারীবাদ থেকে আমি যত্নের কেন্দ্রীয়তার ধারণাটি ধার করি, যেখানে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণকে (বিষয-being) (সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক, সংস্কৃতি, যৌন এবং অর্থনৈতিক) একটি সর্বসাধারণের সম্পদ (commons), একটি সংস্থান (resources) ও মূল্যবান সামাজিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় (ন্যান্সি ফ্রেজার; স্টেফানিয়া বার্সা)। তবুও, যত্নের ধারণাটি বিচিত্র সমালোচনা এবং আদিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্রমজীবী মহিলাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠ করা হয়। সারা আহমেদ এবং অড্রে লর্ডের বক্তব্যকে অনুসরণ করে, আমি স্ব-যত্নকে ব্যক্তিগত এবং যৌথ স্বায়ত্তশাসনের জন্য একটি নারীবাদী প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করি, যা যত্নকে একীভূত করে। অন্যথায়, স্ব-যত্নের ধারণাটি পিতৃতান্ত্রিক, বর্ণবাদী, এবং পুঁজিবাদী লৈঙ্গিক ভুমিকায় মাধ্যমে তৈরি হয়, যেখানে মানব এবং অ-মানবের মধ্যে পারস্পারিক যত্মের বিষয়টি পূর্বানুমিত। মানুষের গতিশীলতা, সংখ্যালঘুদের ঔপনিবেশিক শাসন এবং পুরুষতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম, সেইসাথে

পরিবেশগত বিপর্যয় এবং পরিবেশের নয়া ঔপনিবেশিক নিরাপত্তাকরণের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে স্ব-যত্ন বলতে ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক স্বায়ত্তশাসন, আত্ম-সংরক্ষণ, এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারি, শৃঙ্খলা ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংহতিকে বোঝায়। আন্তঃনির্ভরশীল যত্ন, স্ব-যত্ন, এবং পৃথিবীর যত্ন সংক্রান্ত রাজনৈতিক প্রকল্পটি কর্তৃত্ববাদ বিরোধীতার সাথে নিষ্কাশনবাদ, শোষণ এবং দুর্বলতার বিরুদ্ধে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করে। এই প্রকল্পটি পুঁজিবাদ এবং পিতৃতান্ত্রিকতা এবং তাদের সামরিক দেয়াল ও সীমানা, শিবির ও কারাগার-তুল্য দ্বীপপুঞ্জ, নজরদারির ব্যবস্থা, অচলতা এবং জোরপূর্বক গতিশীলতা যে বর্ণবাদী শুধুমাত্র এই বোধগম্যতাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নি; বরং প্রকল্পটি অনুমান করে যে ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী পুঁজিবাদ এবং পিতৃতন্ত্র আমাদের গ্রহের সাথে আমাদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেও গড়ে উঠেছে (সেড্রিক জে. রবিনসন, রুথ গিলমোর, লরা পুডিও), যা প্রধানত মুনাফাকেন্দ্রিক।

উপনিবেশ বিরোধী এই ধরনের একটি রাজনৈতিক প্রকল্পের ভিত্তিগুলি অপরিহার্যভাবে নিষ্কাশন বিরোধী; এবং পৃথিবীর সমস্ত মানব, অ-মানব এবং জড় উপাদানগুলির আন্তঃনির্ভরতার উপর ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

রাজনৈতিক প্রকল্পের এই ধারণাটি পৃথিবীর যত্নের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে, যা গ্রহের সমস্ত উপাদানের মধ্যে একটি পুঁজিবাদ-বিরোধী সম্পর্কের কথাই জানান দেয়। আদিবাসী বহুবিশ্ব ধারণা, কুর্দি জিনোলোজির (লরহ-বড়ষড়লন্ক) মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের জ্ঞানতত্ত্ব এবং ডোনা হারাওয়ে, স্টেসি অ্যালাইমো এবং কারেন বারাদের মতো পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ও তত্ত্বকে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এই প্রকল্পটি যত্নের ধারণাকে মানব থেকে অ-মানব জীবন পর্যন্ত প্রসারিত করে। শুধুমাত্র যত্ন, স্ব-যত্ন এবং পৃথিবীর যত্ন-এই যত্ন ত্রয়ীর মাধ্যমেই মানব এবং অ-মানব জীবন এবং জড়ের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাজনৈতিক মূল্যমানে পরিণত হয়।

বৈশ্বিক দক্ষিণের বসবাসরত জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়, বৈশ্বিক উত্তরের অনেক প্রান্তিক বাসিন্দা, এবং পৃথিবীজুড়ে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন এই মূলনীতি সমূহকে অঙ্গীভুত করে। শুধুমাত্র একটি র‍্যাডিকেল প্লানেটরি রাজনৈতিক প্রকল্প যত্ন ত্রয়ীর বিকল্প দেখাতে পারে যা মারাত্মক এবং দানবীয় অ্যানথ্রোপোসিনিক যুক্তিবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যাকে স্বীকার করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াগুলির পরিস্থিতিগত এবং অত্যাবশ্যকীয় বহুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
গাইয়া জিউলিয়ানি: <gaiagiuliani@ces.uc.pt>

> সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রার ধরন ও পুঁজিবাদী আধিপত্য

উলরিখ ব্র্যান্ড, ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া ও মার্কাস উইসেন, বার্লিন স্কুল অব ইকোনমিক্স এন্ড ল, জার্মানি

অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরন হলো, বৈশ্বিক উত্তরে অ্যাভোকাদোসের উচ্চ ব্যবহারের ফলে বৈশ্বিক দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য জল প্রত্যাহার করে। এই ছবিটি দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন উচ্চ ঘনত্বের রোপণের একটি ছবি
কৃতজ্ঞতাঃ এড্রিয়ান ২০১৩ / ক্রিয়েটিভ কমন্স।

সমালোচনামূলক ও সামাজিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় পুঁজিবাদী সমাজের স্থিতিশীলতা, পরিবর্তন এবং সংকটগুলিকে বাস্তবসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। যদিও মূলধারার সামাজিক বিজ্ঞানগুলো সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ না দেখে সাধারণত সমস্যাগুলোর (সমাধানের জন্য) কথা বলে থাকে, সমালোচনামূলক তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশ্লেষণগুলির সূচনা বিন্দু হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলোর অন্তর্নিহিত স্ববিরোধীতা ও দ্বান্দ্বিকতা। আমাদের সময়ের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তীব্রতর হতে থাকা পরিবেশগত সংকট ও বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের সাথে তার সম্পর্ক, 'সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রার ধরন' এই চ্যালেঞ্জকে গুরুত্বারোপ করে এবং এর আলোকে কিছু ঐতিহাসিক এবং বর্তমান অসঙ্গতিগুলো নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করে।

প্রারম্ভিক শিল্পায়িত পুঁজিবাদী সমাজে সর্বোপরি প্রাধান্য বিস্তারকারী উৎপাদন এবং ভোগের গভীরভাবে প্রোথিত ধরনগুলি বৈশ্বিকমাত্রায় প্রকৃতি এবং শ্রমশক্তিতে অসম প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটি বাস্তুতন্ত্রের (ecosystems) ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, পতিবেশে অতিরিক্ত ব্যবহার, এবং অনেক দেশে উচ্চ বেকারত্ব এবং শ্রমের একটি অসম বিভাজন সৃষ্টি করে যা অনিশ্চিত শ্রমিক, মহিলা এবং (অনথিভুক্ত) অভিবাসীদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়।

উন্নত পুঁজিবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটির জন্য প্রয়োজন একটি স্বল্পোন্নত অথবা অপুঁজিবাদী ভৌগোলিক ও সামাজিক বহিঃস্থ পরিবেশ – যা থেকে এটি কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যগুলো লাভ করে, যার উপর এটি সামাজিক ও পরিবেশগত বোঝাগুলো চাপিয়ে দিতে পারে, এবং যেখানে এটি পরিশোধিত শ্রম ও অপরিশোধিত যত্নভিত্তিক সেবাগুলো গ্রাস করে থাকে। এটি একচেটিয়া এবং বহিষ্কারমূলক, এবং একটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। একই সাথে, এই ব্যবস্থাটিকে উৎপাদন ও ভোগের অগণিত ও কাঠামোগত কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাভাবীকরনের করা হয়, যা এর হিংসাত্মক চরিত্রটিকে উপকারভোগীদের কাছে অদৃশ্য করে ।

> সুক্ষ আধিপত্যবাদ

জীবাশ্ম-শিল্পপতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও জীবনযাত্রা যা সামাজিক ও পতিবেশগতভাবে সমস্যাযুক্ত কিন্তু আকর্ষণীয় তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, যেটা আন্তোনিও গ্রামসি-র ভাষায় বুর্জোয়া হেজমনি (সুক্ষ আধিপত্যবাদ)। এটি কর্মসংস্থান এবং মুনাফা এবং বৈষয়িক সম্পদ তৈরী করে (বৈশ্বিক উত্তরের অনেকের জন্য এবং বৈশ্বিক দক্ষিনের কতিপয়ের জন্য)। এটিকে প্রভাবশালী তত্ত্বসমূহে ('প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা') এবং বিষয়ভিত্তিকতা ('আরো বেশি লাভ করা,' 'দ্রব্য-সামগ্রী আরও সস্তায় পাওয়া') অন্তর্লিখিত করা হয়েছে –যা ক্রমবর্ধমানভাবে ডিজিটালাইজেশন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যেকোন ক্ষেত্রেই শ্রম ও প্রকৃতিকে শোষণ করা হলো মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক সমঝোতার একটি শর্ত। এটি শ্রেণীভিত্তিক, পিতৃতান্ত্রিক, এবং বর্ণবিদ্বেষময় বৈশ্বিক উত্তরের সমাজসমূহে সংঘটিত হয় যেখানে সামাজিক ও ভোগোলিক বৈষম্য উল্লোখযোগ্যভাবে বিরাজ করে এবং তা সাম্প্রতিক

>>

দশকগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক উত্তরের দৈনন্দিন জীবনের অবকাঠামোগত বিষয়গুলো যেমন খাদ্য, পরিবহন, বিদ্যুৎ, তাপ, অথবা টেলিযোগাযোগ অনেকাংশে নির্ভর করে অন্যকোন স্থান থেকে আসা বস্তুগত প্রবাহের উপর, শ্রমিকদের উপর যারা সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলো আহরণ করে থাকে, এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশগত বেসিনের উপর যেগুলো অবকাঠামো ব্যবস্থার পরিচালনার মাধ্যমে উৎপন্ন (কার্বন) নির্গমনকে শোষণ করে। বৈশ্বিক উত্তরের শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয় শুধু এজন্য নয় যে তারা এগুলোকে একটি সুন্দর জীবনের উপকরণ হিসেবে মনে করে থাকে, বরং একারণেও যে তারা এগুলোর উপর র্নিভর করে। অনেক ক্ষেত্রে, শ্রমিকেরা যখন কোথাও সস্তায় খাদ্য ক্রয় করে (ফিলিপ ম্যাকমাইকেল), অথবা তারা গাড়ি চালায়, অথবা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে তাদের ঘর আলোকিত করে, এগুলো তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে না। বরং তাদেরকে এসব করতে হয় তাদের পরিবারের ভরণপোষন করার জন্য, কাজ পাওয়ার জন্য, অথবা যেহেতু অনেক দেশে বিদুৎ ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য বিকল্পগুলোর অনুপস্থিতির জন্য নবায়নযোগ্য বিদুৎ শক্তি উচ্চমূল্যে প্রদান করা হয়। সুতরাং, শ্রমিকেরা জীবনযাপনে বাধ্য হয় সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রা ধরনে, কেননা বৈশ্বিক উত্তরে জীবনরক্ষাকারী টেকসই বিভিন্ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রা ধরন বস্তুগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

> উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কসমুহ

সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রা ধরন বৈশ্বিক পর্যায়ে শ্রেণী বিন্যাসকে বোঝায়। উপনিবেশবাদের সূচনা থেকে বৈশ্বিক উত্তরের পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর অর্থনীতির চাহিদার ভিত্তিতে বৈশ্বিক দক্ষিনে অর্থনীতির কাজ ও জীবনযাত্রার অবস্থা গড়ে উঠেছে--যা তাদের সম্পদ আহরণ, শিল্পভিত্তি অথবা পরিষেবাগত উৎপাদনের প্রধান ধরনগুলোকে প্রতিফলিত করে। এই চাহিদাগুলো অভ্যন্তরীণ শ্রেণী, লিঙ্গীয়, যৌনতা, এবং জাতি ভিত্তিক সম্পর্কগুলোর, একচেটিয়া না হলেও, অপরিহার্য নির্ধারক।

সুতরাং, 'সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রা ধরন' প্রত্যয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে নব্য-ঔপনিবেশিক উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে, শ্রেণী ও লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে, এবং উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে বর্ণ-বৈষম্যভিত্তিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে আধিপত্য, ক্ষমতা, এবং সহিংসতাকে স্বাভাবিক করে তোলা হয় তা তুলে ধরা ও ব্যাখ্যা করা; যেন, এসম্পর্কগুলো আর এভাবে বোধগম্য না হয়। অনেক নারী, বিশেষকরে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের শিকার নারীদের কে শ্রমবিভাজনের নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হয়, এবং তাদের শ্রম ও তাদের শরীরকেও আরও বেশি শোষণ করা হয়। এমনকি, অনেক সময়, দারিদ্রের নারীকরণ (feminization of poverty) করার প্রবণতা দেখা যায়। কেবলমাত্র জীবনযাপনের এই ধরনটির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, এটি ভৌগোলিকভাবে অনেক 'আংশিক প্রান্তিক' পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিস্তৃত হয়েছে ।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ও এর ঐতিহাসিক গঠনে উৎপাদনশীল ও ধ্বংসাত্মক উভয় ধরনেরই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি অসম উন্নয়ন এবং পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, সংকট প্রবণতা, এবং জীবনযাত্রার সাম্রাজ্যবাদী ধরনের স্থিতিশীল দিকগুলো দ্বারা প্রভাবিত; অর্থাৎ, এটির সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধিকারী দিকগুলো, একই সময়ে, সংকট মোকাবেলার অংশ।

এই স্ববিরোধীতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো গাড়ির দহন যন্ত্রকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করার বর্তমান বৃহদ প্রচেষ্টা। এই কৌশলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং বৈজ্ঞানিক সমর্থকগণ বলে থাকেন যে এটি জলবায়ু সংকটকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করবে (পরিবহন খাত এখনও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের একটি প্রধান অবদানকারী)। প্রকৃতপক্ষে, বৈদ্যুতিক গাড়িগুলি যন্ত্রচালিত গাড়ি দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক-পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে খুব কমই অবদান রাখে। কাঁচামাল নির্ভরতা নিছক জীবাশ্ম থেকে ধাতব সম্পদে স্থানান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক গাড়ির বৃদ্ধির ফলে প্রধানত বৈশ্বিক দক্ষিনের খনির এলাকাগুলোতে বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, এবং বাইক, পথচারী, এবং গণপরিবহনের পরিবর্তে শহর ও গ্রামের রাস্তায় গাড়ির আধিপত্য বিরাজ করবে।

সবুজ অর্থনীতির একটি অনন্য প্রতীক হলো বৈদ্যুতিক গাড়ি; যা কিনা বিনিয়োগ, চাকরি এবং পরিবেশগত সংকট প্রশমনে উচ্চ লাভের অঙ্গীকার করে। ফলে, এটি পতিবেশগত আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে 'করিডোর' হিসাবে বিদ্যমান থাকে যা উৎপাদন ও জীবনযাপনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করেনা। একটি সবুজ পুঁজিবাদী কাঠামো যার মধ্যে সবুজ অর্থনীতির কৌশলগুলো, যেমন ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক-পরিবেশগত যে অসঙ্গতিগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এটি এরকম করে বিশেষ স্থানের প্রেক্ষিতে এবং সীমিত সময়ের জন্য--যা কি-না সামাজিক ও পরিবেশগত খরচ তৈরী করতে থাকে এবং আবার অনেক ক্ষেত্রে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক ও পরিবেশগত খরচ হিসাবে বিবেচিত হয় না।

> আলোচনার জন্য একটি হিউরিস্টিক (অনুসন্ধানবিদ্যা)

'সাম্রাজ্যবাদী জীবনযাত্রার ধরন' এর অনুসন্ধানবিদ্যা শুধুমাত্র বৈশ্বিক উত্তর নয়, বরং বৈশ্বিক দক্ষিণের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ল্যাটিন আমেরিকান সমালোচনামূলক চিন্তাধারার ধরনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ হলোঃ 'নির্ভরশীলতা তত্ত্ব' অথবা 'রাজনৈতিক পতিবেশবিদ্যা' বিষয়ে অবদান যা অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান, এবং প্রত্যয়গতভাবে, 'কাঠামোগত বিচিত্রতা', সামরিকতন্ত্র ('কডিলিজমো' caudillismo), 'ক্ষমতার উপনিবেশিকতা' (পেরুভিয়ান সমাজবিজ্ঞানী এনিবল কুইজানো ভাষায়), অথবা 'জ্ঞানের উপনিবেশিকতা' (এডগার্ডো ল্যান্ডার দ্বারা প্রস্তাবিত) ।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সমুহের মধ্যে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া এবং এগুলোকে প্রায়োগিক গবেষণায় আরও ব্যবহার করার মাধ্যমে 'জীবনযাত্রার সাম্রাজ্যবাদী ধরন' এর ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতিগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে। এমনকি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি বিভিন্ন বিকল্পগুলো নির্ণয় করতে সাহায্য করবে, যেগুলো উদ্ভুত হয় যখন ব্যাতিক্রম ঘটে এবং অনুমিত স্বাভাবিক অবস্থাকে আর স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়না। আর এইভাবে, একটি সংহতিপূর্ণ জীবনযাপনের ধরনের সম্ভাব্যতা ও কাঠামোগুলো আবিষ্কার করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
উলরিখ ব্র্যান্ডঃ <ulrich.brand@univie.ac.at>
মার্কাস উইসেনঃ <markus.wissen@hwr-berlin.de>

১। ব্র্যান্ড, ইউ. এবং উইসেন এম. (২০২১), দ্য ইম্পেরিয়াল মোড অব লিভিংঃ এভ্রিডে লাইফ এন্ড ইকোলোজিকাল ক্রাইসিস অব ক্যাপিটেলিজম, লন্ডনঃ ভার্সো

> বিচার-বিবেচনাহীন অ্যানথ্রোপোসিনঃ

ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে মানুষ ও প্রকৃতি

জেসন ডব্লিউ. মুর, বিংহামটন ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

পিটার বরুগেল দ্য এল্ডারের বিগ ফিশ ইটিং স্মল ফিশ এর রাস্তায় চিত্রন।
কৃতজ্ঞতাঃ সিসিলি ব্যাং।

নতুন সহস্রাব্দের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবেশবাদী ধারণা অ্যানথ্রোপোসিন। এটা কি আবার গুরুতর বিপদের কারণও হয়ে উঠতে পারে কি না?

অ্যানথ্রোপোসিন? মানুষের যুগ? এই শব্দগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। জলবায়ু সংকটের নির্মম বাস্তবতাকে একটি আবশ্যক সাংঘর্ষিক বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়। এটি একটি ধ্বংসের গল্প। মানুষ 'প্রকৃতির মহান শক্তিকে অতিক্রম করেছে'। ভু-বিজ্ঞানীদের কাছে, প্রকৃতি ও মানুষ হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে অরাজনৈতিক। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা ভূতাত্ত্বিক অ্যানথ্রোপোসিনের মতো এমন একটি 'গোল্ডেন স্পাইক' খুঁজতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যা মানুষের কর্মকান্ডের ইতিহাসকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁরা আধুনিকতার বিতর্কিত ইতিহাসকে প্রযুক্তি-জনতাত্ত্বিক (techno-demographic) বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করলেন। এভাবেই জনপ্রিয় অ্যানথ্রোপোসিনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো। এর দুটি ভিত্তি হচ্ছে ওয়াট্স-এর স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার (১৭৮৪) ও 'মানবজাতির দ্রুত বিস্তার'। অতীত ইতিহাস খারাপ হলে বুঝতে হবে মানুষের চিন্তাধারা ছিল আরো জঘন্য। মানুষ ও প্রকৃতির জন্য তা নিরীহ নয়। এটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া আধিপত্যের দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত ব্যবস্থা। অভুতপূর্ব সামাজিক সংস্কারবাদের মধ্যে থমাস ম্যালথাসের প্রতিবিপ্লবী ধারণার আবির্ভাব ঘটে ১৭৯৮ সালে। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা যখন যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয় তখন পল আর. এয়ারলিচ-এর দ্য পপুলেশন বোম্ব (১৯৬৮) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। উভয় মুহূর্তেই আজকের অ্যানথ্রোপোসিনের মতো প্রকৃতিবাদের দীক্ষায় পৃথিবীর মৌলিক সামাজিক-পরিবেশগত বিভাজন দূর করা হয়। এটি কী বার্তা দেয়? এটি এই বার্তাই দেয় যে, পর্দার আড়ালে যে মানুষগুলো থাকে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। এর জন্য আমরা যা সবচেয়ে ভালো আশা করতে পারি তা হচ্ছে 'প্রাকৃতিক নিয়মের' কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

> মানুষ ও প্রকৃতি, বুর্জোয়া প্রকৃতিবাদ থেকে 'আর কোনো বিকল্প নেই'

তুমি যদি কখনও অনুভব করো যে, ধনতন্ত্রের বিনাশের তুলনায় পৃথিবীর বিনাশের কথা ভাবা সহজ, তাহলে এটাই ঐ 'কেন' এর উত্তর। অধিক নৈতিক ও গণতান্ত্রিক পৃথিবীর জন্য যে সংগ্রামের ইতিহাস, সেটিকে বুর্জোয়া প্রকৃতিবাদ ধ্বংস করছে। এই আলোকে, জনপ্রিয় অ্যানথ্রোপোসিন হচ্ছে নিরাশার একটি বাস্তব্যবিদ্যা। এটা হচ্ছে পরিবেশবিদদের নব্যউদারনীতিবাদী মতবাদের একটি বহিঃপ্রকাশ যে আর কোনো বিকল্প নেই। একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র গ্রহ ব্যবস্থাপনার অবশ্যম্ভাবিতা মানতে পারে (এবং যদিও তা অবাস্তব মনে হয়)। একজন পরিবেশবাদী কাল্পনীকের কাছে মানুষ ও প্রকৃতি হচ্ছে সত্যিকারের আফিম যে সবসময় আমাদেরকে বলতে চায়, সময়ের শেষ এখানেই এবং কখনো কম ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার নাম নিতে চায় না। ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে, এটা অকপট কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অব্যবহার্য লেখালেখিকে সক্ষম করে-যা পৃথিবীর পেশাগত ও ব্যবস্থাপনাগত স্তরের অংশ হিসেবে বিবেচিত। এই সময়ের মধ্যে, এক শতাংশ মানুষ হঠকারিতা করে আমাদেরকে পৃথিবীতে খারাপ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তাহলে, মানুষ ও প্রকৃতি কদাচিৎ নির্দোষ। ধনতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগসন্দিক্ষণে, ১৫৫০ সালে এই শব্দগুলো (এবং তাদের সমজাতীয়, যেমন সমাজ) সমসাময়িক ইংরেজি ভাষায় অর্থের পূর্ণতা লাভ করে। এটা ছিল জলবায়ু সংকট, প্রবল সর্বহারাকরণ ও প্রবর্তন বিপ্লবের একটি অধ্যায়। এইরকম বিশৃঙ্খল সময়ে, মানুষ ও প্রকৃতি বিমূর্ত শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যা অন্তহীন সঞ্চয়ের জন্য মানুষকে ও জীবন জাল পুনর্গঠনের বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেয়। সভ্যতার প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এই বিমূর্ত ধারণাগুলো প্রকৃতির উপর মানুষের বৈষম্যের তত্ত্ব প্রকাশ করে–যা সানন্দে আধুনিক বর্ণবাদ ও যৌন বৈষম্যবাদ সৃষ্টি করে, বুর্জোয়া প্রকৃতিবাদ এবং পৃথিবীর ঐতিহাসিক

>>

শক্তি এই সবকিছুকে একত্রে চালিত করে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। এটা ছিল ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রনের ঊষালগ্ন, একটি ভূ-ঐতিহাসিক কাল, যা আধিপত্য, শোষণ ও পরিবেশ তৈরির নতুন কৌশলগুলোকে একত্রিত করে।

ক্ষমতা, মুনাফা লাভ ও জীবনের একটি বিশ্ব-বাস্তুতন্ত্র হিসেবে ধনতন্ত্রের উদ্ভব অর্থনীতিকে ভালোভাবে অতিক্রম করতে গেছে। নিয়ন্ত্রণবাদী ধনতন্ত্র জীবনের পরিমন্ডলে শ্রেণি শোষণ ও উদ্বৃত্ত সংগ্রহের নতুন ধরণগুলোকে এক-ত্রিত করেছিল। ১৪৯২ সালের পরে একটি ধনতান্ত্রিক নিরঙ্কুশ আধিপত্য সৃষ্টি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি জীব-ভৌগলিক ঐতিহাসিক অধ্যায়। ১৬১০ এর অরবিস স্পাইক--মাসলিন ও লুইস যাকে অ্যানথ্রোপোসিনের ভূতাত্ত্বিক উদ্ভব বলে উল্লেখ করেছেন-যখন কার্বন নিঃসরণ, গণহত্যার সরাসরি প্রভাব, এবং প্রকৃতিকে দাসে পরিণত করা ও অগভীর প্রাকৃতিক কৌশল "সোনালী অধ্যায়" এ পরিণত হয়েছিল।

> প্রমিথিয়ানবাদঃ ঐতিহাসিক ধনতন্ত্রের ভূ-সাংস্কৃতিক যুক্তি

ঐ উপায়গুলো পুঁজি সংগ্রহের অবিচ্ছেদ্য যুক্তি। প্রমিথিয়ানবাদঃ ভূ-সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের একটি অভিনব পদ্ধতি, এর মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করা হয়। যেভাবে ঈশ্বর মানুষের সাথে থাকে, ঠিক একইরকমভাবে এখানে মানুষ, যাদের মানব জাতি নিয়ে কিছুই করার নেই, তাদের সাথে থাকে প্রকৃতি। ষোড়শ শতাব্দীর স্প্যানিশরা ভাবতে পারে আদিবাসীদের ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ভালো খ্রিস্টানদের কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা। প্রমিথিয়ানবাদে প্রতিটি বিখ্যাত সাম্রাজ্যের একটি সজীব নীতি ছিল, যার পুরোহিত ও সৈনিক, বণিক ও উপনিবেশ স্থাপনকারীরা খুব তাড়াতাড়ি ঔপনিবেশিক মানুষকে বর্বর, অযৌক্তিক এবং সর্বোপরি সভ্যতার জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে 'আবিষ্কার করল'। এই ধরনের মানুষেরা, যেমন–আদি, আফ্রিকান, সেলটিক, স্লাভিক এবং অগনিত অন্যান্য মানুষ, যারা প্রাকৃতিকভাবেই গঠিত হয়েছিল, তারা তত ভালো সভ্য হতে পারে। সাম্রাজ্য একটি 'সভ্যতা তৈরির বিদ্যালয়ে' পরিণত হলো। প্রতিটি সামাজ্য বর্বরদের জন্য সভ্যতা এবং পরবর্তীতে 'উ-ন্নয়ন' বয়ে আনল।

জলবায়ু সংকট ও অ্যানথ্রোপোসিন নিয়ে এটা কী করতে পারে? সবকিছুই করতে পারে। প্রকৃতিকে বুর্জোয়ারা কখনো গুরুত্ব দিতে চায় নি। 'সহজলভ্যতা' ছিল এর আধিপত্য বিস্তার ও সঞ্চয় বৃদ্ধির একটি উপায় যা ভূ-সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়নের অভাবিত শক্তিকে একটি বীরোচিত 'অর্থনৈতিক' মুহূর্তের সাথে সংযুক্ত করে। এটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিকল্প চাবিকাঠি।

আমরা তাহলে আইপিসিসি এর সাম্প্রতিক বিবৃতি: "এটা স্পষ্ট যে মানুষের প্রতিপত্তি বায়ুমন্ডল, মহাসমুদ্র ও জমিকে বিপদাপন্ন করছে"–এর উপর সূক্ষ্মদর্শী আলোকপাত করা থেকে বিরত থাকতে পারি। এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য এবং অসংগতভাবে আংশিক। "মানুষের প্রতিপত্তির" জন্যে হচ্ছে আদর্শিকভাবে সবচেয়ে অভিযুক্ত কল্পনাতীত বিষয়। সম্পদ ও ক্ষমতার একটি প্রচন্ড অসম বিভাজিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্বের সমমাত্রিক বন্টন নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলি।

মানব সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য যারা শোষণ, সহিংসতা ও দরিদ্রতার শিকার, তাদেরকে দায়ী করা হয়। এটি কি একটি প্রায় নির্ভুল বিকল্প? আমাদের সময় হচ্ছে ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট জলবায়ু সংকটের একটি অধ্যায়: ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়েছে পুঁজির মাধ্যমে, 'মানুষের প্রভাব'-এ নয়। ১৮৫৪ সাল থেকে, নব্বইটি কর্পোরেশন বাতাসে সর্বমোট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দুই-তৃতীয়াংশ নির্গত করেছে। বর্তমানে, পঞ্চাশ শতাংশ গরিব মানুষের চেয়ে এক শতাংশ ধনী দ্বিগুণ পরিমান গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত করে ।

> ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জলবায়ুর পরিবর্তনঃ নিশ্চুপ মৃত্যুর দিকে ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

আজকের জলবায়ু রাজনীতিকে বুঝতে হলে শ্রেণি রাজনীতিকে পুনরায় ভাবতে হবে যা ১৪৯২ সাল থেকে প্রমিথিয়ানবাদের মতবাদে উন্মোচিত হয়েছে। ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত তাত্ত্বিক ধারা আধিপত্য, সঞ্চয় ও পরিবেশ তৈরিকে একবিংশ শতাব্দীর জলবায়ু সংকটের মূল বলে চিহ্নিত করছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি জীবনের জালে ভূ-রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ভূ-সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে, যা এক ধরনের ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ত্রয়ী ধারণা তৈরি করেঃ জলবায়ু শ্রেণি বিভাজন, জলবায়ু বর্ণ বৈষম্য, জলবায়ু পিতৃতন্ত্র। বুদ্ধিভিত্তিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আধিপত্য, সঞ্চয় এবং পৃথিবীর ঐতিহাসিক জীবন জালকে একত্রে কাজে লাগানো। বিগ গ্রিনের অস্থিতিশীল ব্যবস্থাপনাবাদের প্রতিবাদে, আমরা শ্রমিক-শ্রেণির রাজনীতির একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারি যা জীবন জালকে এমন বিষয় হিসেবে দেখে না, যা (কিছু) মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বরং এটিকে মুক্তি এবং সঠিক টেকসইযোগ্য অবস্থার জন্য পৃথিবীব্যাপী চলমান সংগ্রামের সহযোদ্ধা হিসেবে দেখা হয়।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জেসন ডব্লিউ. মুরঃ <jwmoore@binghamton.edu>

> মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানঃ

ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গি

মুনির সাইদানি, তিউনিস আলমানার বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিসিয়া, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর আরব বিশ্বের আঞ্চলিক সম্পাদক এবং আইএসএ নির্বাহী পর্ষদের সদস্য (২০১৮-২০২২)

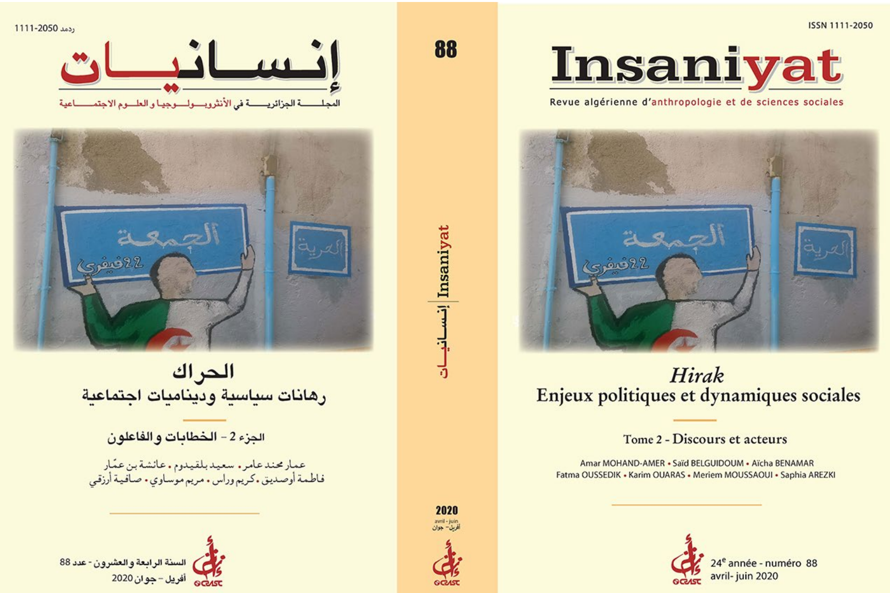

ইনসানিয়াত (মানবতা), আলজেরিয়া ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (সিআরএএসসি) এর জার্নাল।

গ্লোবাল ডায়ালগের মাধ্যমে মাগরেবিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগটি মাগরেবিয়ান অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানের মতো একটি প্রচ্ছন্ন সমাজবিজ্ঞানের উপর আলোকপাত করার একটি দুর্দান্ত উপলক্ষ। সত্য কথা বলতে, "দেশীয়" সমাজবিজ্ঞানীরা ও বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাদের অভিবাসী সহকর্মীরা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হওয়ার জন্য খুব সামান্য চেষ্টা করেছেন। এটি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য, যদিও ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য পরিস্থিতি ভিন্ন। আমি গত এক দশকেরও বেশি সময় গ্লোবাল ডায়ালগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। মাগরেব অঞ্চলে বসবাসরত সমাজবিজ্ঞানীদের নানা সুবিধা আদায় করার জন্য গ্লোবাল ডায়ালগ একটি দুর্লভ সুযোগ। যখন গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকবৃন্দ উত্তর-আফ্রিকান/মাগরেবিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের তাঁদেরকে জানা ও জানানোর জন্য প্রস্তার করেন, তখন আরব বিশ্বের সম্পাদকীয় দল এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের (আলজেরিয়া, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসিয়া) সমাজবিজ্ঞানীদেরকেও অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমরা তিনটির বেশি নিবন্ধ পাইনি।

প্রথম গবেষণা নিবন্ধটি লিবিয়ায় সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছে। লিবিয়ার সমাজবিজ্ঞানী মোহাম্মদ এলতোবুলির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে লিবিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা, প্রথম সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা এবং পরবর্তীতে দেশটিতে বিভাগটির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে, আলজেরিয়ার ইতিহ-াসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী হাসান রেমাউন ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে আলজেরিয়ায় উত্তর-ঔপনিবেশিক মোড়কে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর আলজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তৃতীয় ও শেষ প্রবন্ধে আমি তিউনিসিয়ার সমাজবিজ্ঞানীদের কাজের মূল্যায়ন করেছি, যারা তাদের দেশের মধ্যে তিনগুণ সংকটের মুখোমুখি হয়। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানকে একত্রীত করে বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তিউ-নিসিয়ার সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনার পথ তৈরি করা।

তিনটি প্রবন্ধই মাগরেব অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানের অর্জন ও দুর্বলতাকে তুলে ধরেছে। মাগরেবিয়ান সমাজবিজ্ঞানের মোটামুটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যার কিছুদিক ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় নিবন্ধগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমনঃ দৃষ্টান্তমূলক পরিচয়/উৎপাদিত জ্ঞানের পরিচয়; স্থানীয়/আঞ্চলিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কাঠামো; আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক দল ও ধারাতে তাদের অবস্থান। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংকলনের উদ্দেশ্য হলো জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সংলাপমূলক প্রতিক্রিয়ার পথ শুরু করা।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মুনির সাইদানি: <mounir.saidani@issht.utm.tn>

> লিবিয়াতে সমাজবিজ্ঞান

মোহাম্মদ এলতোবালি, বেনগাজি বিশ্ববিদ্যালয়, লিবিয়া ও বেনগাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি

লিবিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো।

১৯৫৫ সালে বেনগাজি শহরে লিবিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে লিবিয়ায় সমাজবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। আরবি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান এর মতো প্রধান পাঁচটি বিষয় নিয়ে কলা ও শিক্ষা অনুষদ গঠিত হয়। সর্বমোট ৩৩ জন ছাত্র নিয়ে অনুষদটির যাত্রা শুরু হয় যার মধ্যে ১৩ জনই ছিল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ১৯৫৯-১৯৬০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ব্যাচে ৯ জন ছাত্র সর্বপ্রথম স্নাতক সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে দার্শনিক ও সামাজিক বিদ্যা করা হয়। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে বিভাগটি পৃথক হয়ে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ হয়ে যায়। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপোলিতে শিক্ষা অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে সেখানে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়।

> পরবর্তী বিকাশ

১৯৫৯ সালে লিবিয়ায় তেল আবিষ্কারের পরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এর ফলে লিবিয়া সরকার সাধারণ শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বহু স্নাতক ডিগ্রী ধারী ছাত্রদেরকে তাদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে পাঠানো হয়।

লিবিয়ায় উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের পাঠদান করানোর জন্য অধিক সংখ্যক শিক্ষক এর প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হওয়ায় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়ায় অনেক বেশি সংখ্যক স্নাতক শিক্ষার্থীদেরকে বিদেশে পাঠানো হয়। তাদের স্নাতক সম্পন্ন হওয়ার পরেই তারা শ্রেনিকক্ষে পাঠদান শুরু করেন এবং লিবিয়াতে ঐ সময়ে যে সকল বিদেশী শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন তাদের সকলকে সহায়তা প্রদান করা শুরু করেন। ২০০২-০৩ সাল নাগাদ লিবিয়ার সমাজবিজ্ঞান বিভাগগুলোতে ২৭ জনেরও বেশি শিক্ষক ছিলেন। এই বিভাগগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম যেমন; সামাজিক তত্ত্ব, গবেষণা পদ্ধতি, সামাজিক পরিসংখ্যান এবং তথ্য বিশ্লেষণকে মূল পাঠ্যক্রম হিসেবে পাঠদান করাতো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল সামাজিক পরিবর্তন, আধুনিকীকরণ, জনবিদ্যা, শিল্পের সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা/বিষয় ইত্যাদি।

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হওয়া বিভাগগুলো থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক সম্পন্ন করে। এতো বিপুল সংখ্যক স্নাতক শিক্ষার্থী এবং স্নাতক পর্যায়ে পাঠদানের জন্য যোগ্য সদস্যদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, দেশের অভ্যন্তরে স্নাতক শিক্ষার উপর মনোনিবেশ করে। লিবিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলো, মূলত; আমেরিকার মধ্যে যে বাহ্যিক সংঘাত চলছিল সেটির ফলে এরকম হয়েছিল। লিবিয়ার প্রধান দুটি বিশ্ববিদ্যালয়; বেনগাজি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রোগ্রামগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময়ে বেশিরভাগ বিভাগই সমাজবিজ্ঞানে কমপক্ষে একটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে লিবিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৮৮ সালে ত্রিপোলিতে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নের জন্য লিবিয়ান একাডেমি ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা। বেনগাজি, মিসুরাটা, দারনা এবং এজদাবিয়াতে এর শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। এই একাডেমিটি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন; বিজ্ঞান, প্রকৌশল, আইন, ভাষা ও সাহিত্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান এ স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বেশিরভাগ স্নাতক প্রোগ্রামগুলো মূলত লিবিয়ান সমাজের জন্য উদ্বেগের বিষয়াবলি যেমন, আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন এর উপর জোর দিয়েছিল। বর্তমানে বিশ্বায়ন, (উত্তর) আধুনিকীকরণ, দারিদ্র্য, আন্তর্জাতিক সংঘাত, মহামারী ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

> প্রতিবন্ধকতাসমূহ

এভাবেই লিবিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও লিবিয়ান একাডেমী ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ-এর মধ্যে সমাজবিজ্ঞান জন্ম নেয় এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ন একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হয়। একই সময়ে, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় প্রোগ্রামের জন্য যোগ্য লোকের অপ্রতুলতাসহ লিবিয়ার সমাজবিজ্ঞানকে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে অধিকাংশ শিক্ষক অন্য জায়গায় বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশসমুহের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগদানের আগে কলেজ পাঠদানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য এখানে আসতেন। অন্যদিকে, অধিকাংশ শিক্ষক যারা লিবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করতেন তাদের মূল বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা বিদ্বান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

অন্যান্য বাঁধাগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগারের অভাব এবং বই ও জার্নালের স্বল্পতা। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ন এবং তাদের গবেষণার সঠিক বিষয়, তত্ত্ব বা পদ্ধতি নির্বাচনে দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা

>>

প্রদান করার জন্য উপদেষ্টাগণের অভাব। এই সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য, আমি আমার সহকর্মী ওমরান এম আল গুয়েব-এর লিবিয়ার সমাজবিজ্ঞান নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার উল্লেখ করব, যেটি তিনি একটি জাতীয় সম্মেলনের নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে, তিনি স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য একটি সুগঠিত ও সুস্পষ্ট কর্মকৌশলের অভাব উল্লেখ করেন। এটির একটি ভালো দিকও ছিল, ছাত্র এবং তাদের তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা নির্বাচিত কিছু বিষয় লিবিয়-ার সমাজের সাথে কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক ছিল।

স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক উভয় প্রোগ্রামের মান উন্নয়নের ফলে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে মান নিয়ন্ত্রণ অফিস স্থাপনের ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রোগ্রামগুলোতে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল পাঠ্যক্রম চালু করা হয় এবং গবেষণা পদ্ধতি, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, সামাজিক পরিসংখ্যান এবং তথ্য বিশ্লেষণে অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। এই প্রচেষ্টাগুলো ফলপ্রসূ হয়েছিল, কেননা লিবিয়ার শিক্ষার্থীদের এখন বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পথে কোন সমস্যা হয় না।

> উপসংহার

উপরে বর্ণিত হয়েছে, কীভাবে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি লিবিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ-ার সাথে লিবিয়ায় সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা হয়েছিল এবং বছরের পর বছর ধরে বিকশিত হয়ে লিবিয়-ার বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, এটি এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যার মধ্যে দুর্বল পাঠ্যক্রম, বিশেষত তত্ত্ব এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে- যেটি এর উন্নয়নে প্রভাব ফেলেছিল। লিবিয়ার বিদ্বানরা অন্য অনেকের মতো, তাদের নিজস্ব তত্ত্ব নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং লিবিয়ার সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণ করতে পশ্চিমা তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। যাইহোক, পশ্চিমা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে, লিবিয়ার সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান আরো শক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তদুপরি, সমাজবিজ্ঞানের অনেক স্নাতকই লিবিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যেমন- সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অত্যন্ত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মোহাম্মদ এলতোবালির:
<Mohammad.Tobuli@uob.edu.ly>

> আলজেরিয়ায় সমাজবিজ্ঞান:

শিক্ষাদান, ব্যবহার এবং মর্যাদা

হাসান রেমাউন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ওরান বিশ্ববিদ্যালয় ২ এবং সহযোগী গবেষণা পরিচালক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (সিআরএএসসি), ওরান, আলজেরিয়া।

আলজেরিয়ান হিরাক (২০১৯-২০২০ সামাজিক আন্দোলনের নামকরণের জন্য একটি আরব শব্দ)। কৃতজ্ঞতাঃ ক্রিয়েটিভ কমন্স।

আলজেরিয়ায় সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহার এবং মর্যাদার প্রশ্নটি কীভাবে আজকের সময়ে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে? সংক্ষেপে, আমার মনে হয় যে এ বিষয়ে কমপক্ষে তিনটি দিক বিবেচনা করা উচিত:

(১) সমাজবিজ্ঞানের পাঠদান ও আলজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টির শুরু থেকে এর বর্তমান পর্যন্ত বিকাশ।
(২) বিষয়টির জন্য সামাজিক চাহিদা ও সুযোগ।
(৩) জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়টির মর্যাদা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টির সামগ্রিক গতিশীলতা।

> সমাজবিজ্ঞানের পাঠদান

ফরাসি একাডেমিয়ার মাধ্যমেই ডুরখেইমিয়ান ঐতিহ্য অনুসরণ করে আলজেরিয়ায় সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা ও ব্যবহার চালু হয় -যার উপর আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নির্ভরশীল ছিলো। নৈতিকতা এবং সমাজবিজ্ঞানে একটি সনদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পাশাপাশি দর্শনের মতো অন্যান্য ডিগ্রির সর্বাগ্রে সমাজবিজ্ঞানের শুরু করতে হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানের ডিগ্রী এবং স্নাতকোত্তর ডক্টরেট ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হয়, এবং একই বছর প্রাক্তন চিঠি অনুষদটি মানবিক অনুষদে রূপান্তরিত হয়। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত বছরগুলোতে চারটি উচ্চশিক্ষা সনদের (এসইএস) মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের ডিগ্রি দেওয়া হতো ঃ সাধারণ সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি এবং বিকল্প হিসাবে উত্তর আফ্রিকার নৃতাত্ত্বিক বিদ্যা বা জনতত্ত্ব।

১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশক থেকে, এই বিষয়টি এসইএস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও লক্ষ্যযুক্ত শিক্ষাদান মডিউল শুরু করেছিল। প্রতি ঘন্টা মাত্রায় উভয় তাত্ত্বিক কোর্স এবং তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক কাজ ও টিউটোরিয়াল সংযুক্ত করার সাথে প্রথম বছরগুলোতে ফিল্ড ইন্টার্নশিপও যুক্ত হয়েছে। চার বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যার প্রধান অংশ দুই বছর এবং পরের অংশ ও দুই বছর ছিল যেখানে শেষের দিকে অভিসন্দর্ভ লেখার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৮ সালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো আলজিয়ার্স ও এটির বর্ধিত ওরান এবং কনস্টানটাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ইতিমধ্যে, তাদের সংখ্যা আজ কয়েক ডজন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সাথে সঙ্গতি রেখে এক বা একাধিক বিশেষত্ব শাখা খুলতে পারে (যেমন, কাজের সমাজবিজ্ঞান, শহুরে সমাজবিজ্ঞান, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি)। শিক্ষাদান, যা প্রাথমিকভাবে নির্দেশনার দুটি ভিন্ন ভাষায় (আরবি এবং ফরাসি) ছিল, ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে এটি সম্পূর্ণরূপে আরবী ছিল। এটির আরও আগে, ১৯৭০-এর দশকে, দর্শন এবং ইতিহাসের জন্য করা হয়েছিল। এটাও মনে রাখা উচিত যে ব্যাচেলর অফ আর্টস, মাস্টার এবং ডক্টরেট (ফরাসিতে Licence-Master-Doctorat), এলএমডি পদ্ধতি (ইউরোপে সাধারণীকৃত হিসেবে) প্রায় দশ বছর আগে গৃহীত হয়েছিল। পরিশেষে, আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ডুরখেইমিয়ান এবং ভেবারিয়ান ঐতিহ্য ছাড়াও, আলজেরিয়ার সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু প্রজন্ম ইবনে খালদুন এবং মার্কসের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই সাথে পিয়েরে বুরদিউ এবং জ্যাক বার্কের কাজের মাধ্যমেও (বিশেষ করে আলজেরিয়া এবং মাগরেবে) প্রভাবিত হয়েছে।

> বিষয়টির জন্য সামাজিক চাহিদা ও সুযোগ

সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জনসংখ্যাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে, প্রতি বছর হাজার হাজার সমাজবিজ্ঞানী শ্রম বাজারে প্রবেশ করে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। তবে তারা সবাই এমন চাকরি করে না, যা সরাসরি তাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। তাদেরকে প্রায়শই চাকরির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পেশায় পাওয়া যায়, প্রধানত সরকারী কর্মে (প্রশাসন, শিক্ষকতা, প্রেস, পুলিশ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ইত্যাদি) আবার বেসরকারী ক্ষেত্রেও। প্রকৃতপক্ষে, যে শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞান থেকে পাস করে বের হয় তারা প্রায়শই এটি করে, কারণ তাদের সেখানে ভর্তি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে যারা পাস করার

>>

জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন গড়ের কাছাকাছি পেয়ে মানবিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে।

যাইহোক, সমাজবিজ্ঞানীদের কাজের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা রয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে, জনসংখ্যা আদমশুমারির (১৮৫০ সাল থেকে) কাজে যেখানে পরিসংখ্যান জরিপে দক্ষতা, মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন যেখানে তারা জায়গা করে নিতে পারে। সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক আন্দোলন পূর্বাভাস এবং নিয়ন্ত্রণ- সহ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেখানে সমাজতাত্ত্বিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রধানত গবেষণামূলক জরিপের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের ক্রিয়াকলাপ এবং জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং, অভিযোজন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মসূচী বিষয়ে ১৯৯৮-২০০২ সালের আইন, যা দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে, সেটি ৩০টি জাতীয় গবেষণা প্রোগ্রাম আয়োজন করে, যার মধ্যে দশটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। সম্পূর্ণরূপে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং ভূগোলবিদদের লক্ষ্য করে গঠিত 'জনসংখ্যা ও সমাজ' প্রোগ্রাম, ১১৮ টি বিষয় তালিকাভুক্ত করে যা ৩২ টি বিভাগ ও ৭টি গবেষণা ক্ষেত্রে বিভক্ত: (১) শহর এবং শহুরে স্থান; (২) গ্রামীণ স্থান; (৩) পরিবার, নারী ও সমাজ; (৪) জনসংখ্যার অভিবাসন ও স্থানিক বন্টন; (৫) কর্ম ও কর্মসংস্থান; (৬) সামাজিক গতিশীলতা; (৭) জ্ঞান, অভিব্যক্তি এবং কল্পনা।

> অবস্থা এবং ভূমিকা

দেশটির স্বাধীনতার পর আলজেরিয়ায় যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে উপনিবেশের মাধ্যমে পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় উপনিবেশের সমালোচনা করেছিল, বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক ক্ষেত্রে, যা উপনিবেশিক আদেশকে চিরস্থায়ী এবং বৈধ করার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ইতিহাসতত্ত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক, এমনকি মনোবিজ্ঞান এবং মনোরোগবিদ্যার মতো শাখাগুলোকে বর্ণবাদী অনুমানের ক্ষেত্রে অবহিত করে, যেমনটি ছিল "আলজিয়ার্সের স্কুল", যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হয়েছিল যেখানে ঔপনিবেশিক অভিজাতদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তরুণ রাষ্ট্রকে তাই সর্বাগ্রে একটি জাতীয় পরিচয়ের পুনরুদ্ধারকে লক্ষ্য করে সমাজকে পুনরায় খুঁজে বের করার জন্য ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনে তার নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞানের ক্ষেত্রটি পুনরায় প্রণয়ন করতে হয়েছিল যা দীর্ঘদিন ধরে লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

তাই মানুষ ও সমাজের বিজ্ঞান, বা যারা এগুলো ব্যবহার করে তাদেরকে দুটি দৃষ্টান্তের কাঠামোর মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠন করে এই দুটি প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাড়া দিতে হয়েছিল:

প্রথমটি, পরিচয়ের উদ্দেশ্যে, ইতিহাসতত্ত্ব (বা জাতীয় ইতিহাস) দর্শন, ধর্মতত্ত্ব (ইসলামিক বিজ্ঞান), ফিকহ (ইসলামিক আইনশাস্ত্র), আরবি ভাষা অধ্যয়ন, এমনকি ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষার সাথে যুক্ত মনোবিজ্ঞানের মতো শাখাগুলো দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

দ্বিতীয়টি, উন্নয়নবাদ দ্বারা সমর্থিত, এমন বিষয় দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যা আর্থসামাজিক উত্তরণ এবং আধুনিকীকরণকে এগিয়ে নিতে পারে, সমাজবিজ্ঞানীকে ভূগোলবিদ বা ভাষাবিদ (অনুবাদক), পাশাপাশি চিকিৎসা বা কর্ম মনোবিজ্ঞানী এবং ইতিবাচক আইন বিশেষজ্ঞের মতো একইভাবে ডাকা হয়েছিল।

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এখানে উল্লেখিত অন্যান্য জ্ঞানকন্ডের মতো, সমাজবিজ্ঞানের বাস্তবায়ন তার নিজস্ব তত্ত্ববিদ্যার আবশ্যকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শগত সীমাবদ্ধতার দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সমঝোতা এবং সমস্যা মোকবেলা করা হলো স্থায়ী প্রলোভন এবং অনুশীলন। এটাও মনে রাখা উচিত যে নৃতত্ত্ব, যা কয়েক দশক আগে তুলনামূলকভাবে প্রান্তিক ছিল, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পুনরায় মোতায়েন করা হচ্ছে, কখনও কখনও সমাজ-নৃতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সাথে মিশে যাচ্ছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হাসান রেমাউন: <hassan.remaoun@gmail.com>

> তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানঃ

ত্রিমুখি সংকটের মুখোমুখি

মুনির সাইদানি, তিউনিস আলমানার বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিসিয়া, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর আরব বিশ্বের আঞ্চলিক সম্পাদক এবং আইএসএ নির্বাহী পর্ষদের সদস্য (২০১৮-২০২২)

দ্য সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (সিইআরইএস) হল প্রথম তিউনিসিয়ান সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র, যা ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ১৯৬৪ সাল থেকে রেভিউ টিউনিসিয়ন ডি সায়েন্স সোশ্যালস (তিউনিসিয়ান সোশ্যাল সায়েন্স জার্নাল) প্রকাশ করে আসছে।

গত কয়েক দশকে, একটি পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা হিসেবে তিউনিশিয়াকে ইতিবাচক ভাবে দেখা হয়েছে। যাহোক ২০১০-২০১১ সালের তিউনিশিয়ান বিপ্লব পরবর্তীকাল যা আদতে দশ বছরের বেশি নয়, যেখানে বিশ্লেষকরা মূলত কম আশাবাদী, এবং ব্যর্থতা ও সংকটের গল্পগুলো ব্যক্ত করেছেন। গত এক বছরে স্বাস্থ্য সংকট একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে, যা জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশকে দারিদ্রতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিউনিশিয়ার সংকটটি ত্রিমুখি: এটি একই সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত।

এই প্রবন্ধে আমি যে প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়াস চালিয়েছি তা হলো: কিভাবে তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবর্তিত তিউনিশিয়ার ত্রিমুখি সংকটকে মোকাবেলা করছে?

প্রাথমিকভাবে আমি তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের কাঠামোগত দর্শনের পর্যালোচনার মাধ্যমে শুরু করে, ধাপে ধাপে তিউনিশিয়ার সমাজব্যবস্থার প্রচলিত দৃষ্টান্তের মূল্যায়ন করবো এবং পরিশেষে, জন-আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহনের মূল্যায়ন করবো। উপসংহারে সংকট আলোচনার বাইরেও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করবো।

> দুর্বলভাবে সংগঠিত বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলো

২০২১ সালে এ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনালে দেস স্যোশোলোগ ডি ল্যাঙ্গুই ফ্রাইনচাইজ (এআইএসএলএফ) এর ২১ তম সম্মেলন ২য় বারের মত তিউনিশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্তির ইতিহাস থাকা স্বত্বেও, তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানের জন্য শ্রোতাদের মাঝে প্রচারণার সুযোগটি সফল হয়নি। যদিও আইএসএ'র বৈজ্ঞানিক সভায় ১৯৯০ সাল থেকে তিউনিশিয়ার অংশগ্রহন রয়েছে কিন্তু বর্তমানে অল্প কিছু সমাজবিজ্ঞানী পরবর্তী সভার জন্য নিবন্ধন করেছেন। তিউনিশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আরব স্যোশোলজি এ্যাসোসিয়েশনের (১৯৮৫) দূর্বলতা তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানীদের দুর্বল সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির উদাহরণ। যদিও তারা প্রায় সবগুলো কার্যক্রম যেমন: আরব কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্সে (এসিএসএস), ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল ইন্সটিটিউট ফর এ্যারাবিক রিনিউয়াল এবং ২০২০ সাল প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর এ্যারাব সোসাইটি স্টাডি -এর প্রোগ্রামগলোতে অংশগ্রহন করে। কিছু বিখ্যাত তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানমূলক কার্যক্রম যেমন প্রতিবেশি দেশগুলোতে ওয়েবিনার, সম্মেলন এবং বক্তৃতাগুলোতে অংশগ্রহন করে।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে, তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞনীরা অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞনীদের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন ধরণের সংলাপ এবং নিজেদের স্বীকৃতি অর্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যদিও, সকল অংশগ্রহনকারীই শুধু ব্যক্তিগত একটি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে থাকেন। তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞনীদের এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পেছনের অন্যতম একটি কারন হলো তাদের কোন সাংগাঠনিক কাঠামো না থাকা। গত চার বছরে তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞান এসোসিয়েশন (১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) খুব কমই কোন কার্যক্রম করেছে। ২০১০ সালে তাদের জার্নাল আল মুকাদিমার তৃতীয় এবং সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। নীতিমালা অনুসারে সংগঠনের ত্রৈবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনের নির্ধারিত সময়সীমা কয়েক মাস আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তিউসিশিয়ার নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে তাদের পূর্বসুরীদের একটি মতাদর্শগত দূরত্ব বিরাজ করছে। যার ফলে তাদের পরস্পরের প্রতি গ্রহনযোগ্যতা নেই বললেই চলে। আরব সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ, তিউনিস এর মত আর্থিক এবং সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী সংগঠনগুলোর সহায়তা ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের কর্মকান্ড পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব।

এ ধরণের দূর্বল যোগাযোগ কাঠামো নিয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজবিজ্ঞানের ধারায় যে কোন বৈজ্ঞানিক সংগঠনের পক্ষে তার

>>

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন। তথাপি, আমি মনে করি তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সাথে মোকাবেলা করতে আরও অক্ষমতা দেখাচ্ছে। এই অক্ষমতার সাথে দৃষ্টান্তের কিছু সম্পর্ক আছে যা এখন পর্যন্ত প্রচলিত।

> সামাজিক পরিবর্তন অস্বীকৃতির একটি উদাহরণঃ

প্রতিবেশী অন্যান্য উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মত তিউনিশিয়ার সামাজিক শিক্ষা/ গবেষণা কার্যক্রম ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উত্তর উপনিবেশিক সময়ে যদিও ডিকলোনিয়ালও না- সমাজবিজ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে সাধারণ দৃষ্টিসীমার বাইরেও রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সব বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করে। একটি কেন্দ্রীয় জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কীয় কাঠামোর সাথে উন্নয়নবাদী-আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের কিছুটা পক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীয়মান হয়। অন্তর্নিহিত দৃষ্টিতে দেখলে, সমাজ পরিবর্তনের তিনটি অনুসঙ্গের সক্রিয় জোরালো সম্পর্কের পুণঃগঠন বা ভাঙনের প্রক্রিয়ায় সমাজ খুবই ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করে। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের নেতা হিসেবে বিশেষায়িত করা হতো যদিও তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ছিলনা এবং পর্যায়ক্রমে তা বিলীন হয়ে যায়। তিউনিশিয়ান জাতিকে নিছক একটা কাল্পনিক এবং উদ্ভাবিত জাতি হিসেবেই গণ্য করা এবং তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সত্যতা নিয়ন্ত্রনের সক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয় । এভাবে যখন, ২০১০-২০১১ সালে তিউনিশিয়ান বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষনের জন্য এটি প্রচলিত মডেলের সাথে খাপ খায়নি।

২০১০-২০২১ সালের বিপ্লবের এতিহাসিক পটভুমি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, আদতে কি ঘটছে তা বোঝার জন্য নতুন সমাজতাত্বিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে "রাষ্ট্রের উপর সামাজিক প্রতিশোধ" এই ধারণাটিকে দেখা, বোঝা, অনুধাবন বা মডেল আকারে উপস্থাপন করাটা কঠিন। এদিকে, স্বাস্থ্যবর্ধক-সামাজিক সংকট তাত্বিবক-দৃষ্টান্ড় মূলক স্ড়রে যেকোনো সমাজতাত্বিবক কাজকে আরও জটিল করে তুলেছে। একজন তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানী যিনি ১৯৬০ সাল থেকে তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করছেন, তিনি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে "সামগ্রিক সামাজিক সংকট" (সামগ্রিক সামাজিক ঘটনা, যা মূলতঃ মৌস এর মতবাদ অনুসরণ করে) হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি উচ্চতর স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে যার সাহায্যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থাকে পুরোপুরি অবলোকন করা যায়। কিন্তু গবেষণা করার ক্ষেত্রে খুব অল্প কিছু আলোচনাই বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠতা/ বিষয়গম্যতা, অন্তর্গত/বহির্গত, স্থানীয়/বৈশ্বিক, ঐতিহাসিক/কাঠামোগত বিষয়গুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। প্রচলিত পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ কাটিয়ে নতুন সমাজবিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করতে এখনো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। সাধারনের কাছ থেকে আসা সামাজিক সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ এখনো সমাজবিজ্ঞনীদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষনের পদ্ধতিকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারেনি।

প্রাথমিকভাবে যে কোন নতুন দৃষ্টান্তের অনুসরনে প্রচলিত পন্থা থেকে তাতে স্থানান্তরিত হওয়া একটি সাহসী পদক্ষেপ। সামাজিক জ্ঞানের ব্যপক বিস্থার না হলে এটি কখনোই সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

> একটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক সমাজব্যবস্থা

তিউনিশিয়ার বৈজ্ঞানিক কমিউনিটিগুলোর মতই সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্রের পূর্ববর্তী বৈশিষ্টগুলোর একটি অবিরূপ হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানচর্চা এখনো শুধুমাত্র অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্যই এর প্রথম কারণ লুকায়িত আছে স্বৈরতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে যার ফলে তিউনিশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো এবং সামাজিক পন্ডিতগণ সমাজতাত্বিক বিতর্ক থেকে উপেক্ষিত ছিলো। জনসাধারণের বিতর্কে তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহনের নিম্নমুখী প্রবণতা সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়গুলোর একটি হিসেবে প্রমানিত হয়েছে।

তিউনিশিয়ায় উদ্ভাবিত সামাজিক জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলো বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে ভাষার সীমাবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় আরবীকরণ নীতি গৃহীত হলেও, আংশিকভাবে এখনো তা ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়ানো হয়। মূল ধারণাগত বিষয়গুলি সাধারণত শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের প্রকৃত অথবা ফরাসী সমকক্ষ ভাবানুবাদ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সমাজতাত্বিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিদেশী ভাষা হিসেবে ফরাসী ভাষায় উপস্থাপিত হয়, যেখানে ইংরেজী ভাষা প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিত। অপরপক্ষে এমন আধাআধি আরবীকরণ নীতি গ্রহনের ফলে সমাজতাত্বিক জ্ঞানচর্চা এবং এর ফলাফলগুলির উপযোগীতা জনপ্রিয়তা পায়না। যদিও, অনেকেই যুক্তি দিতে পারে যে, সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় সাধারনের কাছে সহজবোধ্য নয় এমন অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারের ফলে, সমাজতাত্বিক আলোচনা খুব কমই সম্প্রসারিত হতে পারে। এটি বিশেষভাবে সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয় যখন অন্যান্য ভিত্তিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞানকে হুমকীর মুখে ফেলে দেয়। একটি দেশের সকল সামাজিক বিতর্ককে অত্যধিক রাজনীতিকরণ করা হলে তা জটিল বিরামহীন অনিয়ন্ত্রিত সামাজিক পরবর্তনকে উৎসাহিত করে যা ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডি সার্টেউ এর 'প্রেইস দ্যা পেরল' (prise de parole) তত্ত্বানুসারে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক মতবাদকে সমগোত্রীয় এবং আন্তপরিবর্তনশীল বলে ধরে নেয়।

এ ধরণের পরিস্থিতিতে, বৈশিষ্টপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলাকে পৃথক করা এবং শোনা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং, তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে " যুক্তিবাদী বিশেষজ্ঞ" দৃষ্টিভঙ্গিকে সুসংগঠিত জনবিতর্কে এবং সাধারণ জনকর্মে যৌক্তিকভাবে কার্যকর করা দূরুহ হয়ে যায়।

> উপসংহারঃ

এই নিবন্ধের নিবিড় আলোচনায় মূলত এটা দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে শুরু থেকে তিউসিশিয়ার সমাজবিজ্ঞান তার অস্তিত্ব লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। নিবন্ধটিতে গত দশকের নির্দিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জের এর উপরেও আলোচনা করা হয়েছে। তিউসিশিয়ার বর্তমান ত্রৈমাত্রিক সংকট তিউনিশিয়ার সমাজবিজ্ঞান বিকাশের আরেকটি বাঁক উন্মোচন করে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সফলতা অর্জনের পথে এটি এখনো ততটা সুদৃড় বা সুসংগঠিত নয়।

এই নিবন্ধটির একটি উদ্দেশ্য তিউনিশিয়ার ভবিষ্যত সমাজব্যবস্থার উপর গভীর আলোচনা করা। তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রজন্ম, তাদের স্বতন্ত্র পেশাগত চাহিদা এবং সম্মিলিত কার্যক্রমের মাঝে উদ্ভুত ব্যবধান নিরসন আলোচ্য নিবন্ধে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এক-ইসাথে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের যোগাযোগ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক। বিশ্বায়নের এই যুগে, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের বিতর্কে এবং অগ্রগতিতে সুসংগঠিত তিউনিশিয়ান সমাজবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মুনির সাইদানি: <mounir.saidani@issht.utm.tn>

> কোভিড প্রতিক্রিয়ায় অসমতা মোকাবেলা

উইলমা এস নেচিটো, জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জাম্বিয়া

কাসাম্বা স্কুল এবং অন্যান্য ৫৮ টি স্কুলে বড় আকারের হাত ধোয়ার জায়গা স্থাপন করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতাঃ লুসাকা ওয়াটার সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ (এলইউডবিউএসই)।

২০২০ সালে এপ্রিলের শুরুতে যখন জাম্বিয়াতে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঘটনা ধরা পড়েছিল, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি আলোচনার ঝড় উঠেছিল; অনেক মানুষ মনে করতো এই রোগটি কেবল সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের মানুষকে প্রভাবিত করে, বাকিদের নয়। মনে করা হয়েছিল, যেসব ধনবান ব্যক্তি ইউরোপ থেকে ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, শুধু তারাই এই নতুন রোগের জন্য সংবেদনশীল; সাধারণ জনগনের বিশেষ মাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। প্রথম ঢেউ অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায় এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্যের বার্তাগুলোর জন্য অপরিকল্পিত জনবসতি এবং গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করা বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছিল কারণ তাদেরকে প্রায়শই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো "আপনি কি কখনও কাউকে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে দেখেছেন?" প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত মহামারিটি অনেকের কাছে প্রতারণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাকিরা প্রতিবাদ করেছিল যে এটি সরকারের অনুদান পাওয়ার একটি কৌশল মাত্র।

> দ্বিতীয় ঢেউ

দ্বিতীয় ঢেউটি ভিন্ন কিছু ছিল না এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। নিম্ন-আয়ের সাধারণ জনগণ সবসময় জনস্বাস্থ্যের সতর্কবার্তাগুলোতে খুব কম মনোযোগ দিয়েছিল। মাস্ক পরিধান করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো এবং শহরের কিছু অঞ্চলের মানুষজন মাস্ক পরতো বলে মনে করা হতো তারাই ভাইরাসটি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি স্পষ্টতই যেন দুটি শহরের একটি গল্প, কারণ এক পাশে কেউ মাস্ক পরিধান করতো অপরদিকে কেউ পরতো না। জাতীয় পর্যায়ে যখন কোভিডের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছিল, তখন তৃণমূল পর্যায়ে অপরিকল্পিত জনবসতিতে কী ঘটছে তা দেখা কঠিন ছিল। সেখানেই লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ এর আবির্ভাব হয়। লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ একটি বহু-অংশীদারী সহযোগী পদ্ধতি যা সরকারি ও বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর লক্ষ্য হলো সকলের জন্য পানির নিরাপত্তা এবং একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ শহর গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য জার্মান কর্পোরেশন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের সহায়তায় ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি বর্তমানে ৩০ জন অংশীদারী সদস্যপদে উন্নীত হয়েছে। অংশীদারী সদস্যদের নিজস্ব আদেশপত্র আছে কিন্তু তারা শহরের পানি নিরাপত্তার উন্নয়ন করতে একসাথে কাজ করার চেষ্টা করে।

> কোভিডে তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া

২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন দেশে কোভিডের ঘটনা বাড়তে শুরু করে, তখন কোভিডের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত সাবান ও স্যানিটাইজার কেনার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ এর সদস্যরা স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করার ক্ষেত্রে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা নিয়ে বিবেচনা শুরু করে। স্বল্প আয়ের মানুষগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সাথে সংগ্রাম করছিল এবং কোভিড-১৯ এখন ঘরোয়া পর্যায়ে অন্য খরচ যুক্ত করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অংশীদারী সদস্যরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং জাম্বিয়ায় মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ফলস্বরূপ লুসাকা শহরের মধ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: বাজার পরিষ্কার করা এবং জীবাণুমুক্ত করা, বেসিন এবং সাবানের ব্যবস্থা, হ্যান্ডস ফ্রি-নামক হাত ধৌতকরণ পয়েন্ট এবং কোভিড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মতো কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ

>>

হাত ধোয়া প্রচারের জন্য স্কুলগুলিতে পানির ট্যাঙ্ক অনুদান করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতাঃ এলইউডবিউএসই

করা হয়েছিল।

ভাইরাসের সম্ভাব্য বাহক হওয়া সত্ত্বেও নিম্ন-আয়ের সম্প্রদায়ের স্কুলের শিশুরা মেসেজিং এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ থেকে বাদ পড়েছিল; এই উপলব্ধিটি শহরের আশেপাশে ১০০টিরও বেশি স্কুলে আউটরিচ এবং সহ-ায়তা প্রদানের জন্য লুসাকা সিটি কাউন্সিল কর্তৃক গ্রিন স্কুল পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে "সেফ ব্যাক টু স্কুল ক্যাম্পেইনচ (এসবিটুএস) চালু করে। এই প্রোগামের প্রধান প্রধান অংশীদাররা হলো ওয়াটার এইড, লুসাকা সিটি কাউন্সিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এসবিটুএস প্রচারাভিযানের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি সদস্যদের বাড়িভিত্তিক যত্নবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্কুলে কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া তৈরি করা এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা। এই প্রচারাভিযানের আওতায়, হাত ধোয়ার সময় স্কুলের শিশুদের যাতে আড়াআড়ি সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে সে জন্য স্কুলগুলোকে একাধিক "হ্যান্ডস ফিচ-নামক হাত ধৌতকরণ স্টেশন প্রস্তুত করা হয়েছিল। পানির ঘাটতি দূর করার জন্য স্কুলগুলোতে বড় বড় পানির ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ কর্তৃক অন্য একটি পদক্ষেপ এর মধ্যে ছিল ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনার উন্নয়ন করা। ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটিগুলোকে যোগাযোগ দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল যাতে তারা তাদের আশেপাশে কোভিডের গল্প বলতে সক্ষম হয়। ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটিগুলোকে এর প্রশিক্ষণের পর, লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ এর অধীনে অন্য একটি চলমান পদক্ষেপ হিসেবে তৃণমূল সম্প্রদায়গুলোকে পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট) প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনার উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটিগুলোকে গ্লাভস, ক্লিনিং এজেন্ট, স্যানিটাইজার, সাবান, ক্লোরিন, চাকাওয়ালা ডাস্টবিন, ঝাড়ু এবং পানির ট্যাঙ্কের মতো সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে।

> সফলতার ক্ষুদ্র পদক্ষেপ

এই প্রবন্ধে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো সীমিত এবং ছোট আকারে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে যদি লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ সহযোগী প্ল্যাটফর্মটি এই নিম্ন-আয়ের স্কুল এবং সম্প্রদায়গুলোতে পদক্ষেপ না নেয় তবে কী হবে, উত্তরটি সম্ভবত কিছুই নয়। নিশ্চিতভাবে, কোভিড-এর জন্য যে নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার স্কুল এবং ব্যবসায়িক প্রাঙ্গনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও জারি করেছে যাতে তারা পর্যাপ্ত স্যানিটাইজিং বা হাত ধোয়ার সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করে, তবে বেশি-রভাগ স্কুলের পরিষেবা সম্প্রদায় এই অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। এক্ষেত্রে লুসাকা পানি নিরাপত্তা উদ্যোগ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীদের অতি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন অংশীদারদের কাছ থেকে সম্পদ একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে। সহযোগী প্ল্যাটফর্ম দেখিয়ে দিয়েছে যে, অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররাও কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সফলভাবে সহায়তা করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
উইলমা এস নেচিটো: <wsnchito@yahoo.com>

> কুনের দর্শনে

ইবনে খালদুনের প্যারাডাইম

মাহমুদ দাউদী, ইউনিভার্সিটি অব টিউনিস, তিউনেশিয়া; সদস্য, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) গবেষণা কমিটি, হিস্ট্রি অব সোশিওলজী (আরসি০৮), সোশিওলজী অব রিলিজিয়ন (আরসি২২) ও ল্যাংগুয়েজ এন্ড সোসাইটি (আরসি২৫)

তিউনিসিয়ার ইবনে খালদুনের মূর্তি।
কৃতজ্ঞতাঃ এম. ধীফাল্লাহ / ক্রিয়েটিভ কমন্স।

এই নিবন্ধটি ইবনে খালদুনের নতুন ধরণের বিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে যা তাঁর বিখ্যাত বই 'আল মুকাদ্দিমাহ'-তে আরবী ভাষায় 'ইলম আল উমরান আল বাশারী' অর্থাৎ "মানব সভ্যতা এবং সামাজিক সংগঠনের বিজ্ঞান" নামে উল্লেখিত। এখানে আমি বিজ্ঞানের আধুনিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুনের প্রত্যয়সমূহ, যথা প্যারাডাইম, 'স্বাভাবিক' বিজ্ঞান ও 'বিপ্লবী' বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোকে ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) এর প্রক্রিয়াটিতে আলোকপাত করেছি যা অনুসরণ করে তিনি তাঁর নতুন ধরণের সামাজিক বিজ্ঞান প্যারাডাইম আবিষ্কার করছেন।

মুকাদ্দিমা-র লেখকের বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের চেতনাকে অনুধাবন করতে বিজ্ঞানের আধুনিক দর্শন সাহিত্যের সাথে পরিচিতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই নিবন্ধটিতে আমি কুনের প্রত্যয়সমূহ যেগুলো তিনি সাধারণ বিজ্ঞান থেকে বিপ্লবী বিজ্ঞানে স্থানান্তর বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছেন সেগুলো বুঝতে এবং ইবনে খালদুনের সামাজিক চিন্তা মূল্যায়ন করতে প্রয়োজনীয় সেই ধারণাগুলোর রূপরেখা অংকনের প্রয়াস নিয়েছি।

> প্যারাডাইমের ধারণা

সাধারণ ভাষ্যে, 'প্যারাডাইম' শব্দটি বলতে একটি আদর্শ উদাহরণ বা মডেলকে বুঝানো হয় যা অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয়। কুন তাঁর বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাঠামো-তে যেমনটি উল্লেখ করেছেন--যেসব তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত নিয়মাবলী অনুসরণ করা হবে, যেসব উপজীব্য ব্যবহার করা হবে, যে সমস্যাগুলি তদন্ত করা হবে এবং যে মানদন্ডগুলো দ্বারা গবেষণাকে মূল্যায়ন করা হবে, স্বাভাবিক সময়ে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ঐক্যমত্য থাকে । এই ঐক্যমত্য উৎসারিত হয়েছে বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের অতীতের কিছু বৈজ্ঞানিক অর্জনকে মডেল বা প্যারাডাইম হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে। প্যারাডাইম-র এই ধারণাটি বিজ্ঞানের দর্শন চিন্তায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, যেমনটি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

> স্বাভাবিক এবং বিপ্লবী বিজ্ঞান

কুন তাঁর বইয়ে দুই ধরনের বিজ্ঞানের উল্লেখ করেছেন: স্বাভাবিক বিজ্ঞান এবং বৈপ্লবিক বিজ্ঞান। কুন স্বাভাবিক বিজ্ঞানকে এমন একটি বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করেন যেখানে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা ক্ষেত্রের সাধারণ জ্ঞান, ধারণা, তত্ত্ব, নিয়মাবলী একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে তাঁরা বিজ্ঞানের আধার থেকে নির্বাসিত হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাভাবিক বিজ্ঞান এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় জানে যে পৃথিবী কেমন। বিজ্ঞনের অধিকতর অনুশীলনের জন্য, স্বাভাবিক বিজ্ঞান অতীতের বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলোকে বৈধ ভিত্তি হিসাবে দেখে। এই পর্যায়ে, স্বাভাবিক বিজ্ঞান প্রায়ই মৌলিক অভিনবত্বগুলিকে দমন করে কারণ এটি আবশ্যকভাবে এর মৌল প্রতিশ্রুতির অন্তরায়। সুতরাং, কুন যেমনটি ব্যাখ্যা করেছেন, স্বাভাবিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নতি এবং অগ্রগতি অর্জন করতে পারে ।

যাইহোক, কুন উল্লেখ করেছেন যে, একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হল একটি ক্রমক্ষয়িষ্ণু উন্নয়ন ধারা যেখানে একটি পুরানো প্যারাডাইম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি বিসদৃশ নতুন প্যারাডাইম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কুনের

>>

দৃষ্টিতে, একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব যা প্যারাডাইমের পরিবর্তন ঘটায় সেটি রাজনৈতিক বিপ্লবের অনুরূপ। রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হয় কমিউনিটির সদস্যদের বিকাশমান চেতনা থেকে। যেখানে তারা মনে করে যে, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে পর্যাপ্তভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা আংশিকভাবে অসঙ্গতি এবং সংকট সৃষ্টি করছে। সংকটের ফলে একটি প্যারাডাইম অন্য একটি নতুন প্যারাডাইমে রূপান্তরিত হতে পারে এবং যার মাধ্যমে স্বাভাবিক বিজ্ঞানের একটি নতুন ঐতিহ্যের উদ্ভব হতে পারে, তবে সেটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া নয়।

> আরব মুসলিমদের ইতিহাস রচনার সংকট

কুনের দৃষ্টিভঙ্গি ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। খালদুনের বৈজ্ঞানিক যাত্রার প্রথম ধাপটি মুসলিম ইতিহাসবিদদের প্রতি তার শক্তিশালী সমালোচনামূলক অবস্থানের ঘোষনা দেয়। তিনি স্পষ্টভাবে দেখান যে, মুসলিম ইতিহাস রচনা একটি পরিপূর্ণ সংকটে ছিল। যেমনটি নিম্মেও উপস্থাপন করা হয়েছে, তাঁর নিজের লেখনীতে মুসলিম ইতিহাসবিদদের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের প্রতি তার মনোভাব বেশ জোরালোভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর সময়ে এবং তার আগেও মুসলিম বিশ্বে ইতিহাস জ্ঞানকান্ড --বা ইবনে খালদুন যাকে 'ইতিহাসের শিল্পকলা' (The Art of History) বলেছেন-- ভালো অবস্থানে ছিলো না। কুনের পরিভাষায়, মুসলিম ইতিহাসরচনা সংকটের মধ্যে ছিল এবং একটি নতুন বিপ্লবী প্যারাডাইমের আকারে এটি সমাধানের প্রয়োজন ছিল, যা পূর্বে মুসলিম ইতিহাসবিদদের সমষ্টিগত বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। মুকাদ্দিমা-র লেখক বিভিন্ন সময়ের মুসলিম ইতিহাসবিদদের সমালোচনা করেছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিটি মুসলিম ইতিহাস রচনার অবস্থান সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মনোভাব তুলে ধরেছেঃ

> "অনবদ্য মুসলিম ইতিহাসবিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিস্তৃত সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো বই আকারে লিখেছেন। কিন্তু, তারপর, ইতিহাসের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার অধিকার নেই এমন ব্যক্তিরা অসত্য রটনা যা তারা চিন্তা করেছিল বা স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন করেছিল এবং সেই সাথে মিথ্যা মনগড়া নিন্দিত প্রতিবেদনগুলো সেই বইগুলোতে অন্তর্ভূক্ত করেছিল। তাদের পদাংক অনুসরণ করে অনেক উত্তরসূরি সেই তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন যেহেতু তারা এগুলো শুনেছিলেন। তারা ঘটনা এবং অবস্থার কারণগুলোর অনুসন্ধান করেনি বা সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়নি, বা তারা অযৌক্তিক কাহিনীগুলোকে বাতিল করেনি বা প্রত্যাখ্যান করেনি। সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য যতসামান্যই চেষ্টা করা হচ্ছে। [...] ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস মানুষের একটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য।"

> ইবনে খালদুনের বিপ্লবী নতুন বিজ্ঞান

ইবনে খালদুনের নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুনের বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের প্যারাডাইম-এর সদৃশ। ইবনে খালদুন বলেন যে তার বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার ফলাফল নয়। যেমন, কুনের পরিভাষায় এটি সত্যিই একটি বিপ্লবী বিজ্ঞান। মুকাদ্দিমা-র লেখক স্বীকার করেছেন যে তাঁর নতুন বিজ্ঞান বিষয়ে কেউ পূর্বে লেখেননি: 'আসলে, আমি এই পরিসরে কারও সাথে আলোচনার মুখোমুখি হইনি।' ইবনে খালদুন অনেক চিন্তাবিদ এবং বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন; যেমন- অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স, মোবেথানের কর্মসমূহ এবং মুস-লিম চিন্তাবিদদের বইসমূহ। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তার নতুন বিজ্ঞান এই বইগুলোর চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়: 'আমরা এরিস্টটলের নির্দেশনা বা মোবেথানের শিক্ষা ছাড়াই ইশ্বরের সাহায্যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।' ইবনে খালদুন তার নতুন বিজ্ঞানের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন: ' [বিষয়টি] ক্ষেত্রবিশেষে একটি স্বাধীন বিজ্ঞান। [এই বিজ্ঞান]-এর নিজস্ব বিশেষ বিষয়বস্তু আছে-মানব সভ্যতা এবং সামাজিক সংগঠন। এই বিষয়ের আলোচনা বিশেষভাবে নতুন, অসাধারণ এবং অত্যন্ত উপকারী কিছু।' যাইহোক, ইবনে খালদুন তার নতুন উদ্ভাবিত সামাজিক বিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে বেশ বিনত: '[...] যদি আমি কিছু বিষয় বাদ দিয়ে থাকি, অথবা এই বিজ্ঞানের সমস্যাগুলো অন্য কিছুতে বিভ্রান্ত হয়, তবে এর সংশোধনের কাজটি বিচক্ষণ সমালোচকদের জন্য থাকলো।' ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ মাহমুদ দাউদীঃ <m.thawad43@gmail.com>

১। খালদুন, ই. (১৯৮০ ইংরেজি সংস্করণ, অনুবাদ. এফ. রোজেনথাল), আল মুকাদ্দিমা, ভলিউম ১: ৬-৭

২। 'মোবেথান' শব্দটি অ্যারিস্টটলের রাজনীতির অনুরূপ একটি ভারতীয় বইকে বোঝায়।

> ব্রাজিলের সামাজিক কল্পনা এবং আইনের সমাজবিজ্ঞান

ফ্রান্সিসকো বেডে, আইইএসপি-ইউইআরজে, ব্রাজিল, এবং **গ্যাব্রিয়েল এস সারকেইরা,** ইউনিভার্সিডেড ফেডারেল ফ্লুমিনেন্স, ব্রাজিল

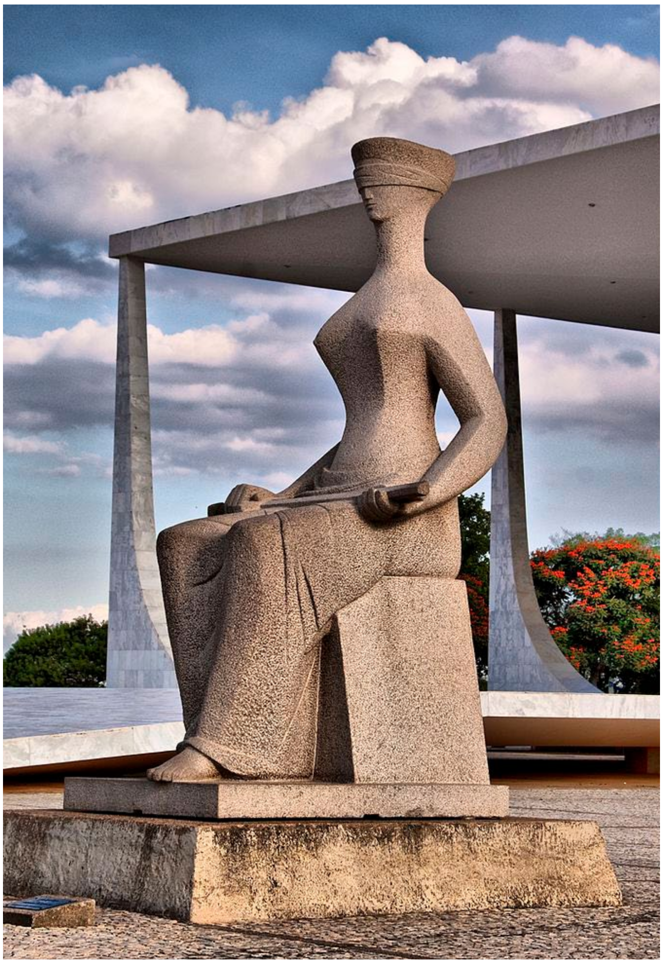

আলফ্রেডো সেশিয়াত্তি কর্তৃক "বিচারপতি" মূর্তিটি ব্রাজিলের সুপ্রিম ফেডারেল কোর্ট ভবনের সামনে অবস্থিত। কৃতজ্ঞতাঃ রিকার্ডো/ ক্রিয়েটিভ কমন্স।

সমসাময়িক ব্রাজিলে আইন কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য 'কাল্পনীক' (imaginary) ধারণাটি ক্রমশ কেন্দ্রীয় হয়ে উঠছে। ব্রাজিলীয় আইনের সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক গতিশীলতা এবং জাতীয় রাজনীতির অন্যান্য দিক (আইন সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য) এর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া কীভাবে মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষার সংহতকরণকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করা আধুনিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। যেমন: (১) একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন, যা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের পরিবর্তে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অধীন হয়; (২) একটি অর্থনৈতিকভাবে স্বায়ত্বশাসিত এবং দক্ষ জাতীয় উন্নয়ন; (৩) ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক জীবন, যেখানে রাষ্ট্রের সক্রিয় কার্যকারিতা তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সীমার মধ্যে ঘটে।

কাল্পনীক শব্দটিকে এখানে বোঝা উচিত বিষয়টির উপস্থাপনা এবং চর্চায় অন্তর্ভুক্ত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, যতক্ষণ না এগুলো যৌথ গতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার জন্য একটি সাধারণ প্রসঙ্গ হিসেবে একত্রিত হয়, কর্নেলিয়াস ক্যাস্টোরিয়াডিস যাকে সামাজিক কাল্পনীক বলেছেন। এই অর্থে, কাল্পনীক ধারণাটি আদর্শের ধারণা থেকে খুব বেশি আলাদা নয়, যতক্ষণ না কেউ আদর্শকে কেবল 'কৃত্রিম চেতনা' (বাস্তবতার ভুল উপস্থাপনা) হিসেবে নয়, বরং এমন কিছু হিসেবে উপলব্ধি করে যা আমাদের বাস্তব কর্মের জন্য অর্থের সমন্বয় প্রদান করে। তদুপরি, আমরা এই ধারণার মাধ্যমে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি একত্রিত করছি যে বিশ্বদর্শনগুলো সর্বদা এমন কিছু বিষয়ের সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে যৌক্তিক মনে হয় না (যেমন এটিকে কেবল যৌক্তিকতায় সীমাবদ্ধও করা যায় না)। অর্থাৎ, সামাজিক কল্পনা অনেকাংশে আবেগ এবং মর্মার্থ উসকে দেওয়াকে সীমার মধ্যে কাজ করে।

> আধুনিক আইনের বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য

আধুনিক আইনের বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আইনের সমাজবিজ্ঞানের উচিত কল্পনার ধারণাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। আধুনিক আইন নাগরিকত্বের প্রতিষ্ঠানে দীক্ষিত যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র, সমান ও স্বাধীন একজন স্বশাসিত সত্তা ও মৌলিক অধিকারের ধারক হিসাবে হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। অধিকারের ধারণাকে এটি অত্যন্ত বিমূর্ত প্রকারে উপস্থাপন করে: যেখানে একজন নাগরিককে ব্যাখ্যা করে স্বাধীন হিসেবে যে অন্য সব নাগরিকের মতোই একই অখণ্ড অধিকার ভোগ করে। সেই বিমূর্ত সমতার বাইরে গিয়ে বাস্তবতার নিরিখে জনগনের কনক্রিট জীবনের দিকগুলোকে আইন অধিকারের আওতায় না নিয়ে সেটাকে ব্যক্তিগত বিষয় বানিয়ে অগ্রাহ্য করে যায়। সুতরাং, আধুনিক আইন এবং আধুনিক আইনি ব্যবস্থার অংশ হওয়ার জন্য, এটিকে অবশ্যই এই বিমূর্ত রূপের উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে (যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অধিকার এবং তথাকথিত সংখ্যালঘু অধিকারগুলো নাগরিকদের মৌলিক স্বাধীনতা ও সমতা হিসাবে বিশদভাবে ব্যাখ্যাও করা থাকবে।)

যদিও এই বিমূর্ত এবং সার্বজনীন আইনি কাঠামোর আদর্শগত ভিত্তি যেকোনো স্বেচ্ছাচারী এবং বিশেষ প্রয়োগকে ভেটো দেয় (যেহেতু আধুনিক আইন তার আইনজ্ঞ ও আইনজীবীদের ইচ্ছার প্রকাশ ও ব্যাখ্যা নয়)। এই একই আইনি কাঠামো তার চালকদের বাস্তবতার সাপেক্ষে বিমূর্ত সংকেতগুলোকে মূর্ত রূপে রূপান্তরিত করতে বাধ্য করে। সুতরাং, এখানে সিদ্ধান্তমূলক দিকটি এমন নয় যে আইনি ব্যবস্থা রাজনীতি বা বিশেষ ব্যক্তি স্বার্থের অধীন (যদিও এটি ঘটে), কিন্তু বিমূর্ত আইন থেকে মূর্ত সিদ্ধান্তে উত্তরণের জন্য কাল্পনিক দিকটি যে সমন্বয়ের কাজটি করতে পারে তা বিমূর্ত আইন করতে পারে না।

> সামাজিক কল্পনাতে আইনের নোঙ্গর

অন্যদিকে, আধুনিক আইনের বৈধ দৃষ্টান্তে (বিমূর্ত) নাগরিকত্বের ধারণাটিও নাগরিকত্বহীনতা সৃষ্টির সুযোগ দ্বারা চিহ্নিত। যখন নিরঙ্কুশ সার্বভৌম কর্তৃত্বের ধারণা থেকে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণায় রূপান্তর ঘটে, কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌম শক্তি যখন নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়াদির পুনর্বণ্টন ঘটায় তখন দ্বান্দ্বিকভাবে একইসাথে সমাজের একটি অংশ কর্তৃত্বের বাইরে

>>

থেকে যায়। যদি এই ব্যবধানটি নিরপেক্ষ আইনি ব্যবস্থার মধ্যমে স্পষ্টভাবে সমন্বিত না হয়, তাহলে এটি দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে বিদ্যমান থাকবে। এর দ্বন্দ্বগুলো প্রায়ই আইনের পরিচালকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এমন একটি ব্যাখ্যার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন যা আইন ও কল্পনার (বিভিন্ন অভিব্যক্তির অধীনে) মধ্যে আন্তঃসংযোগ চায়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, আইনের প্রতিষ্ঠানটি সাংবিধানিকভাবে তার সামাজিক বাহ্যিকতা (বিমূর্ত আইনের ভূখন্ড) এবং আইনের প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারিতার অযৌক্তিক সহিংসতার মধ্যে বিভক্ত হবে। এই আইনটি একই সাথে (এবং সমকালীনভাবে) একটি 'যুক্তিসঙ্গত' বিষয়বস্তু এবং নির্বিচারে একটি 'অযৌক্তিক' আদেশ ঘোষণা করে। যেহেতু আইনের গঠনমূলক মুহূর্তের বিবরণ সর্বদা একটি উত্তরাধিকারসূত্রে নির্মিত হয়, এই বিভক্ত উপাদানটি আইনের গোঁড়ামী ব্যাখ্যা দ্বারা পূর্ববর্তীভাবে লুকানো থাকে যাকে আইনজ্ঞ পিয়েরে লেজেন্ড্রে 'গোঁড়া আদেশ' (dogmatic order) বলেছেন।

এইভাবে, আইনের সমাজবিজ্ঞানের জন্য তদন্তের একটি দরজা খুলে যায়। যেটি অন্তর্নিহিত সামাজিক কল্পনাকে বিবেচনা করে এবং যা আধুনিকতার এই বিভক্ত আইনকে ঘিরে একটি বিশ্বদর্শন প্রদান করে–যাকে আমরা কল্পনাপ্রসূত নোঙ্গর বলতে পারি। এর মাধ্যমে, কেউ জাতীয় ঐতিহাসিক গঠন দ্বারা চিহ্নিত বিষয়গত ধরনগুলো অনুসন্ধান করতে পারে, যা (পুনরায়) আইনি প্রশিক্ষণের গতিশীলতায় এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে উৎপাদিত হয়। এটি আইনের অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আইন ব্যবস্থায় একটি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

এটা কোনো কাকতাল নয় যে ব্রাজিলের আইন জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী শ্রেণির (অ)বৈধতাকে অত্যন্ত নির্বাচনী পদ্ধতিতে ও দিনের আলোতে, কোনো বাধা ছাড়াই পরিচালনা করে। কাল্পনীক আদেশ বিদ্যমান আইনের অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী, সাংঘর্ষিক এবং খন্ডিত অংশকে প্রতিস্থাপন করতে পারে (আধুনিক বিমূর্ত আইন এবং তার স্বেচ্ছাচারী ও হিংসাত্মক নিজস্ব ভিত্তির মধ্যে) যা আইনে এই আচরণকে টিকিয়ে রাখে এবং এর বৈধতা দেয়। কারো বর্ণের কারণে অপরাধ গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পৃক্ততার বিচারিক সিদ্ধান্তকে অনুমোদন ও বৈধতা দেয় কী? আইনের অধিকারের মধ্যে হলেও কালো এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্রাজিলিয়ান ভ্রমণে প্রায়শই অবৈধ পুলিশী পদক্ষেপের বৈধতাও বা দেয় কী? বা কার্যকারণিক সিদ্ধান্তবাদ যা দৈনিক পত্রিকার পাতায় রোজ ছাপানো হয়? ব্রাজিলের আইনের জটিলতা এবং দ্বন্দ্ব বোঝার জন্য একটি আন্তঃবিভাগীয় তাত্ত্বিক-পদ্ধতিগত কৌশলের প্রয়োগ অপরিহার্য। এর জন্য কেবল আইন বিষয়ক আরও প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের পাঠ নয়, এর সাথে দর্শন, মনোবিশ্লেষণ এবং ইতিহাসের সংমিশ্রণ প্রয়োজন হবে, যেটা ছাড়া কেউ আইনের ক্ষেত্রে কল্পনার ধারণার কেন্দ্রীয়তাকে সঠিকভাবে দেখতে পারবে না।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ফ্রান্সিসকো বেড়েঃ <franciscojuliaomb@gmail.com>
গ্যাব্রিয়েল এস সারকেইরা: <gabrielscerqueira@gmail.com>